

# خواجگان چيست

## খাজেগানে চিশতীয়া

[দিল্লি কে বাইস খাজা গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

১. খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)
২. হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)
৩. খাজা নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.)
৪. খাজা আমীর খসরু মাহমুদ দেহলভী (রহ.)

মূল

ড. জহুরুল হাসান শারের চিশতী

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল-নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

---

## খাজাগানে চিশতিয়া

মূল: ড. জহুরুল হাসান শারেব চিশতী

অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

---

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে  
মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহীদ আল-আমীন হাসনাত, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

---

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন  
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

---

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: রামায়ান ১৪৩৬ হি. = জুন ২০১৫ খ্রি.

---

প্রকাশনা ক্রমিক: ১২৪, বিষয় ক্রমিক: ০৭

---

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

---

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, মেইল: [mujahid\\_sach@yahoo.com](mailto:mujahid_sach@yahoo.com)

---

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাজ্জুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

---

মূল্য: ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

---

**Khawjagana-e-Chishtia:** By: Dr. Zahural Hasan Sharib Chishti, Translated  
In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah  
Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price:  
150

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[saajctg@yahoo.com](mailto:saajctg@yahoo.com)

[www.saajbd.org](http://www.saajbd.org)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَلِّغِ الْعَالَمَ بِحِكْمِهِ  
كَشَفِ الْإِنْجِيْلَ بِجَمَالِهِ  
حَمِّتِجْ تَخْصِيَالَهُ  
صَلِّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ

﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾

## সূচিপত্র

প্রাক কথা

০৮

### ॥১॥ কুতবুল আকতাব হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)

০৯

বংশ-পরিচিতি

১০

জন্ম-বৃত্তান্ত

১১

জন্ম-সাল ও আসল নাম

১২

খেতাব বা উপাধি ও লকব বা উপনাম

১২

প্রাথমিক জীবন ও বিসমিলাহ পাঠদান

১৪

মক্তবে ভর্তি

১৫

সত্যের সন্ধানে

১৬

বায়আত গ্রহণ

১৭

মুরশিদগণের সাথে সফর

১৮

হারমাইন শরীফাইনের যিয়ারত ও খিলাফত লাভ

১৯

তরীকতের সাজরা

২০

বাগদাদ শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তন (৫৮৬ হি. = ১১৯০ খ্রি.)

২০

খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর সন্ধানে

২১

হযরত খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর বায়আত হওয়া

২২

হযরত খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর দিল্লিতে অবস্থান

২২

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন (রহ.)-এর খিলাফত অর্জন

২৪

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন (রহ.)-এর সম্পর্কে দুটি কথা

২৪

উশ সফর শেষে প্রত্যাবর্তন ও মুলতান যাত্রা

২৫

কুবাসা বেগের দরখাস্ত

২৬

হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর যাত্রা

২৬

কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.)-এর স্বপ্ন

২৬

দিল্লি প্রত্যাবর্তন ও সুলতান ইলতুতমিসের দরখাস্ত

২৭

হযরত খাজা কুতব সাহেব (রহ.)-এর দরখাস্ত	২৮
হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর দিল্লি গমন	২৮
হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর দ্বিতীয় যাত্রা	২৮
হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর আজমীর যাত্রা	২৯
পীর-মুরশিদের খিদমতে উপস্থিতি	৩০
তাবাররুকসমূহের জিম্মাদারী প্রদান	৩১
পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে উপদেশ	৩১
হযরত খাজা কুতব উদ্দীন (রহ.)-এর স্বপ্ন	৩২
হযরত খাজা কুতব সাহেব (রহ.)-এর স্ত্রী ও সন্তানগণ	৩২
দ্বিতীয় বিয়ে	৩৪
হযরত খাজা কুতব উদ্দীন কাকী (রহ.)-এর দাফনপর্ব	৩৪
কুতবুল আকতাবের জীবন সায়াহে	৩৫
কুতব সাহেব (রহ.)-এর অসীয়াত ও জানাযা	৩৭
জানাযার জুলুস	৩৭
হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর কতিপয় খলীফা	৩৭
হযরত কুতুব সাহেব (রহ.)-এর তাবাররুকপ্রাপ্তি	৩৮
হযরত খাজা (রহ.)-এর পক্ষ থেকে অসীয়াত	৩৯
হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর স্বপ্ন	৩৯
হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর গুণাবলি	৪০
সম্মানিত পীরানে পীরগণের সেবা	৪২
মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া	৪২
মহান আল্লাহর ওপর ভরসা	৪৩
স্বীয় অবস্থাকে প্রকাশের বিপক্ষে ছিলেন	৪৩
তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী	৪৩
তাঁর তালীম	৪৫
পীর-মুরশিদের করণীয়	৪৬
পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং দুনিয়াপ্রীতি	৪৬
ধৈর্য-সমুষ্টি এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর একটি ঘটনা	৪৭
তাপসী হযরত রাবেয়া বাসারী (রহ.)-এর নিয়ম	৪৭
তকবীর বলা এবং আল্লাহর খাস বান্দাগণ	৪৮
হযরতের উত্তম বাণীসমূহ	৪৮
হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর দুআ এবং অযীফাসমূহ	৫০
কাশফ ও কারামত	৫২

॥২॥ মাহবুবে ইলাহী হযরত  
খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)

৫৬

বংশ-পরিচিত, মাতৃ ও পিতৃ পরিচিতি	৫৬
পিতৃ ও মাতৃবংশ পরিচিতি, তাঁর শুভজন্ম	৫৭
উপাধি ও আসল নাম, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা	৫৮
দিল্লি অবস্থান এবং ধ্যানমগ্ন এক আত্মহারার সাক্ষাৎ লাভ	৫৯
হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) কর্তৃক	
অদৃশ্য বায়আত লাভ	৬০
জীবনে আশু পরিবর্তন	৬১
অযোধ্যার পথে যাত্রা	৬২
খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর দরবারে	৬৩
মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর বায়আত ও খিলাফত লাভ	৬৩
বায়আতের শাজরা	৬৪
পীর-মুরশিদের খিদমতে	৬৪
দিল্লি প্রত্যাবর্তন এবং সাধনায় আত্মনিয়োগ	৬৫
মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর অবস্থান পরিবর্তন	৬৬
জীবনের শেষান্ত এবং তাবাররুক বিতরণ	৬৭
মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর ওফাত	৬৮
মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর খলীফাগণ	৬৯
চরিত্র ও পীর-মুরশিদের ভালোবাসা	৬৯
শানে মাহবুবী (রহ.) ও হাদিয়া প্রাপ্তি	৭০
লঙ্গরখানার যাত্রা ও দুনিয়ার প্রতিহিংসা	৭১
তাঁর উদার হস্তে দান-খয়রাত	৭১
তাঁর সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্ব ও বুয়ুর্গি এবং ইবাদত-বন্দেগী	৭২
তাঁর শিক্ষানুরাগিতা	৭৩
তাঁর শিক্ষা	৭৪
ইবাদতের প্রকারভেদ ও দুআর পদ্ধতি	৭৬
আল্লাহর ধ্যানে থাকা এবং রিয়কের প্রকারভেদ	৭৬
পারস্পরিক আচরণ, সেমা সম্পর্কে তাঁর অভিমত	৭৭
তাঁর স্মরণীয় কিছু বাণী	৭৮
মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দুআ ও অযীফাসমূহ	৭৯
তাঁর কাশফ ও কারামত	৮১

### ৥৩ ৥ হযরত খাজা নাসির উদ্দীন

#### মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.)

বংশ-পরিচয় ও মাতা-পিতা	৮৪
জন্ম, নাম, খেতাব ও লকব বা উপাধি	৮৫
শিক্ষা ও দীক্ষা, দরবেশগণের সাহচর্য লাভ	৮৬

দিল্লি আগমন, বায়আত ও খিলাফত লাভ, একটি ঘটনা	৮৬
পীর-মুরশিদের দরবারে অভিযোগ	৮৭
সাধনা	৮৮
অসীয়তনামা, ওফাত এবং তাঁর সম্মানিত খলীফাগণ	৮৯
বিশেষ গুণাবলি, তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল-সহানুভূতিপ্রবণ	৯০
গয়ল আসক্তি	৯০
তাঁর শিক্ষাসমূহ	৯১
নির্বাচিত বাণী এবং অযীফাসমূহ	৯২
কতিপয় কারামত	৯৩

৥৪ ৥ হযরত খাজা আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.)	৯৪
বংশ-পরিচিতি, পিতৃপরিচয়	৯৪
জন্মগ্রহণ ও উপাধি, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা	৯৪
বায়আত ও খিলাফত লাভ	৯৫
খাজা হাসান (রহ.)-এর সাথে ভালোবাসা	৯৬
বাদশাহগণের সাথে সুসম্পর্ক	৯৬
হযরত আবু আলী কলন্দর সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ	৯৭
তাঁর ভাবী উপাধি অর্জন	৯৮
তাঁর অসীয়ত	৯৭
ওফাত	৯৮
চারিত্রিক গুণাবলি	৯৮
পীর-মুরশিদের ভালোবাসা	৯৯
পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে ভালোবাসা	৯৯
কাব্য ও কবিতা	১০১
তাঁর লিখিত বিশেষ গ্রন্থাবলি	১০২

## প্রাক কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

প্রবাদ আছে, খাজাগানে চিশ্ত আহলে বেহেশত। উপ-মহাদেশসহ সারা বিশ্বে ইসলামের আলোর ছায়াতলে মানুষ স্থান লাভ করে আহলুল্লাহ, আহলে দিল বা আল্লাহ তাআলার আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে।

যুগে যুগে ঈমান, ইসলাম ও ইখলাসের দাওয়াত যেভাবে হক্কানী-রব্বানী ওলামা-মাশায়েখ প্রচার ও প্রসার করেছেন সেভাবে কোনো রাজা-বাদশাহ প্রচার করেননি। তাই আদিকাল থেকে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আল্লাহর আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি আন্তরিকতার সাথে রয়েছে। যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

এ গ্রন্থে চিশতিয়া তরীকার প্রসিদ্ধ এমন কতিপয় শায়খে তরীকতের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মের বর্ণনা করা হয়েছে যা মূল উরদু গ্রন্থ দেহলী কে বাইশ খাজার অনুবাদ। তা আমাদের জন্য হতে পারে জীবনাদর্শ। আগামীতে আরও বিভিন্ন আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন চরিত নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের আশা রাখি।

এ গ্রন্থ পাঠে কোনো পাঠক-পাঠিকা সামান্য কিছুও উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাগনের জীবন ও কর্ম জানান, বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

০৫ মে ২০১৫

বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



## কুতবুল আকতাব

### হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)

কুতবুল আকতাব হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্ব সুফিয়ায়ে কেরামের উর্ধ্বতন কুতব, পথপ্রদর্শক, ইশকে মওলার নূরের উদয়াচল, অধ্যাত্মিক ভক্তগণের উজ্জ্বল নমুনা।

তিনি চিশতিয়া বংশের নয়নমনি ও দ্যুতি এবং খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী সনজরী (রহ.)-এর অনুরক্ত ছিলেন। খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর পথের আলো তিনি।

হযরত নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.), হযরত নাছির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) এবং হযরত বান্দা নওয়ায গিসুদারাজ (রহ.)সহ প্রত্যেকেই রুহানী দিশারী হওয়ার গৌরবে ধন্য ছিলেন। তিনি নিজ গৃহস্থল ত্যাগ করে ভারত চলে যেতেন এবং হযরত খাজা গরীব নওয়ায (রহ.)-এর খিদমত ও সংস্রবে থাকাকে নিজের ভাগ্য সুপ্রসঙ্গ হওয়ার একমাত্র উপায় মনে করতেন। সেই খাজা গরীব নওয়ায (রহ.)-এর সেবা ও সোহবতে থাকার কারণেই প্রতিদান-তোহফা হিসাবে তিনি খাজা গরীব নওয়ায (রহ.)-এর সাজ্জাদানশীন, প্রথম খলীফা ও গদীনশীন হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন। খাজা গরীব নওয়ায (রহ.) দিল্লিতে তাঁকে বেলায়তের মতো গুরু দায়িত্ব সোপর্দ করেছেন।

হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী সনজরী (রহ.) যে মারিফাতের আলোর মশাল সত্য-সত্যবাদিতার প্রদীপ শিখায় আজমীরকে আলোকময় করেছিলেন, হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) সেই আলোর প্রোজ্জ্বল শিখা নিম্নগামী হতে দেননি। পরবর্তীতে তাঁরই যোগ্য গদীনশীন হযরত শায়খ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) এবং তাঁরই সাজ্জাদানশীন উভয়েই সেই বেলায়তী রাজত্বকে অটুট রাখেন। সেই সমুজ্জ্বল

আলোকছটা অদ্যবধি সমানভাবে আলো ছড়াচ্ছে । সেই প্রদীপ শিখার অসংখ্য পাগলপারা মানুষ শহরে ও গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছেন ।

চিশতিয়া তরীকার মশায়েখ ভারতবর্ষে যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তাতে যতই গৌরবের কথা মনে করা হোক না কেন তা অপ্রতুল হয় । তাঁরা নিজ কথা-বার্তায় ও কাজে-কর্মে এ ধরনের একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যা ভারতবর্ষের কৃষ্টি-সভ্যতা, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কাব্য এবং কবিতা-গয়ল অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এমন প্রতিপত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, যার প্রভাব বর্তমান পর্যন্ত বিদ্যমান ।

## বংশ-পরিচিতি

তাঁর বংশীয় সাজরা শরীফে সংক্ষিপ্ত মতপার্থক্য রয়েছে যা জাওহরে ফরীদী, সিয়ারুল আকতাব, খযীনাতুল আসফিয়া, মুনাকিবুল মাহবুবীন ও মিরাতুল আনসাব নামক গ্রন্থাবলিতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে ।

মিরাতুল আনসাব গ্রন্থের বরাতে তাঁর বংশীয় পরম্পরা নিম্নরূপ: খাজা কুতব উদ্দীন তাঁর পিতা সাইয়েদ মুসা ইবনে কামাল উদ্দীন ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে ইসহাক হাসান ইবনে সাইয়েদ মারুফ ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ রযি উদ্দীন ইবনে সাইয়েদ হুসাম উদ্দীন ইবনে সাইয়েদ রশীদ উদ্দীন ইবনে সাইয়েদ আবদুল্লাহ জাফর মারুফ ইবনে সাইয়েদ আলী ইবনে সাইয়েদ আলী নকী ইবনে সাইয়েদ নকী আল-জওয়াদ আবু জাফর ইবনে সাইয়েদ আলী রেযা ইবনে সাইয়েদ মুসা আবু জাফর ইবনে সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকির ইবনে সাইয়েদ আলী আওসাত যয়নুল আবেদীন ইবনে সাইয়েদ হুসাইন ইবনে সাইয়েদুন ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী কাররামালাহ ওয়াজহাহ ।

সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থের আলোকে তাঁর সাজরা শরীফ: হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখয়ার কাকী ইবনে সাইয়েদ মুসা ইবনে সাইয়েদ আহমদ, ইবনে সাইয়েদ কামাল উদ্দীন ইবনে সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ ইসহাক হাসান ইবনে সাইয়েদ আহমদ চিশতী ইবনে সাইয়েদ হুসাম উদ্দীন ইবনে সাইয়েদ রশীদ উদ্দীন ইবনে সাইয়েদ জাফর ইবনে আমীরুল মুমিনীন হযরত ইমাম মুহাম্মদ নকী আল-জওয়াদ ইবনে আমীরুল মুমিনীন হযরত ইমাম আলী মুসা রেযা ইবনে ইমামুল মুসলিমীন হযরত মুসা কাযিম ইবনে আমীরুল মুমিনীন হযরত ইমাম জাফর আস-সাদিক ইবনে আমীরুল মুমিনীন হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের ইবনে আমীরুল মুমিনীন

ইমাম যয়নুল আবেদীন ইবনে আমীরুল মুমিনীন সাইয়েদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন ইবনে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী কাররামালাহ ওয়াজহাহ<sup>১</sup>

## জন্ম-বৃত্তান্ত

তঁার জন্ম একটি মহতী কামনার ফসল। নিরাপদ ও নিরাপত্তার সুসংবাদ, রুহানী অগ্রযাত্রার ভরসাস্থল, সৃষ্টির জন্য সুসংবাদ। তিনি যখন মাতৃজটরে স্থিত ছিলেন তখন থেকেই তঁার বুয়ুর্গির প্রমাণসমূহ প্রকাশ পেতে লাগল।

তঁার গর্বিত মা-জননী বলেন, আমি গর্ভধারণ করাকালীন যখনই গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতাম তখনই আমার পেটের ভেতর থেকে ‘আল্লাহ-আল্লাহ’ যিকরের আওয়াজ শুনতে পেতাম। এ আওয়াজ আমি এক ঘণ্টাব্যাপী শুনতে পেতাম। নিশি-রাতে তিনি এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় তশরীফ নিয়ে এলেন। তঁার জন্মের পর সারা ঘর নূরে আলোময় হয়ে উঠেছিল। যে নূরানী আলো দর্শন করে তঁার সম্মানিত মা-জননী মনে মনে ভাবতে লাগলেন, একি, সকালের সূর্যরশ্মিতে আমার গৃহ আলোকিত হল নাকি!

মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তঁার নবজাতকের কপাল মাটিতে লুটে মহান রব্বুল আলামীনের কাছে সেজদাবনত হয়ে আছে এবং তঁার পবিত্র জবান মুবারক থেকে বিড়বিড় করে যেন ‘আল্লাহ-আল্লাহ’ ধ্বনিত হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যখন হযরত কুতব সাহেব সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে নিলেন, পুরো গৃহের সমুদয় আলো তৎক্ষণাৎ কোথায় যেন লুকিয়ে গেল। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল: ‘এ নূর যা আপনি দেখেছেন, এটা মহান প্রভুর গোপন রহস্যের মধ্যে একটি যা এক্ষুণি আমি আপনার সন্তানের অন্তরে প্রবিষ্ট করে দিলাম।’<sup>২</sup>

তঁার জন্মস্থানের নাম হচ্ছে, উশ। এ উশকে পূণ্যভূমি বাগদাদের শহরতলী বলা হয়।<sup>৩</sup> মরকায়ে খাজেগানের ভাষ্যে এ উশকে ফারস্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সিররুল আরিফীন নামক গবেষণা গ্রন্থে এ উশকে নদীমাতৃক উপকণ্ঠ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। মাসালিকুস সালিকীনের লেখক উশকে উজবিকেষ্টানের এলাকা-বিশেষ; যেখানে সম্রাট বাবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমানভিত্তিক প্রমাণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। শাহযাদা

<sup>১</sup> আল্লাহদিয়াহ, সিরারুল আকতাব, পৃ. ১৬৮-১৬৯

<sup>২</sup> আল্লাহদিয়াহ, সিরারুল আকতাব, পৃ. ১৬৯

<sup>৩</sup> সওলতে আফগানী

দারারশিকোহ তাঁর জন্ম ওই একই স্থানে বলে দাবি করেন। এ সম্পর্কে সফীনাতুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে শাহযাদা দারারশিকোহ বলেন, ‘জন্মস্থানও বংশপরম্পরা উশ পরগনা (শহরতলী) এবং সেটা আন্দজার অন্তর্ভুক্ত।’<sup>১</sup>

## জন্ম-সাল

তাঁর জন্ম-সাল নিয়েও যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। সওলতে আফগানী গ্রন্থে তাঁর জন্ম-সাল ৫৮৫ উল্লেখ থাকলেও তাঁর প্রকৃত জন্ম-সাল সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হল ৫৬৯ হিজরী।

## আসল নাম

তাঁর আসল নাম হচ্ছে, কুতব উদ্দীন। আবার অনেকে বলে থাকেন, তাঁর নাম হচ্ছে, বখতিয়ার। সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থকার বলেন, কুতব উদ্দীন এটা ঐশী খেতাব। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বখতিয়ার নামটি সমধিক পরিচিত হওয়ার হেতু হচ্ছে, তাঁর পীর-মুরশিদ খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.) তাঁকে বখতিয়ার বলে ডাকতেন। মিরআতুল আসরার ও রওয়াতুল আকতাব গ্রন্থকারদের দাবি হচ্ছে, উপরোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক।<sup>২</sup> তিনি হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি তিনি চিশতিয়া তরীকারই অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই তাঁকে চিশতী অভিধায় অলংকৃত করা হয়।

## খেতাব বা উপাধি

তাঁর সম্মানিত পীর সাহেব হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) স্বয়ং তাঁকে কুতবুল আকতাব খেতাবে ভূষিত করেছিলেন।

## লকব বা উপনাম

তাঁর লকব হল, কাকী। তাঁকে কাকী বলার অনেক কারণ দেখা যায়। যখন কুতবুল আকতাব হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) দিল্লিতে অবস্থান করা শুরু করলেন তখন তিনি বাহ্যিক সকল প্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। তিনি পরিবার-পরিজনসহ অতিদরিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করতেন। হযরত কুতব সাহেব সর্বদা মহান আল্লাহ্ জালা শানহুর শানে ধ্যান-

<sup>১</sup> দারারশিকোহ, সফীনাতুল আউলিয়া, পৃ. ১৬১-১৬২

<sup>২</sup> আব্বাহদিয়াহ, সিয়ারুল আকতাব, পৃ. ১৬৮

মগ্নতায় সময় কাটাতেন। তাঁর প্রিয়তমা বিবি সাহেবান খানাপিনার বন্দোবস্ত করতেন।

এক মুদি দোকানদার যার নাম ছিল শরফ উদ্দীন। তিনি তাঁদের এক পড়শি হিসেবে বসবাস করতেন। হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর সহধর্মিণী ওই দোকানদারের স্ত্রী থেকে কর্জ নিয়েই জীবনের বিভিন্ন সময় অতিবাহিত করতেন। হাতে টাকা-কড়ি কিছু এলে তা আবার শোধ করে দিতেন। এভাবে চলতে থাকলেও একদিন ওই দোকানির স্ত্রী হযরতকে খোটা দিয়ে বললেন, তাঁরা ধার না দিলে তাঁদের কিভাবে চলতে পারে। একথা হযরত কুতব উদ্দীনের স্ত্রীর কাছে ভালো লাগল না। তিনি ওই ব্যবসায়ী থেকে কর্জ নেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

একথা কোনো এক সময় হযরতের কানে এসে গেল। তখন তিনি স্ত্রীকে উপদেশ দিলেন, আর কর্জ নেবে না, বরং যখনই প্রয়োজন মনে করবে ওই তাক থেকে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করে খাওয়ার রুটি ইত্যাদি নিয়ে যাবে। তাঁর এভাবে চলতে লাগল। *সিররুল আরিফীন* গ্রন্থে এসেছে, সেই গোপন কথাটি হযরতের বিবি সাহেবা যখন মুদি দোকানির স্ত্রীকে না বলে পারলেন না, সেদিন থেকে গমের রুটি আসা বন্ধ হয়ে গেল।

*সফীনাতুল আউলিয়া* নামক গ্রন্থে শাহযাদা দারারশিকোহ তাঁকে কাকী বলার রহস্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঠিক এভাবেই: ‘কাকী এ কারণেই বলা হয় যে, যখন তিনি দিল্লিতে আস্তানা করে বসলেন, তখন কারো সাথে কোনো সম্পর্ক রাখলেন না এবং সারাক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁর ছেলে-সন্তান দরিদ্রতার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। এক সওদাগরের স্ত্রী তাঁদের পাড়া-পড়শি হিসেবে থাকতেন। অভাবের কারণে তাঁর কাছ থেকে কিছু ধার নিতেন। এভাবে দিন যাচ্ছে। একদিন ওই দোকানির স্ত্রী বলে ফেলল, যদি আমি তোমাদের আশপাশের অবস্থানকারী না হতাম তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হত। একথা হযরতের স্ত্রীর মোটেও পছন্দ হল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, ওই দোকানির স্ত্রীর কাছে থেকে আর কর্জ নেবেন না। একদিন একথা হযরত কুতব সাহেব (রহ.) জেনে ফেললেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, কখনো কারো কাছে থেকে কর্জ নেবে না। যখন প্রয়োজন মনে করবে আমার হুজরার ওই তাক থেকে গরম গরম রুটি নিয়ে নিজে খাবে। ইচ্ছা করলে কাউকে দিতেও অনুমতি রইল। এভাবে ওই তাক থেকে যখন যেটুকু প্রয়োজন রুটি নিতে লাগলেন। এ ধরনের রুটিগুলোকেই কাক বলা হয়।’<sup>১</sup>

<sup>১</sup> দারারশিকোহ, *সফীনাতুল আউলিয়া*, পৃ. ১৬১-১৬২

তাকে কাকী বলার অন্য একটি কারণও রয়েছে, একদিন হযরত আমীর খসরু (রহ.) হযরত নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কুতবুল আকতাব খাজা কুতব উদ্দীনকে কেন কাকী বলা হয়ে থাকে, বলবেন কি?

মাহবুবের ইলাহী সুলতানুল মাশায়িখ (রহ.) উত্তর দিলেন, রওযাতুল আকতাব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি সৌরকিরণ পড়ে এমন একটি চৌবাচ্চার ধারে বন্ধু-বান্ধবসহ অবস্থান করছিলেন। শীতল প্রবাহ সবার গায়ে লাগছিল। বন্ধুগণ আরয় করলেন, এ সময় যদি কিছু গরম খাবার পেতাম কতইনা ভালো লাগত। একথা শুনে তিনি পানিতে নেমে পড়লেন এবং গরম রুটি সেখান থেকে বের করে বন্ধুদের পরিবেশন করলেন। সেদিন থেকেই তিনি কাকী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

### প্রাথমিক জীবন

তিনি মাতা-পিতার পরম স্নেহে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। তাঁর মা-বাবা পুত্রকে নিয়ে সারাক্ষণ গর্ববোধ করতেন। পরিবারের দিন দিন উন্নতির একমাত্র উসীলা এ মধু ভক্ষণকারী শিশুটিকে বলেই তাঁরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন। যখন হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর বয়স সবেমাত্র দেড় বছর, তখনই কোনো এক শুভমুহূর্তে তাঁর সম্মানিত আব্বাজান নিজের প্রাণের শিশুসন্তানকে ইহদামে রেখে পরপারে পাড়ি জমালেন। তাঁর লালন-পালনের ভার সম্পূর্ণভাবে আব্বাজানের বিদায়ে শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের ওপরই ন্যস্ত হল। তিনি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি সাধ্যাতীত গুরুত্ব দিতে লাগলেন। তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি মাতৃক্রোড়েই সম্পন্ন হয়েছিল।

### বিসমিল্লাহ পাঠদান (৫৭৩ হি. = ১১৭৭ খ্রি.)

যখন হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর বয়স সবেমাত্র ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিনে পদার্পন করল, তখন তাঁর সম্মানিত আম্মাজান সন্তানকে বিসমিল্লাহ শরীফের মাধ্যমে প্রাথমিক পাঠদানের ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন। সৌভাগ্য বলা যায়, এ সময়েই হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) উশে অবস্থান করছিলেন। তিনি চতুর্দিকে ভ্রমণ, সফর সেরে উশ নামক স্থানে এলে তাঁকে সবাই বরণ করে নেন। কেননা তখনকার সময়ে তিনি উশেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বরণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর শ্রদ্ধেয় আম্মাজান হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর এ সময়ে উশে আসাকে নিজের এবং সন্তানের জন্য

সৌভাগ্য মনে করলেন। তিনি মনোস্থির করে ফেললেন হযরত খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.)-এর মতো অতি-মর্যাদাবান বুয়ুর্গের হাতেই তাঁর ছেলে কুতব উদ্দীনের বিসমিল্লাহ শরীফ শুরু করাবেন। নিজ প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে খাজা সাহেব (রহ.)-এর কাছে পাঠালেন।

হযরত খাজা সাহেব (রহ.) তাঁকে শ্লেটে লেখাতে চেষ্টা করলেন। ইত্যবসরে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতে লাগল: ‘হে খাজা! এফ্ফুণি তাঁকে লেখানোর চেষ্টা বন্ধ করুন। কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) তশরীফ আনছেন। তিনি আসার পরেই কুতবকে লেখা শুরু করাবেন এবং যাবতীয় শিক্ষা দেবেন।’ এ অদৃশ্য আওয়াজ শুনে হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.) সকল কার্যক্রম স্থাগিত রাখলেন। দেখা গেল, কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) তশরীফ নিয়ে এলেন। হযরত খাজা সাহেব (রহ.) তাঁর হাতেই শ্লেটখানা দিয়ে দিলেন। কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) হযরত কুতব উদ্দীন সাহেব (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্লেটে কি লিখতে চাও? হযরত কুতব সাহেব (রহ.) জবাব দিলেন,

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

‘পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে।’

হযরত হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ আয়াত তো পবিত্র কুরআন পাকের পনেরতম পারার অন্তর্গত। তুমি কবে কার কাছ থেকে এ কুরআন পাঠ করলে? হযরত কুতব সাহেব (রহ.) উত্তর দিলেন, আমার আম্মাজান সাহেবার কুরআনের পনেরতম পারা পর্যন্ত মুখস্থ ছিল। সেই ১৫ পারা আমি মায়ের পেটে থাকতেই মহান রব্বুল ইজ্জতের মর্জিতে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। একথা শুনে হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) শ্লেটে ওই সূরা শেষ পর্যন্ত লিখে দিলেন। তিনি হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-কে ৪ দিনের ব্যবধানে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করিয়ে দিলেন।

## মক্তবে ভর্তি

যখন হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর বয়স পঞ্চম বছরে পদার্পণ করল তখন তাঁর আম্মাজান তাঁকে মক্তবে ভর্তি করানোর ইচ্ছা করলেন। সেটা ছিল এক অতি-আনন্দের ব্যাপার। তাঁর আম্মাজান সাহেবা সেজন্য কিছু মিষ্টান্ন

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:১

এবং অর্থ-কড়ি নিয়ে পড়শি এক আলেমের মক্তবে পাঠালেন। সবাইকে খুশি হয়ে সেদিন দাওয়াতও করলেন।

তিনি যখন খাদেমের সাথে মক্তবে যাত্রা করছিলেন পথিমধ্যে এক বুয়ুর্গের সাক্ষাৎ ঘটে। ওই বুয়ুর্গ খাদেম থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ অতি-সৌভাগ্যবানকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? খাদেম জবাব দেন, মহল্লার জনৈক শিক্ষকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। একথা শুনে ওই বুয়ুর্গ অতীব গুরুত্ব দিয়ে বলে উঠলেন, ‘একে মাওলানা আবু হাফসের নিকটে নিয়ে যান, তিনি অসাধারণ কামিল ব্যক্তিত্ব। তিনিই পারবেন শুধু এ পুণ্যবান ছেলেটির যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে।’

ওই ব্যক্তির কথা অনুযায়ী তাঁকে প্রদর্শিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হল এবং মহল্লার পড়শি মাওলানাকে বাদ দেওয়া হল। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, তখন মাওলানা আবু হাফসকে লক্ষ করে বললেন, এ বাচ্চাটাকে ভালোভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিন এবং তার কাছ থেকে অনেক কিছু পেতে পারেন। ওই বুয়ুর্গ ব্যক্তি সাথে ছিলেন।

হযরত কুতুব সাহেব (রহ.)-কে মাওলানা আবু হাফসের নিকট সোপর্দ করে ওই বুয়ুর্গ চলে গেলেন। ওই বুয়ুর্গ চলে যাওয়ার পর মাওলানা আবু হাফস তাঁর খাদেম থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানতে পেরেছ, ওই বুয়ুর্গ কে? খাদেম সাদা-সফটা জানালেন, আমি তাঁকে তো চিনি না। মাওলানা আবু হাফস বললেন, তিনি হলেন হযরত খিযির (আ.)।<sup>১</sup>

## সত্যের সন্ধানে

কুতবুল আকতাব সাহেব (রহ.) খোদাপ্রাপ্তির ইশকে স্বপ্রণোদিত হয়ে বাসস্থান ত্যাগী হলেন। তিনি এক শহরে পৌঁছে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন। সেখানে জনমানব থেকে একটু দূরে একটি মসজিদ ছিল এবং ওই মসজিদে একটি সুউচ্চ মিনার ছিল। এদিকে হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর এমন একটি মহৎ দুআ জানা ছিল তা যদি প্রথম রাত অযীফা পাঠ শেষে কোনো মিনারয় উঠে পাঠ করা হয় তাহলে অনায়াসে হযরত খিযির (আ.)-এর সাক্ষাৎ নসীব হয়ে যায়। তিনি এ মিনারকেই একটি সুযোগ মনে করলেন এবং সেই দুআটুকু পাঠ করে নিলেন এবং মিনার থেকে নীচে এসে হযরত খিযির (আ.)-এর জন্য অপেক্ষমান রইলেন। মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে লোকজন আছে কিনা। কারো দেখা না পেয়ে বাইরে আসামাত্র এক

<sup>১</sup> হালাতে কুতব সাহেব, সওলতে আফগানী, পৃ. ৬৩৯ ও সিররুল আরিফীনের ভাষ্য মতে



বুয়ুর্গ ব্যক্তির দেখা পেলেন। ওই বুয়ুর্গ ব্যক্তি স্বয়ং কুতব সাহেব (রহ.)-এর কাছে প্রশ্ন করলেন, তুমি এ জনমানব শূন্য ময়দানে একাকী কি করছ? হযরত কুতব সাহেব (রহ.) সত্যিই বলে দিলেন, তিনি হযরত খিযির (আ.)-এর জন্য পথ চেয়ে আছেন। তিনি এজন্য একটি দুআও পাঠ সেরে নিয়েছেন। একথা শুনে ওই বুয়ুর্গ জানতে চাইলেন, তুমি কি দুনিয়ার বিভ্র-বৈভব পেতে উৎসুক? হযরত কুতব সাহেব (রহ.) সোজা জানিয়ে দিলেন, না আমি তা চাই না।

অতঃপর ওই বুয়ুর্গ জিজ্ঞাসা কখলেন, তুমি কি ঋণগ্রস্ত? হযরত কুতব সাহেব (রহ.) জানালেন, না। তখন ওই বুয়ুর্গ জোর দিয়ে বলে উঠলেন, তাহলে তুমি খিযির (আ.)-কে কেন তালাশ করছ? বলো দেখি? তিনি তো তোমার মতোই উঁচু মর্যাদার এক ব্যক্তিত্ব। এ শহরে একজন ব্যক্তি সারাক্ষণ মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। যিনি সপ্তম বারের মতো হযরত খিযির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

এভাবে কথাবার্তা চলছিল, এ অবস্থায় মসজিদ থেকে এক ব্যক্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল এবং প্রথম সাক্ষাৎদানকারী বুয়ুর্গের পাশে এসে দণ্ডায়মান হলেন। ওই মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসা বুয়ুর্গ সম্মানিত কুতব সাহেব (রহ.)-এর হাত মুবারক ধৃত হয়ে প্রথম সাক্ষাৎদানকারী বুয়ুর্গকে বলতে লাগলেন, তিনি শুধু আপনারই সাক্ষাৎ পেতে চান। হযরত কুতব সাহেব (রহ.) যখন একথা শুনে পেলেন, তখন অতিশয় আনন্দবোধ করলেন। চিনতে বেশিক্ষণ লাগল না, প্রথম সাক্ষাৎদানকারী বুয়ুর্গই হযরত খিযির (আ.) এবং পরবর্তীজন হলেন রিজালুল গায়ব বা অদৃশ্য জগতের দায়িত্ববান বুয়ুর্গ। ওই দু'বুয়ুর্গ তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য জগতে গায়ব হয়ে গেলেন।<sup>১</sup>

## বায়আত গ্রহণ

হযরত খাজা কুতব উদ্দীন (রহ.) বায়আত হওয়ার প্রত্যয়ী হলেন। হযরত শায়খ মাহমুদ ইস্পাহানী (রহ.) নামে তখনকার দিনে এক কামিল বুয়ুর্গ ছিলেন। হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর সাথে তাঁর সখ্যতা ও গভীর সম্পর্ক ছিল। সে কারণে তাঁর হাতে মুরীদ হওয়ার সংকল্প করলেন। কিন্তু শেষ অবধি সেটাই তো কার্যকর হবে যা মওলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকবে। ইত্যবসরে একদিন হযরত খাজায়ে খাজেগান হযরত মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) স্বভাবসিদ্ধ ভ্রমণে ইস্পাহান শহরে তশরীফ নিয়ে এলেন।

<sup>১</sup> (ক) সিরকুল আরিফীন; (খ) আল-কিরমানী, সিরকুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ শুয়ুখিল চিশতিয়া, পৃ.

হযরত কুতব সাহেব যখন সে সংবাদ অবগত হলেন, তখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য পাগল হয়ে গেলেন। তিনি যখন স্থিরমনে হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর কাছে পৌঁছে গেলেন, তখন তিনি একটি ধুতি কাপড় উড়াচ্ছিলেন। কুতব সাহেব (রহ.) তাঁর কাছে যাওয়া মাত্রই হযরত খাজা সাহেব (রহ.) ওই ধুতি কাপড় হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-কে হাদিয়া-স্বরূপ দিয়ে দিলেন।<sup>১</sup>

ধুতি প্রদান করার আসল অর্থ হচ্ছে, হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) কুতব সাহেব (রহ.)-কে সাদরে বায়আত করিয়ে নিলেন। হযরত কুতব সাহেব (রহ.) হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-কে ত্যাগ করে আর কোথাও থাকতে পারলেন না। অতএব তাঁর সাথেই থেকে গেলেন। হযরত কুতব সাহেব (রহ.) হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর যেকোনো সফরে সঙ্গ দিতেন।<sup>২</sup>

### মুরশিদগণের সাথে সফর

হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) সফরের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি ইম্পাহান থেকে পবিত্র খানায়ে কাবার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। হযরত কুতব সাহেব তাতে সঙ্গী হলেন। এ সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে হযরত কুতব সাহেব বলেন, যখন দুআপ্রার্থী হযরত কুতব সাহেব (রহ.) হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর সাথে পবিত্র কাবার পথে সঙ্গী ছিলেন, তখন একদিন ফজর নামায শেষ করে যাত্রা পথে এক শহরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে এক বড় বুয়ুর্গ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি একটি খ্রিস্টান গির্জায় ইংতিকাফ করছিলেন। একটি মাটির গর্তে শুকনো লাকড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর অপেক্ষায় হা করে একমাস থাকলাম। এত দীর্ঘ সময়ে তিনি একটিবার মাত্র মানবিক কারণে বের হলে, আমি তাঁকে দাঁড়িয়ে সালাম বিনিময় করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, হে প্রিয়। তুমি আমার জন্য কষ্ট পেয়েছ। তোমার এ বিষণ্ণতা প্রতিদান হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সুফিগণ বলেন, যে ব্যক্তি দরবেশগণের খিদমত করবেন, তিনি কবুলিয়ত লাভে ধন্য হবেন। অতঃপর তিনি আমাকে বসার জন্য অনুমতি জানালে আমি বসে পড়লাম।

তারপর এভাবে বলে চললেন, আমি শায়খ মুহাম্মদ আসলাম তওয়ী (রহ.)-এর উত্তরসূরি। ২৩ বছর যাবৎ মহান সৃষ্টিকর্তার সাধনায় নিমগ্ন আছি।

<sup>১</sup> সিররুল আরিফীন

<sup>২</sup> ড. জহুরুল হাসান শারেব, মুঈনুল হিন্দ, পৃ. ৬৬

রাত-দিনের কোনো হিসাব আমার কাছে নেই। আল্লাহ পাক তোমার জন্যই আমাকে হুঁশ ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে এখানে কিন্তু পুনরায় তশরীফ আনতে হবে, যদিও কষ্ট হয়। এ ফকীরের একটি উপদেশ স্মরণ রাখবে, যখন তুমি তরীকতের পথে পা রেখেছ, নফসের দাস হয়ে না। খবরদার! দুনিয়ার ফাঁদে পা দেবে না। জনমানব থেকে নির্জন স্থানে থেকো। যা কিছু সম্পদ পেয়ে থাকবে, জমা না রেখে খরচ করে ফেলবে। যে সম্পদ জমা রাখে সে হতভাগা। আল্লাহর ধ্যান ছাড়া অন্য কিছুতে ডুবে যেও না, তাহলে লজ্জিত হবে না কভুও। ওই বুয়ুর্গ এসব কথা বলার পর পুনরায় ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন।

### হারমাইন শরীফের যিয়ারত

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) হিজরী ৫৮৩ সালে হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর সাথী হয়ে মক্কা মুয়াযযমায় পৌঁছে পবিত্র কাবা শরীফ যিয়ারত করেন। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) ও হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) বাগদাদ শরীফ তশরীফ নিলেন। সেখানে কিছুদিন যাত্রা-বিরতি করলেন।

### খিলাফত লাভ

সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থের সবয়ে সানাবীল অধ্যায়ে হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর বায়আত গ্রহণের ব্যাপারে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়: হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) ৪০ দিন পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মাশায়িখের রুহের সম্মেলনের মাধ্যমে এটা বলতে স্বপ্নে দেখেছেন, হে মুঈন উদ্দীন! কুতব উদ্দীন হচ্ছেন আল্লাহর দোস্তু। তাঁকে খিলাফত প্রদান কর এবং পশমি জুব্বাটা পরিয়ে দাও।

একদিন হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) বলেন, আজকের রজনীতে আমি স্বয়ং খোদাওয়ন্দ কুদ্দুসকে স্বপ্নে দেখলাম সেখানেও একই হুকুম হল, হে মুঈন উদ্দীন! কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকীকে দরবেশি জুব্বা পরিধান করিয়ে দাও এবং খিলাফত প্রদান কর। কেননা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার আমারই প্রিয়পাত্র এবং আমার প্রিয় হাবীব (সা.)ও তাঁকে ভালোবাসেন। আমি তাঁকে বন্ধু বানিয়ে নিলাম এবং আমার প্রিয়জনের দলভুক্ত করে নিলাম।

এ ঘোষণা শুনে হযরত খাজা সাহেব (রহ.) ৫৮৫ হিজরী সালে কুতব সাহেব (রহ.)-কে খাজা আবুল লায়স সমরকন্দী (রহ.)-এর মসজিদে বসে

বায়আত ও খিলাফত প্রদান করেন। এ সময় সেখানে হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ারদী (রহ.), হযরত শায়খ দাউদ কিরমানী (রহ.), হযরত শায়খ বুরহান উদ্দীন মুহাম্মদ চিশতী (রহ.) ও হযরত শায়খ তাজ উদ্দীন মুহাম্মদ ইম্পাহানী (রহ.) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

### তরীকতের সাজরা নিম্নরূপ

সালিকুস সালিকীন (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং সিয়াকুল আকতাব গ্রন্থ মতে, হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর তরীকতের সাজরা শরীফ নিম্নরূপ:

কুতব উদ্দীন খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী থেকে, তিনি খাজা ওসমান হারওয়ানী চিশতী থেকে, তিনি হাজী শরীফ যিন্দেনী থেকে, তিনি হযরত কুতব উদ্দীন মওদুদ চিশতী থেকে, তিনি হযরত খাজা নাসির উদ্দীন আবু ইউসুফ চিশতী থেকে, তিনি হযরত খাজা আবু মুহাম্মদ চিশতী থেকে, তিনি হযরত খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশতী থেকে, তিনি হযরত খাজা আবু ইসহাক চিশতী থেকে, তিনি হযরত খাজা শমশাদ উলুওয়া দীনুরী থেকে, তিনি হযরত শায়খ আমীন উদ্দীন ছবায়রাতুল বসীর থেকে, তিনি হযরত সরীদ উদ্দীন খদীকাতুল মরয়াশী থেকে, তিনি হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী থেকে, তিনি হযরত আবু ফুযায়েল ইবনে আয়াজ থেকে, তিনি খাজা আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়দ থেকে, তিনি হযরত খাজা হাসান বসরী থেকে, তিনি ইমামুল আউলিয়া সাইয়েদুনা হযরত আলী কাররামালাহু ওয়াজহাহু থেকে বায়আতপ্রাপ্ত হন।

### বাগদাদ শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তন (৫৮৬ হি. = ১১৯০ খ্রি.)

অবশেষে খাজা গরীবের নওয়ায চিশতী (রহ.) বাগদাদ শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। সে সময়ও হযরত কুতব উদ্দীন সাহেব (রহ.) স্বীয় পীরের সঙ্গে থাকলেন। দু'জনেই চিশতে এসে আলো জ্বালাতে লেগে গেলেন।

সালিকুস সালিকীন (খ. ২, পৃ. ১৮৬) ও খয়ীনাতুল আসফিয়া প্রথম খণ্ডের ভাষ্য মতে দু'জনেই হিরাতে পৌঁছলেন।

তায়কিরাতুল আউলিয়া আল-হিন্দ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, তাঁরা দু'জনই একত্রে সবজওয়ার নামক স্থানে উপনীত হলেন। সবজওয়ারে কিছুদিন থাকার পর দু'জন সাথী-সঙ্গীসহ সুদূর লাহোর পৌঁছেন। লাহোর থেকে খাজা সাহেব (রহ.) ও কুতব উদ্দীন (রহ.) দু'জনেই নির্দিষ্ট সময় শেষ করে দিল্লি চলে যান। সেখানে থেকে একত্রে আজমীর তশরীফ আনেন।

দলীলুল আরিফীন গ্রন্থে হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার (রহ.) বলেন, আমরা লাহোর থেকে হিজরী ৫৮৭ সালে রওয়ানা হয়ে দু'মাস পথে-প্রান্তরে সফর শেষে আজমীর পৌঁছে গেলাম।

### খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর সন্ধানে

কিছুদিন আজমীর শরীফে অবস্থান করার পর খাজা গরীবে নওয়ায চিশতী (রহ.) গজনী চলে গেলেন। তাঁর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ তাঁর সঙ্গে এলেন। এদিকে খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার (রহ.) জননীর কাছ থেকে নিয়মমাফিক বিদায় নিয়ে উশ চলে গেলেন। যখন তিনি শুনলেন, খাজা সাহেব (রহ.) আজমীর তশরীফ নিচ্ছেন, তিনিও প্রত্যাভর্তন করলেন। হযরত কুতব সাহেব ১১৯৪ হিজরী বা ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ সনে মুলতান আগমন করলেন। সে সময় মুলতান শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক স্বনামধন্য আলেম-ওলামার সেখানে আনাগোনা ছিল। দূর-দূরান্তরের শিক্ষার্থীগণ এখানে বিদ্যার্জনের নিমিত্তে জড়ো হতেন। বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) তখন মুলতানে মাওলানা মিনহাজুদ্দীন তিরমিজীর মসজিদে অবস্থান নিলেন।

সেখানকার এক দিনের ঘটনা: খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) কেবলামুখী হয়ে বসে একটি কিতাব পাঠ করছিলেন। কিতাবের নাম ছিল *নাফি*। হযরত কুতব সাহেব (রহ.) যখন মুলতানে ছিলেন তখন সেই মসজিদে যান যেখানে খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) বসে কিতাব পাঠ করছিলেন। যখন খাজা গঞ্জেশকর (রহ.) হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার (রহ.)-কে দেখলেন, অস্থির হয়ে গেলেন। দু'জনার যখন চোখে চোখ পড়ে তখন তাঁরই অজ্ঞাতে রুহানী ফয়েজের ধাক্কায় খাজা গঞ্জেশকর (রহ.) আকস্মিক দাঁড়িয়ে গেলেন। শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক খাজা গঞ্জেশকর (রহ.) একপাশে আদবের সাথে মাটিতে বসে পড়েন।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) দু'রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করে নিলেন এবং খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-কে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তুমি এটা কি পাঠ করছিলে? খাজা গঞ্জেশকর (রহ.) সসম্মানে জবাব করলেন, কিতাবে *নাফি* পড়ছিলাম। একথা শুনে হযরত কুতব সাহেব (রহ.) বললেন, এ *নাফি* কিতাব পাঠ করে তোমার কি কোন উপকার হবে? হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) অত্যন্ত বিনম্রভাবে জানালেন, আমার পক্ষে সর্বোত্তম হবে আপনার কদমধূলি নেওয়া। এটা বলার সাথে সাথে খাজা গঞ্জেশকর (রহ.) সম্মান প্রদর্শনপূর্বক হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার

কাকী (রহ.)-এর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত কুতব সাহেব একটু মাত্র রুহানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর অন্তরবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। এখন তিনি আর হযরত কুতব উদ্দীন (রহ.)-কে না দেখে থাকতে পারেন না। প্রতিনিয়ত হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর সাথে সঙ্গ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর প্রতি অতিশয় ভক্তিপ্রদ হয়ে গেলেন।

মুলতানে কিছুদিন অবস্থান করার পর হযরত কুতব সাহেব (রহ.) দিল্লি ফিরে গেলেন। খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)ও হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর সঙ্গে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন কিন্তু হযরত কুতব সাহেব (রহ.) তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত করলেন। তিনি হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর পেছনে পেছনে তিন মনযিল পথ সাথে এলেন। অতঃপর সবিনয়ে অনুমতি সাপেক্ষে পুনরায় মুলতান চলে গেলেন। রাহাতুল কুলুব গ্রন্থপ্রণেতার মতে তিনি মুলতান থেকে বলখ শহরে এবং সেখান থেকে বুখারায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। অথচ কুতব সাহেব (রহ.)-এর সাথে থাকার জন্য তিনি ছিলেন পাগলপারা। এজন্যই দিল্লি পৌঁছে হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর সাথে দর্শন দিয়ে অন্তরে সান্ত্বনা দেন।

### হযরত খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর বায়আত হওয়া

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) প্রথম মুলাকাতেই কুতবুল আকতাব হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। ইকতিবাসুল আনওয়ার এবং সিয়ারুল আউলিয়া গ্রন্থে ৫৯০ হিজরীকে তাঁর বায়আত সন হিসেবে উল্লেখ দেখা যায়। সিয়ারুল আউলিয়ার পৃষ্ঠা ৬০-৬১ এবং সিয়ারুল আকতাবের পৃষ্ঠা ১৬৪-এ হযরত নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর বরাতে বায়আত গ্রহণকালীন খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর বয়স মাত্র ১৫ বছর বলে বর্ণিত আছে।

### হযরত খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর দিল্লিতে অবস্থান

হযরত খাজা গঞ্জেশকর (রহ.) কিছুদিনের জন্য দিল্লিতে অবস্থান শেষে নিজ পীর সাহেব খাজা কুতব সাহেব (রহ.)-এর নির্দেশে কান্দাহার চলে যান। সেখানে তিনি ইলমে যাহিরী অর্জনে সচেষ্ট হলেন। তিনি প্রকাশ্যে ইলমের অকুল সাগর পার হয়ে ইরাক, খোরাসান, মাওয়ারাউন-নাহার, মক্কায়ে মুয়াযযমা, মদীনায়ে মুনাওয়ারা হয়ে অন্যান্য আলীশান পীরানে পীরদের সাক্ষাৎ করে রুহানী ফয়েজ অর্জনের মাধ্যমে নিজ পীর-মুরশিদ হযরত খাজা

কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন ।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) খাজা গঞ্জশকর (রহ.)-এর শুভাগমনে স্বস্তিবোধ করলেন এবং গজনীর প্রবেশ পথে একটি হুজরায় অবস্থান নিলেন । তিনি সর্বদা নিজ পীর-মুরশিদের নির্দেশনা-মাফিক ইবাদত ও মুরাকাবা-মুশাহাদায় লেগে থাকতেন ।

সালিকুস সালিকীন ও তারিখে ফেরেস্তা গ্রন্থকার বলেন, তিনি প্রতি দিনই স্বীয় পীর-মুরশিদের দরবারে হাজিরা দিতেন না, বরং দু'সপ্তাহ পরপর তিনি পীরের দরবারে ফয়েয হাসিল করার মহতী উদ্দেশ্যে নিজেকে উপস্থাপন করার নিয়ম মেনে চলতেন ।

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) নিজ আস্তানায় রিয়াযত-মুজাহাদায় লেগে ছিলেন । ইতোমধ্যে হযরত খাজা গরীবে নওয়ায চিশতী (রহ.) দিল্লিতে তশরীফ আনলেন এবং হযরত কুতব উদ্দীন (রহ.)-এর খানকায় অবস্থান নিলেন । গরীব নওয়ায (রহ.)-এর দিল্লিতে অবস্থান করায় দিল্লির সর্বস্তরের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা উৎফুল্লতাবোধ করলেন । এরা যেন রুহানী ফয়েজের প্রস্রবণ তাঁদের নাগালেই পেয়ে গেলেন । সবাই আশার দুয়ার খুলে যেন নিজেদের রিক্ত ঝুলি ভরে নিতে উদগ্রীব ছিলেন । যার যা ইচ্ছা তাঁর দামন ধরে নিজেকে সৌভাগ্যবান বানিয়ে নিচ্ছে ।

সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হলেন, হযরত কুতবুল আকতাব (রহ.) । তিনি তাঁর সকল শিষ্যকে হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর সামনে পেশ করলেন । প্রত্যেকে যার যার যোগ্যতা ও চাহিদা অনুসারে হযরত খাজা সাহেব (রহ.) থেকে রুহানী ফয়েয হাসিল করে নিলেন । তিনি যখন উদার হস্তে উপস্থিত সকলকে নেয়ামতী ঝুলি ভরে দেয়ার মাধ্যমে গুণান্বিত করলেন, তখন হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-কে দয়াদ্র চিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোন মুরীদের এখনো কি সৌভাগ্য অর্জন করে নেয়ার মত অবশিষ্ট আছে?

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) বিনম্র চিত্তে জানালেন, একমাত্র খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) বাকী আছেন । তিনি মহান আল্লাহর ধ্যানে চিল্লায় বসে আছেন । একথা শুনে হযরত খাজা সাহেব (রহ.) দাঁড়িয়ে হযরত কুতব উদ্দীন সাহেব (রহ.)-কে বললেন, চলো তাঁর কাছে যাব আমরা । দু'জনেই হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন (রহ.)-এর চিল্লা ঘরে পৌঁছে গিয়ে নিয়মমাফিক তাঁর বদ্ধ দরজার কপাট খুলে দেখেন, তিনি সেখানে ধ্যান মগ্ন আছেন । তিনি কঠিন সাধনার কারণে এতই দুর্বল হয়ে গেছেন যে, হযরত গরীবে নওয়ায (রহ.) এবং হযরত কুতবুল আকতাব (রহ.)-কে সম্মান করার

জন্য শত চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। অবশেষে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাঁদের দু'জনের সম্মানার্থে মাটিতে মস্তক মুবারক রেখে জগৎশ্রেষ্ঠ দু'পীরানে পীরকে শ্রদ্ধা জানালেন।

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন (রহ.)-এর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে হযরত খাজা সাহেব (রহ.) কুতবুল আকতাব (রহ.)-কে উদ্দেশ্যে করে বললেন, হে, কুতব উদ্দীন! এ বেচারাকে আর কতকাল এভাবে কঠিন সাধনায় ফেলে রাখবে? চল, তাঁকে আমরা কিছু একটা উপায় করে দিই। এটা বলে হযরত খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.) খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর ডান হস্ত তুলে ধরলেন এবং হযরত খাজা কুতব উদ্দীন (রহ.) বাম বাহু মুবারক ধরে ধীরে ধীরে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। অতঃপর খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.) শূন্য আসমানের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে মহান রাব্বুল ইজ্জতের পাক দরবারে দু'আ করলেন এভাবে: 'হে প্রভু! আমার ফরীদ উদ্দীনকে কবুল করুন। তাঁকে পূর্ণ-কামিল দরবেশের আসনে উপনীত করুন।' অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল, আমি ফরীদকে আজই কবুল করে নিলাম। সে হবে সত্যের সাক্ষ্যদানকারী।

অতঃপর তিনি হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার (রহ.)-কে নির্দেশনামূলকভাবে বললেন যে, ইসমে আ'যম যা চিশতিয়া তরীকায় সীনা পরম্পরায় চলে আসছে তার ওপর একে তলকীন করাও। ওই ইসমে আ'যমের বরকতে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন (রহ.)-কে আল্লাহ পাক কবুলিয়তের দরজায় গ্রহণ করে নিলেন। তাঁর মধ্যে ইলমে লদুনী প্রকাশিত হয়ে গেল এবং সকল পর্দা অপসারিত হয়ে গেল। হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.) খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-কে গোপন রহস্য রাজ্যের শাহীনশাহ বানিয়ে ধন্য করলেন।

### হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন (রহ.)-এর খিলাফত অর্জন

হযরত কুতবুল আকতাব খাজা বখতিয়ার কাকী (রহ.) কর্তৃক হযরত ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-কে পাগড়ি, খিলাফত ও অপরাপর সবকিছু দিয়ে উচ্চাঙ্গের দরবেশ হওয়ার পথ খুলে দিলেন।

### হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন (রহ.)-এর সম্পর্কে দুটি কথা

এ সময় হযরত গরীবের নওয়ায (রহ.) হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার (রহ.)-কে খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর ব্যাপারে কিছু কথা বলেছেন, যা নিম্নরূপ: তিনি হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-কে উদ্দেশ্যে



করে বললেন, হে কুতব! বড় ঈগলটাকে মূল্যবান মনে কর। তাঁর যাত্রাগতি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

এ বৈঠকে অনেক সুফিয়ায়ে কেরাম, পীর-মাশায়িখ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন, কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.), মাওলানা আলী কিরমানী (রহ.), সাইয়েদ নুরুদ্দীন গজনবী (রহ.), মাওলানা মুবারক (রহ.), শায়খ নিয়াম উদ্দীন আবুল মওয়ায়িদ (রহ.), মাওলানা শামসুদ্দীন তুরক (রহ.), খাজা মুহাম্মদ মুনীয়া দোজ (রহ.) ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এখানে এক শায়েরও উপস্থিত ছিলেন। যিনি এ প্রাঞ্জল কবিতাটি পাঠ করলেন,

بخشش کونین از سبچین شد در باب تو ☆ بادشاهی یافتن از بادشاهان جہاں

☆ عالم کن گشته اقطاع تو اسے شاه جہاں

‘সমগ্র বিশ্বে শায়খগণের শিরোমনি বানিয়েছে তোমায়  
রাজাগণের উপরে তুমি আজ রাজাধিরাজ  
দু’জাহানে আজি শান্তির সবুদ বানালেন তোমায়  
সমগ্র বিশ্বে প্রতীভূ তোমা বানালেন, হে মহারাজ।’

## উশ সফর শেষে প্রত্যাবর্তন

হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) তাঁর সম্মানিত মা-জননীর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সালিকুস সালিকীন দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্য মতে তিনি ৬০২ হিজরী সনে মায়ের কদমধূলি গ্রহণ করার নিমিত্তে উশ পৌঁছলেন। সেখানে মায়ের দু’আ নিয়ে বাগদাদ শরীফ তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীন ওমর সুহরাওয়ারদী (রহ.) ও শায়খ আহাদ উদ্দীন কিরমানী (রহ.)-এর সাথে মিলিত হন। সালিকুস সালিকীনের তথ্য মতে তিনি সেখানে অপরাপর তরীকতের শীর্ষস্থানীয় শায়খগণের সাথেও মিলিত হন। বাগদাদ শরীফে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি হযরত জালাল উদ্দীন তাবরীযী (রহ.)-এর মারফত জানতে পারলেন, স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) ভারতবর্ষে তশরীফ নিয়েছেন এবং দিল্লিতে বর্তমানে অবস্থান করছেন।

## মুলতান যাত্রা

তিনি যখন সে সংবাদপ্রাপ্ত হলেন, তখন নিজ পীর-মুরশিদের সাক্ষাতের মহৎ উদ্দেশ্যে ভারত রওয়ানা দিলেন। সাথে ছিলেন হযরত জালাল

উদ্দীন তাবরীযী (রহ.)ও । দু'জনেই মুলতান নগরীতে পদার্পণ করলেন । তখন সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিসের রাজত্ব ছিল । মুলতানের প্রশাসক ছিলেন কুবাসা বেগ আর হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.) মুলতানে হিদায়ত ও দাওয়াতী দায়িত্ব পালন করছিলেন ।

### কুবাসা বেগের দরখাস্ত

হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) দিল্লি যাওয়ার সংকল্প করলেন কিন্তু কুবাসা বেগ তাঁকে মুলতান অবস্থান করাতে চেষ্টা করলেন । তিনি অনুনয়-বিনয় করে কুতব সাহেব (রহ.)-কে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, আপনি এখানে এসে অবস্থান করুন । তিনি তা নাকচ করে দিলেন । বললেন, এ স্থানটা গায়বী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.)-এর দায়িত্বে অর্পণ করা আছে । তারিখে ফেরেস্তার দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনা মতে, তিনি তাঁকে সাফ জানিয়ে দিলেন যে, আমার পীর-মুরশিদ হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.)-এর অনুমতি ব্যতীত কোথাও অবস্থান করতে পারি না ।

### হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর যাত্রা

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) দিল্লি যাত্রা করলেন । মুলতান হয়ে তিনি লাহোর পৌঁছে যান এবং লাহোর থেকে দিল্লি পদার্পণ করেন । শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরীযী (রহ.) সেখান থেকে গজনীতে তশরীফ নেন । মুলতানের ভক্তকুল কুতব সাহেব (রহ.) থেকে বায়আত গ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করলেও তিনি সম্মত হলেন না এ কারণেই যে, হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.) মুলতানের বায়আতী দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন । মুলতান থেকে হযরত কুতব সাহেব (রহ.) যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কিছু লোক তাঁর পিছু পিছু রওয়ানা দিলেন । নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁদেরকে মুলতানের ত্রিসীমানার বাইরে হানছি নামক স্থানে এনে বায়আত সেরে নেন ।<sup>১</sup>

### কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.)-এর স্বপ্ন

হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) সে যুগে একটি স্বপ্নাদেশ পেলেন । তিনি দেখলেন, পৃথিবীর আলোকময় সূর্য দিল্লি পৌঁছে সমগ্র এলাকা আলোকিত করে দেয় এবং সেই সূর্যরশ্মি তাঁর নিজ গৃহে এসে বলতে লাগল, আমি আপনার এ ঘরেই থাকব । তিনি সেই স্বপ্নের তাবীর বের করে অবগত

---

<sup>১</sup> সালিকুস সালিকীন

হলেন যে, সূর্য দেখার উদ্দেশ্য হল অলীয়ে কামিল যা দিল্লিতে আলোকরশ্মি বিকশিত করবে। কাজী হামীদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.)-এর আপন গৃহেই তিনি অবস্থান করবেন।<sup>১</sup>

## দিল্লি প্রত্যাবর্তন

হযরত কুতবুল আকতাব খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) দিল্লি প্রত্যাবর্তন করে কীলোকড়ি নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করলেন। সেখান থেকে হযরত কাজী হামীদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.)-এর নিবাস ছিল বেশ দূরে। সাধারণ ভক্তবৃন্দ এবং স্বয়ং বাদশার জন্য সেখানে আসা-যাওয়া করতে বেশি সময় লাগত।

## সুলতান ইলতুতমিসের দরখাস্ত

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিস হযরত খাজা কুতব সাহেব (রহ.)-কে নিবেদন জানালেন, আপনি যদি কীলোকড়ির পরিবর্তে মেহেরুল্লীতে অবস্থান করেন, তাহলে তিনি স্বয়ং এবং অন্যান্য এলাকার ভক্তবৃন্দ সেখানে এসে যোগাযোগ, সাক্ষাৎ দিতে আর বেগ পেতে হবে না, রাজকীয় কাজেও কোন অসুবিধা হবে না। জনমণ্ডলীও এতে সমধিক উপকৃত হবে। এ দরখাস্ত সুবিবেচনাপূর্বক হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) এতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তিনি কীলোকড়ি থেকে মেহেরুল্লী তশরীফ এনে আস্তানা গাড়লেন।

এদিকে হযরত কাজী হামীদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) তাঁকে সেখানে নিজ বাড়িতে নিয়ে এলেন সসম্মানে। সেখানে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে আগরাদ্দীনের কাছে অবস্থান করতে লাগলেন।

হযরত জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বোস্তামী (রহ.) দিল্লিতে শায়খুল ইসলামের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সুলতান ইলতুতমিসের ইচ্ছা ছিল যে, হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) এ পদ গ্রহণ করুন। যখন সুলতান ইলতুতমিস হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার (রহ.)-এর কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা লিখে নিবেদন করলেন, তিনি তা সরাসরি নাকচ করে দিলেন। গালিকুস সালিকীন গ্রন্থের ভাষ্য মতে, সুলতান শেষ পর্যন্ত শায়খ নজমুদ্দীন সুগরা (রহ.)-কে এ পদে মনোনীত করেন।

<sup>১</sup> (ক) আব্বাহদিয়াহ, সিয়ারুল আকতাব, পৃ. ১৭০-১৭১; (খ) সিররুল আরিফীন

## হযরত খাজা কুতব সাহেব (রহ.)-এর দরখাস্ত

হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী তাঁর পীর-মুরশিদ হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর কদমধূলি গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তিনি আজমীর শরীফে হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর দরবারে একটি নাতিদীর্ঘ চিঠি প্রেরণ করলেন। যাতে তিনি গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর পদধূলি নেয়ার জন্য করজোড়ে মিনতি পেশ করলেন। হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) জবাব পাঠালেন, ‘আমি যদিও দৃশ্যত দূরে আছি তথাপি রুহানী দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার একদম নিকটেই রয়েছি। অতএব তুমি সেখানেই থেক।’

## হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর দিল্লি গমন

হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) কর্তৃক হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-কে দিল্লি আগমনে নিবৃত্ত করলেন অথচ তিনি স্বয়ং দিল্লি তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি স্বয়ং হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর খানকা শরীফে পৌঁছে হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-কে সম্মানিত করলেন। কিছুদিন সেখানে সশরীরে অবস্থান শেষে রুহানী সম্পর্ক সেরে পুনরায় আজমীর শরীফে নিজ আস্তানায় চলে গেলেন।

## হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর দ্বিতীয় যাত্রা

তফসীলে মুঈনুল হিন্দের ভাষ্য মতে এবার হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) পূর্ব সংবাদ সমগ্র দিল্লি পৌঁছলেন। এতে হযরত কুতব সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। এবারে হযরত খাজা সাহেব (রহ.) এক কৃষকের সুপারিশ এবং তাঁর সন্তান হযরত খাজা ফখরুদ্দীন (রহ.)-এর প্রাপ্য পরিশোধের নিমিত্তে দিল্লিতে তশরীফ নিয়েছেন। একথা শোনার পর হযরত কুতব সাহেব (রহ.) সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিসের দরবারে তশরীফ নিয়ে কৃষকের বিষয়ে নিষ্পত্তি করে দিলেন, কিন্তু হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-কে যেতে দিলেন না। তিনি হযরত খাজা ফখরুদ্দীনের যাবতীয় প্রাপ্যও মাফ করিয়ে নিলেন।

## মুখ ফিরানো

শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (রহ.) দিল্লির শায়খুল ইসলাম হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর সাথে তাঁর অনেক

দিনের সম্পর্ক। দু'জনের পারস্পরিক মূল্যাকাত হয়েছিল খুরাসান নগরীতে। হযরত খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.)-এর মূল্যাকাতের জন্য সর্বস্তরের ভক্তগণ আসছিলেন কিন্তু নাজমুদ্দীন সোগরা (রহ.) আসছিলেন না। হযরত খাজা সাহেব (রহ.) তাঁর না আসায় খুব আশ্চর্য হলেন। অগত্যা হযরত খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.) তাঁর বাড়িতে স্বয়ং তশরীফ নিয়ে গেলেন।

এসময় শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (রহ.) একটা সোফায়েট তৈরি করাছিলেন। তিনি হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-কে দর্শন না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হযরত খাজা সাহেব (রহ.) এতে দুঃখ পেলেন। তিনি শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে নাজমুদ্দীন! তোমার এমন কি আপদ নিপতিত হল, যা তোমাকে এমন অমানবিক আচরণে বাধ্য করল। দীর্ঘদিনের পরিচিতিকে এভাবে ত্যাগ করতে পারলে?

শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (রহ.) হযরত খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.)-এর মুখে এরকম কথা শুনে খুব লজ্জিত হলেন। তিনি সাথে সাথে হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর কদমে মস্তক অবনত করে দিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমি পূর্বে থেকে যেভাবে আপনার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম তাঁর এখনো কোন পরিবর্তন হয়নি। দুঃখ হল, কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) আমার অপরিসীম মান-সম্মানকে ভুলুষ্ঠিত করে দিয়েছেন। যখন তিনি আপনার মুরীদ হয়ে এখানে তশরীফ আনেন, তখন থেকেই সর্বস্তরের আপামর জনতা আমাকে দূরে ফেলে তাঁর দিকেই দলে দলে ধাবিত হচ্ছে। এখন আমি নামে মাত্রই শায়খুল ইসলাম নাম ধারণ করে আছি। কেউই আমাকে আর মূল্যায়ন করে না।

সিয়ারুল আকতাব-প্রণেতা বলেন, প্রকৃত পক্ষে শায়খ নাজমুদ্দীনের (রহ.) পক্ষ থেকে হযরত খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.)-এর কাছে অভিযোগ ছিল যে, 'আপনি আপনার খলীফাকে এমন উচ্চাসনে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, যেখানে দিল্লির সকল মানুষ তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। আমার দিকে একটি সবুজ পাতাও ফিরে তাকাচ্ছে না। কেউ আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসাও করছে না।'

**হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর আজমীর যাত্রা**

একথা শুনে হযরত খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.) একটু রসিকতার সুরে শায়খ নাজমুদ্দীন সোগরা (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি নিশ্চিত থেকে। তোমার ওই মর্মবেদনাকে আমার সাথী করে আজমীর নিয়ে যাচ্ছি।

সিয়াকুল আকতাব নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) দিল্লি থেকে আজমীর চলে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত খাজা কুতব উদ্দীন (রহ.)-কে বললেন, ‘হে বাবা কুতব উদ্দীন! তুমি আমার সাথেই চলো! কেননা এখানকার অনেক লোক তোমার ওপর অসন্তুষ্ট।’ ইত্যবসরে একথা শহরের আনাচে কানাচে মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ হয়ে গেল। ভক্তবৃন্দ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে পিছু ছুটলেন। কুতবুল আকতাব হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর জন্য দিল্লির আম জনতা এতই পাগল ছিলেন যে, তিনি এখান থেকে আজমীর চলে যাবেন, এটা কারোর বরদাস্ত হল না।

স্বয়ং সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিসের (রহ.) দরবারে যখন এ সংবাদ পৌঁছে গেল, তিনি সোজা হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর সান্নিধ্যে দৌড়ে গিয়ে আরজ করলেন, হযুর আপনি হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-কে আজমীরে অনুগ্রহ করে নিয়ে যাবেন না, তাঁকে এখানেই থাকতে অনুমতি প্রদান করুন। হযরত খাজা সাহেব (রহ.) মানুষের অন্তরে আঘাত দেয়াকে কখনো পছন্দ করতেন না। তিনি লক্ষ করলেন, দিল্লির কোনো ব্যক্তিই কুতব সাহেব (রহ.)-এর আজমীর চলে যাওয়ার পক্ষপাতি নয়। তিনি নিরুপায় হয়ে হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-কে জানিয়ে দিলেন, বাবা কুতব! তুমি এখানে দিল্লিতেই থেকে যাও। তোমার বিদায়ে পুরা শহরবাসী নারাজ। আমি চাইনা এতগুলো মানুষের অন্তরকে তোমার বিয়োগের আগুনে কাবাব বানাবো। আমি এ দিল্লি নগরীকে তোমার পূর্ণ দায়িত্বে অর্পণ করলাম। অতঃপর হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) নিজ শিষ্যকে দিল্লিতে রেখে একাই আজমীর চলে গেলেন। তিনি কিছুদিন দিল্লিতে অবস্থান করার পর নিজ পীর-মুরশিদের কদমবুচি করার জন্য অধীর হয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে তিনি অস্থির হয়ে একটি চিরকুট লিখে নিজ পীর-মুরশিদের দরবারে প্রেরণ করলেন।

সিয়াকুল আকতাব গ্রন্থের ভাষ্য মতে, নিজ পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে চিঠির উত্তর এসে গেল: ‘আমি তো ইচ্ছা করছিলাম, আমার আদরের সন্তানকে ডেকে পাঠাব। ইতিমধ্যে চিঠি পেয়ে গেলাম। তুমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলে এস। হয়তো এ ধামে এটাই শেষ সাক্ষাৎ।’

### পীর-মুরশিদের খিদমতে উপস্থিতি

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) চিঠির জবাব পেয়ে কালবিলম্ব না করে আজমীরের পথে যাত্রা দিলেন। আজমীর পৌঁছে তিনি সর্বাত্মে পীর-মুরশিদের

চরণধূলি গ্রহণ করলেন। পীরের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেন। দলীলুল আরেফীনের ভাষ্য মতে, তিনি শেষ মুলাকাতের বর্ণনা এভাবেই লিখেন: খাজায়ে খাজেগান খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) একথা বলেই ক্রন্দন আরম্ভ করতে লাগলেন। বললেন, হে দরবেশ! এ স্থানে আমাদেরকে যে পাঠানো হয়েছে। এখানেই আমার সমাধি হবে। অল্প কদিনের মধ্যেই আমি মণ্ডলার ডাকে সাড়া দেব।

### তাবারকসমূহের জিস্মাদারী প্রদান

দলীলুল আরিফীন নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যেসব প্রচলিত হুকুম-আহকাম হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে হযরত কুতব উদ্দীন কাকী (রহ.)-এর লেখা মত সেটা ছিল নিম্নরূপ: ‘শায়খ আলী সনজরী উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল, আমি যা বলছি তা লিখে নাও। এগুলো আমার প্রিয় কুতব উদ্দীন বখতিয়ার (রহ.)-কে দেবে। তিনি যেন দিল্লি চলে যান। আমি তাঁকে খিলাফত প্রদান করছি এবং দিল্লি তাঁর অবস্থানের জন্য নির্বাচিত করছি।

এটা লেখা শেষ হলে দুআপ্রার্থী আমি কুতব সাহেব (রহ.)-কে দিয়ে দেওয়া হলো। আমি তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করছি। নির্দেশ হল, কাছে এস। আমি কাছে আরো কাছে গেলাম। দস্তার এবং টুপি মুবারক আমাকে পরিয়ে দিলেন। হযরত খাজা ওসমান হারওয়ানী (রহ.)-এর লাঠি এবং জুব্বা আমাকে উপহার দিলেন। পবিত্র কুরআন মজীদ এবং জায়নামায প্রদান করলেন। ইরশাদ হল, এগুলো আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রদত্ত আমানত যা খাজেগানে চিশতিয়ার সূত্রে আমার কাছে পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমি তোমাকে এটা সোপর্দ করলাম। আমি যেভাবে এ আমানত সংরক্ষণ করেছি সেভাবে তুমিও করবে। তাহলে কাল কিয়ামত দিবসে খাজাগণের সামনে আমাকে লজ্জিত হতে হবে না।’

হযরত কুতবুল আকতাব (রহ.) বলেন, এরপর তিনি এ দুআপ্রার্থী হযরত কুতব সাহেব (রহ.) পুনরায় সম্মান দেখালেন। দু’রাকআত শুকরানার নামায আদায় করলেন। বললেন, আমি তোমাকে মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর সোপর্দ করলাম, সম্মানে এবং প্রতিপত্তিতে ভরপুর করে দিলাম।

### পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে উপদেশ

হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর পীর-মুরশিদ খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) চারটি উত্তম পন্থার উপদেশ দিলেন, এর ভিত্তিতে আমল করলে অতীব

কল্যাণ ও বরকত লাভ হবে ।

- এমন দরবেশী অবলম্বন কর যাতে ঐশ্বর্য ফুটে উঠে ।
- অভুক্তকে পেট ভরে খাওয়াবে ।
- দুঃশ্চিন্তার সময় উৎফুল্লতা দেখাবে ।
- কেউ যদি দুশমনি করতে মুখামুখি হয় তাকে ভালোবাসায় সিক্ত কর ।

শেষ বৈঠকেরই ঘটনা । হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-কে বললেন, এস । তিনি আগে অগ্রসর হয়ে খাজা সাহেব (রহ.)-কে কদমবুচি করলেন । খাজা সাহেব (রহ.) ফাতেহা পাঠপূর্বক বললেন, দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়ে থেকো না, উজ্জীবিত হয়ে থেকো ।

হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) আজমীর থেকে দিল্লি রওয়ানা দিলেন । দিল্লি পৌঁছে তিনি স্থায়ী আস্তানা গড়লেন এবং আজীবন সেখানেই অতিক্রান্ত করলেন । তিনি আজমীর থেকে ফিরে আসার বাইশ দিন পরই তাঁর পীর-মুরশিদ খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী সনজরী (রহ.) এ দুনিয়া ত্যাগ করে মহা মুনিবের আহ্বানে সাড়া দিলেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন) ।

### হযরত খাজা কুতব উদ্দীন (রহ.)-এর স্বপ্ন

যেদিন হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর পীর সাহেব খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর ইস্তিকালের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মবেদনায় নামায শেষ করে জায়নামাযে শুয়ে ছিলেন, সে সময় তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঙ্গদ পীর সাহেব (রহ.)-কে স্বপ্নযোগে দেখা পান । তাৎক্ষণাৎ তাঁকে কদমবুচি করে তিনি কেমন আছেন তা জানার চেষ্টা করলেন ।

হযরত খাজা গরীবে নওয়ায চিশতী (রহ.) যে জবাব দিয়েছেন, তা *দলীলুল আরিফীন* নামক গ্রন্থে ঠিক এভাবেই বর্ণিত আছে: হযরত খাজা সাহেব (রহ.) বলেছেন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে তাঁর খাস রহমত দ্বারা বেষ্টিত করে রেখেছেন । ফেরেস্তুকুল এবং যারা আরশে আজীমের সন্নিগটে থাকে তাঁদের সাথেই আমাকে স্থান করে দিয়েছেন । আমি বর্তমানে এখানেই আছি ।

### হযরত খাজা কুতব সাহেব (রহ.)-এর স্ত্রী ও সন্তানগণ

তিনি প্রথম বিয়ে উশ থেকেই করেন । তাঁর জননী অপর একটি বিয়ে করালেও তিনদিন পরে সেই স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করেন ।



হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর স্বভাব ছিল, তিনি রাত্রে ঘুমাবার আগে তিন হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করতেন। তিনি এ দরুদটি সর্বদা পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

নতুন শাদী করার কারণে মাত্র তিন রজনী এ দরুদখানা যথারীতি পাঠ করতে পারেন নি। তৃতীয় রজনীতে রঈস আহমদ নামক তাঁর এক শাগরিদ স্বপ্নে দেখেন: একটি সুউচ্চ প্রসাদ যা মাত্র প্রস্তুত করা হচ্ছিল সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলেন যিনি অত্যন্ত সুশ্রী ও সুন্দর, তিনি এ দালানে প্রবেশ করছিলেন। যিনি হয়তো আরো সংবাদ ভেতরে পৌঁছে দিচ্ছিলেন এবং তাঁর জবাব নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই রঈস আহমদ ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গ জানতে সক্ষম হলেন যে, সেই লোকটি নাকি বলেছেন, এই প্রাসাদেই আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) তশরীফ আনছেন। আর যিনি একবার প্রবেশ করে অতঃপর বেরিয়ে যাচ্ছেন, তিনি হলেন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাডি.)।

পরিচিতি শুনে রঈস আহমদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে গেলেন এবং আরজ করলেন, আমিও আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সেই সংবাদটুকু ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং উত্তর নিয়ে এলেন যে, আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) বলেছেন, এখনো সেই ব্যক্তি আমার সরাসরি সাক্ষাতের স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। আমার সালামটুকু কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাযি.)-এর কাছে পৌঁছাবে এবং আমার পক্ষ থেকে জানাবে, তিনি প্রতি রজনী তিন হাজার হাদিয়া (দরুদ) আমার জন্য পাঠিয়ে আসছিলেন এখন তিন রজনী পর্যন্ত তা কোন কারণে পাঠাচ্ছেন না।

রঈস আহমদের স্বপ্ন ভঙ্গ হলে সেই সংবাদ হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর কাছে পাঠানোর জন্য ছটফট করছিলেন। শেষ পর্যন্ত কুতব সাহেব (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সেই সংবাদ জানিয়ে দিলেন। কুতব সাহেব (রহ.) হযুর পুরনুর (সা.)-এর সংবাদ শ্রবণ করা মাত্রই দাঁড়িয়ে গেলেন।

রঈস আহমদ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন, আল্লাহর প্রিয় হাবীব সরওয়ারে কায়োনাত (সা.) কি বলেছেন? রঈস আহমদ জানালেন, আপনি প্রতি রজনী যেখানে তিন হাজার বার দরুদ শরীফ আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর কাছে পাঠাতে অভ্যস্ত ছিলেন, তিন রাত পার হয়ে গেল, কেন আপনি

হায়াতুনবী (সা.)-এর কাছে সেই দরুদ পাঠালেন না? রাসূলপ্রেমিক হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) তৎক্ষণাৎ এর অর্থ বুঝে ফেললেন। নতুন শাদী করার কারণেই তিনদিন তিনি দরুদ প্রেরণ করা থেকে বিরতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শেষ তক তিনি যা করলেন তা ‘ইকতিবাসুল আনওয়ার’ নামক গ্রন্থে লিখা হয়েছে: হযরত খাজা কুতব উদ্দীন (রহ.) নতুন শাদী করা আপন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, তোমার দেন মহর বুঝে নাও। অতঃপর তালাক দিয়ে দিলেন। এবার নিজ দুআ-অযীফায় আত্মনিয়োগ করলেন। এর পরবর্তী দীর্ঘদিন তিনি বিয়ে-শাদী করলেন না।

## দ্বিতীয় বিয়ে

তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন দিল্লিতে পুনঃ আস্তানা স্থাপনের পর। এ বিয়ে বলতে গেলে তাঁর জীবনের শেষ ভাগে করেছিলেন। তাঁর দুটি সন্তান হয়। একজনের নাম আহমদ এবং অপর সন্তানের নাম শায়খ মুহাম্মদ। শায়খ মুহাম্মদ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করলে ইন্তেকাল করেন। সন্তানের মৃত্যু শোকে মা যখন অবোরে কাঁদেন, তখন তিনি তা শুনে হযরত শায়খ বদরুদ্দীন (রহ.) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ঘর থেকে কেন এ কান্নার আওয়াজ শুনা যাচ্ছে?

আপনার সন্তান শায়খ মুহাম্মদ মারা গেছেন, তাই তাঁর আন্মাজান শোকে কাতর হয়ে কাঁদছেন। একথা শুনে হযরত কুতব সাহেব বললেন, আফসোস! তিনি যদি জানতেন তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তাঁর জীবন ভিক্ষা চাইতেন। যদি চাইতাম তাহলে অবশ্যই সন্তানের প্রাণ ফিরে পেতাম। নিজ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে পুনরায় মুরাকাবায় লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর অপর সন্তানই বংশের সিলসিলা বর্ধিত করেন। তাঁর সন্তান খাজা আহমদ তমাসী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর সন্তানও উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন বুয়ুর্গ হতে পেরেছিলেন।

## হযরত খাজা কুতব উদ্দীন কাকী (রহ.)-এর দাফনপর্ব

তিনি এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে ঈদের নামাযান্তে ফেরার পথে একটি পতিত অনাবদি জমিতে দাঁড়িয়ে গেলেন, যেখানে তাঁর বর্তমান মাযার শোভা বর্ধন করছে। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি কিছু সময়ের জন্য কি যেন ভাবছিলেন। সাথীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হযুর কি চিন্তা করছেন?

ফারসি গ্রন্থ *সিয়ারুল আকতাবে* লেখা আছে, তিনি বলেন, এ জমিন থেকে আমি আমার অন্তরের খুশবু পাচ্ছি। এ জমিনের যিনি মালিক, তাঁকে আমার কাছে উপস্থিত করুন। জমির মালিকানা যার, তাকে হাজির করা হল। কুতব সাহেব সেই জমিখণ্ড নিজের গচ্ছিত অর্থ প্রদান করে ক্রয় করে নিলেন। উপরোক্ত গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, তাকে এখানেই সমাধিস্থ করার জন্য উক্ত ভূমি নির্ধারণ করে নিলেন।

## কুতবুল আকতাবের জীবন সায়াহে

একদিন শায়খ আলী সনজরী (রহ.)-এর খানকায় সেমার মাহফিল চলছিল। আধ্যাত্মিক গুরু ও কামিল দরবেশগণ এ মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে হযরত কুতব সাহেব (রহ.) স্বয়ং উপস্থিত। কাওয়াল এ শেরটি পড়ছিলেন,

عاشق رویت کبابیند کین ☆ بسته رویت کبابید خلاص

যে জনা তোমার দর্শনে পাগল, সে-কি তা পাবে  
তোমা দর্শনে পাগলপারা সে-কি তা পাবে?

এটি শ্রবণ করে খাজা কুতব সাহেব (রহ.)-এর মধ্যে ইশকের উন্মত্ততা এসে গেল। কাওয়াল বার বার এ শেরটি গাইতে রইলেন। এরপর কাওয়ালগণ একত্রে হযরত আহমদ জামের (রহ.) গয়লগুলো আওড়াতে লাগলেন। তখন সালাহ উদ্দীন তাঁর সন্তানগণসহ করীম উদ্দিন নাসির উদ্দীন নিচের শেরটি একত্রে পড়ছিলেন,

کشتگان خنجر تسلیم را ☆ هر زمان از غیب جان دیگر است

আত্মশুদ্ধির তীর বিদ্ধ হয়ে কুরবান হতে প্রস্তুত যারা  
অদৃশ্য হতে নব প্রাণ লভে তাঁরা।

এ শের শুনে হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর মধ্যে এমন হর্ষোল্লাশ বিরাজ করছিল যে, তিনি রীতিমত বেহুঁশ হয়ে পড়েন।

কাজী হামীদ উদ্দীন নাগোরী এবং শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী (রহ.) দু'জনে মিলে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কাওয়ালও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। কাওয়ালী চলছিল। খাজা কুতব উদ্দীন (রহ.)-এর মাঝেমধ্যে একটু হুঁশ ফিরে এলে তিনি গয়ল পুনরাবৃত্তি করার অনুরোধ জানাতেন। এতে তিনি পুনরায় উন্মত্ততায় মিশে যেতেন। এভাবে তিনি চারদিন পর্যন্ত অস্থির ছিলেন। তিনি বেহুঁশ হতেন ঠিকই কিন্তু নামাযের ঠিক সময় হলে পূর্ণ হুঁশ ফিরে পেতেন।

নামায আদায় শেষ হলে পুনরায় ওই ইশকের সাগরে ডুব দিয়ে বেহুঁশ পড়ে থাকতেন ।

ফারসি ভাষায় লিখা গ্রন্থ *সিয়ারুল আকতাব ও সালিকুস সালিকীনের* দ্বিতীয় খণ্ড এবং *খযীনা তুল আসফিয়া* গ্রন্থে নিম্নের মর্মস্পর্শী বিবরণগুলো পাওয়া যায়: তৃতীয় দিনে তাঁর সুবাসিত মুখ থেকে জাতে আল্লাহর তসবীহের আওয়াজ সবাই শুনত, মুখ দিয়ে জমাট রক্ত বেরিয়ে আসত । রক্তের জমাট যে মাটিতে পড়ত সেখানে স্পষ্ট আল্লাহ শব্দ প্রতিভাত হত এবং সেই নকশা থেকে আল্লাহ শব্দ প্রকাশ্য শোনা যেত ।

পরবর্তী দিবসে তাঁর অন্তরাত্মা থেকে *سُبْحَانَ اللَّهِ* আওয়াজ শূনা যেত । মুখ দিয়ে যে রক্ত বেরিয়ে আসত সেখানেও নকসে *سُبْحَانَ اللَّهِ* ভেসে উঠত ।

কাওয়ালীর মাহফিল চলতেই ছিল । যখন সেই শের প্রথম লাইন পড়তেন তখন দৃশ্যত তাঁর অভ্যন্তরে রুহ মুবারক থাকত না । দ্বিতীয় লাইন পাঠ করলে দেখা যেত ধমনীর স্পন্দন শুরু হয়ে হারানো প্রাণ ফিরে আসছে ।

তিনি যখন আহ উহ বা নারায়ে তকবীর ধ্বনি দিতে উদ্যত হতেন তখন কাজী হামীদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) তাঁর উন্মুক্ত মুখখানা চেপে ধরতেন । তিনি বুঝিয়ে বলতেন, আপনি কি ইচ্ছা করেন, সমগ্র পৃথিবীটাই উলট পালট হয়ে যাক? দুনিয়াটা কি আপনি ইশকে মওলার প্রেমানলে জ্বালিয়ে দেবেন?

তাঁর মুখটাই তো বন্ধ করা গেল কিন্তু তাঁর শরীর মুবারক শুকিয়ে কাষ্ঠ হয়ে যেতে লাগল । তাঁর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে হেকীম শামসুদ্দীন (রহ.) বলতে লাগলেন, এটাতো একমাত্র ইশকের রোগ । ইশকের আগুনে তাঁর অন্তরকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে । এ রোগের কোন চিকিৎসা করা সম্ভব নয় ।

তিনি ১০ রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরীতে ইশকে মওলার শরাব পান করে চারদিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলেন । পঞ্চম দিবসে যখন সেই গয়লের প্রথম লাইন কাওয়াল গেয়ে উঠলেন তখন হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরী মোতাবেক ২৭ নভেম্বর ১২২৫ সালে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে ভক্তদেরকে নয়নজলে ভাসিয়ে পরপাড়ে পাড়ি জমান ।

তাঁর ওফাত সংবাদ মুহূর্তে ওয়াসত থেকে দিল্লির অলিগলিতে পৌঁছে গেল । সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিস (রহ.)-সহ দিল্লির ফকীর-দরবেশগণ, পীর-মাশায়খ, সুফি সাধকগণ, সর্বস্তরের জনমণ্ডলী তাঁর ঐতিহাসিক জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ।

## কুতব সাহেব (রহ.)-এর অসীয়াত ও জানাযা

জানাযার জন্য যখন ভক্তবৃন্দ একত্রিত হলেন তখন কুতব সাহেব (রহ.)-এর অসীয়াত পাঠ করে শোনালেন জনাব মাওলানা আবু সাইদ। কুতব সাহেব (রহ.)-এর অসীয়াত ছিল নিম্নরূপ: ‘আমার জানাযার নামায তিনিই পড়বেন, যিনি কখনো হারাম কর্ম করেননি এবং যিনি আসর নামাযের সুন্নত কিংবা কখনো তকবীরে উলা ত্যাগ করেননি।’

খাজায়ে খাজেগান হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর সেই অসীয়াতনামা শুনে উপস্থিত লোকজন স্তম্ভিত হয়ে যান। কোন সেই ভাগ্যবান পুরুষ যিনি তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করবেন! কিছুক্ষণ পিনপতনের নিস্তর্রতা। শেষ পর্যন্ত যাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিস (রহ.)।

তিনি এসে ঘোষণা করলেন, আমি কখনো চাইনি আমার একান্ত বিষয়টির প্রকাশ ঘটুক। কিন্তু হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর মহতি ইচ্ছার কাছে হেরে গেলাম। অতঃপর সুলতান শামসুদ্দীনই তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতির দায়িত্ব পালন করলেন।

## জানাযার জুলুস

তাঁর নামাযে জানাযায় কতগুলো লোক শরীক হয়েছিল তা গণনা করাই দুষ্কর। জানাযা শেষে একদিকে কাঁধে নিলেন সুলতান শামসুদ্দীন। বাকী তিন দিকে কাঁধে তুলে নিলেন দিল্লিশ্ব ভক্তবৃন্দ। তিনি জীবিত থাকাকালীন সময়ে যে স্থানটি তাঁর সমাধিস্থলের জন্য নিজেই নির্ধারণ করেছিলেন, সেখানেই কুতব সাহেব (রহ.)-কে নিয়ম অনুযায়ী দাফন করা হলো।

তাঁর মাযার নয়া দিল্লী মেহেরুলী নামক স্থানে অবস্থিত। যেখানে সর্বসাধারণের ব্যাপক সমাগম হয়। প্রতি বছর তাঁর ঈসালে সাওয়াব মুবারক ১৩ এবং ১৪ রবিউল আউয়াল মেহেরুলীতে অত্যন্ত শান-শওকতে পালিত হয়ে থাকে। আজমীর শরীফেও তাঁর চিল্লা শরীফে একই তারিখে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে, যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর ঈসালে সাওয়াব মুবারক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

## হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর কতিপয় খলীফা

হযরত ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) হচ্ছেন তাঁর প্রধান খলীফা। অপরাপর খলীফা হচ্ছেন, শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী (রহ.), শায়খ

বুরহান উদ্দীন বলখী (রহ.), শায়খ যিয়া রুমী (রহ.), মাওলানা ফখরুদ্দীন হালওয়ামী (রহ.), মাওলানা বুরহান উদ্দীন হালওয়ামী (রহ.), শায়খ মুহাম্মদ সমাজী (রহ.), শায়খ আহমদ বিনী (রহ.), শায়খ হুসাইন (রহ.), শায়খ ফিরোয (রহ.), শায়খ বদরুদ্দীন মুয়ে তা'ব (রহ.), শাহ হযরত কলন্দর (রহ.), শায়খ নজমুদ্দীন কলন্দর (রহ.), শায়খ সা'আদ উদ্দীন (রহ.), শায়খ মাহমুদ বিহারী (রহ.), মওলানা মুহাম্মদ জাবেরী (রহ.), সুলতান নাসির উদ্দীন গাজী (রহ.), বাবা বাহরী বাহরে দরিয়া (রহ.) প্রমুখ ।

### হযরত কুতুব সাহেব (রহ.)-এর তাবারকপ্রাপ্তি

হযরত কুতুব সাহেব (রহ.) নিজ পীর-মুরশিদ কুতবুল আকতাব হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর সেবায় নিয়োজিত থেকে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করছিলেন ।

একদিনের ঘটনা । তিনি স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর দরবারে তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন । একবার উঠে একটু হাঁদছি যাওয়ার অনুমতি চাইলেন । হযরত কুতব সাহেব (রহ.) নিজে হযরত খাজা ফরীদ গঞ্জেসকর (রহ.)-কে এত বেশি ভালোবাসতেন যে, তিনি অশ্রুভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে ফরীদ তুমি কি চলে যাবে?

হযরত খাজা ফরীদ গঞ্জেসকর (রহ.) জবাব করলেন, যেটাই হুযরের হুকুম হয় সেটাই হবে এই তো । হযরত কুতব সাহেব (রহ.) বললেন, যাও, আমি কি করতে পারি । তবে, নিশ্চয় মহামহিম প্রভুর ইচ্ছা হতে পারে, তুমি আমার ওফাতকালীন সময়ে উপস্থিত থাকবে না । যেমন আমিও আমার পীর-মুরশিদ হযরত খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.)-এর তিরোধানের সময়ে নিকটে উপস্থিত ছিলাম না ।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) এতখানি বলার পর ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন । মস্তক ঝুকিয়ে বসে রইলেন । একটু পরে মস্তক উত্তোলনপূর্বক উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, চলুন, আমরা সম্মিলিতভাবে এ দরবেশের দীন-দুনিয়া দু'জাহানের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য কয়েকবার সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে ইখলাস পাঠ করে নিই । সকলে একাত্মচিত্তে সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে ইখলাস পাঠ শেষ করলেন । হযরত কুতব সাহেব (রহ.) নিজেও পাঠ শেষ করে খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেসকর (রহ.)-এর জন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দু'হাত তুলে দুআ করলেন । দুআ করলেন এভাবে: আল্লাহপাক তোমাকে শ্রেষ্ঠ মশাইখে পরিণত করুক এবং অবিচলতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিন ।

অতঃপর হযরত কুতব সাহেব (রহ.) খাস জায়নামায এবং রক্ষিত লাঠিখানা হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন, আমি তোমার আমানত অর্থাৎ জায়নামায, জুব্বা, পাগড়ি, জুতা মুবারক যা হস্ত পরম্পরায় চিশতিয়া তরীকার পীরগণ থেকে আমার হাত পর্যন্ত পৌঁছেছে সবটাই হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.)-কে উৎসর্গ করে যাব। যখন তুমি চতুর্থ দিবস পার হয়ে পঞ্চম দিবসে আমার কবরে আসবে তিনি এই আমানত তোমাকে উৎসর্গ করে দেবেন এবং সাথে জুব্বাটিও পরিয়ে দেবেন। আমার এ স্থানকে তোমার জায়গা হিসাবে গণ্য করবে এবং তুমি এখানে অত্যন্ত আগ্রহ ও স্বচ্ছন্দ সহকারে আসন গ্রহণ করে বায়আত এবং হিদায়ত প্রদান করে যাবে। নিজের রুহানী শক্তিবলে আপন পর সবাইকে উপকৃত করতে সচেষ্ট থাকবে।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) যখন এ বাণীগুলো একে একে শোনাচ্ছিলেন উপস্থিত সবার মধ্যে একটা রোল পড়ে গিয়ে শুধু কান্না আর কান্নাই চলতে লাগল। সকলে সম্মিলিতভাবে খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর জন্য দুআ করতে লাগলেন।<sup>১</sup>

### হযরত শায়খ (রহ.)-এর পক্ষ থেকে অসীয়াত

হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) যে সেমার মাহফিলে ইন্তেকাল করেছেন সেই বৈঠকেই হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) ও বদরুদ্দীন গজনবী (রহ.)-কে বলেন, পীরগণের যে পুণ্যময় তাবাররুকাতে রয়েছে তা হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) এখানে তশরীফ আনলে এগুলো ওনাকে দিয়ে দেবেন। তাঁর আমানতকে তাঁরই হাতে পৌঁছে দেবে। অতীব ইজ্জত-সম্মানের সাথে তাঁর নিকট এ জুব্বাটিও পরিয়ে দেবে।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) সেই মাহফিলে সেমায় তাবাররুকাতে, খাস জুব্বা, লাঠি, জুতা মুবারক, দোতারা এবং সুজনী হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) ও হযরত বদরুদ্দীন গজনবী (রহ.)-কে দেখিয়ে দেন।

### হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর স্বপ্ন

যে রজনীতে হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) ইন্তেকাল করেন সেই রজনীতে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) স্বপ্ন দেখেন যে, হযরত কুতব সাহেব (রহ.) তাঁকে ডাকছেন। এই স্বপ্নের কি ফলাফল তা

<sup>১</sup> রওয়াতুল ও আকতাব, পৃ. ৬৮

তাঁর অন্তরে জানা হয়ে গেছে। অর্থাৎ কুতব সাহেব ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বেদনার্থ ও শোকার্ত অবস্থায় হাঁনছি থেকে যাত্রা আরম্ভ করলেন আর দু'নয়ন বেয়ে অশ্রুপাত ঘটে চলছিল অবোরে।

এদিকে হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী সাহেব (রহ.)-এর কাছে একজন লোক পাঠালেন। পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর স্বহস্তে লিখিত পত্র হস্তগত করলেন। তিনি সহসা চতুর্থ রাত্রে দিল্লি পৌঁছে পঞ্চম রাতে হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর নূরানী সমাধিস্থলে যিয়ারত করলেন। হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) ও শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী (রহ.) কুতবুল আকতাব হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) প্রদত্ত সমূদয় নিয়ামত দু'জনেই হযরত খাজা ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-কে সোপর্দ করলেন।<sup>১</sup>

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) স্বীয় পীর-মুরশিদ প্রদত্ত জুব্বটি পরিধান করলেন। জায়নামাযের ওপর দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর পীর সাহেবের বাড়িতেই অবস্থান করলেন। কিছুদিন দিল্লি অবস্থান করার পর হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) হাঁনছি ফিরে যান। তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ পাক আমাকে যে নেয়ামত বখশিস করেছেন শহরে বা অরণ্যে যেখানেই হোক সেগুলো আমার সাথেই থাকবে।'

### হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর গুণাবলি

কুতবুল আকতাব হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) হিন্দুস্থানে নবীয়ে পাক (সা.)-এর উত্তরসূরির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি সুলতানুল হিন্দ খাজা মুঈন্ উদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর প্রধান খলীফা এবং সাজ্জাদানশীন ছিলেন। তিনি কুতবগণের সরদার ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, (তিনি) অলীগণের সরদার এবং অত্যন্ত আলী শান-মর্যাদা সম্পন্ন শীর্ষ স্থানীয় সুফি ছিলেন। তাঁর বুয়ুর্গি এবং কবুল হওয়ার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না। তাঁর কোনো প্রকার বিরোধিতাকারী নেই।

এ যুগের সকল পীর তাঁর অনুসারী শিষ্য ছিলেন। বড়ই আলীশান এবং উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর দুআ আল্লাহ পাক সহসা কবুল

<sup>১</sup> (ক) ফেরেস্তা, তারিখে ফেরেস্তা; (খ) আল-কিরমানী, সিয়াক্বল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ শুযুখিল চিশতিয়া; (গ) রওযাতুল আকতাব



করতেন। যা কিছু যেভাবেই বলতেন সে রকমেই হয়ে যেত। যে ব্যক্তি তাঁর সহচর্যে থাকা মেনে নিতেন বেলায়তী মর্যাদা পেয়ে যেতেন। যেখানে তাঁর অন্তরদৃষ্টি বিদ্ধ হত তাঁর জন্য আরশে আজীম থেকে জমীন পর্যন্ত এবং ভূগর্ভস্থ পাতাল শহর পর্যন্ত উন্মোচিত হয়ে যেত।<sup>১</sup>

তিনি মহান আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিয। প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন। লোকদের সাথে বেশি কথাবার্তা না বলে সর্বদা ইবাদত করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না। দৈনিক তিনশ রাকআত নফল নামায সর্বদা আদায় করে যেতেন। রাত্রিকালীনে ঘুমাবার আগে অন্তত তিন হাজার বার দরুদ শরীফ আদায় করে নিতেন। তিনি লোকান্তর হয়ে একাকী ইতিকাফ থাকাকে পছন্দ করতেন। কম খাওয়া, কম ঘুমানো, কম কথাবার্তা বলা তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। সাধারণ মানুষের সাথে কম মিলামিশা করতেন।

হযরত মুহাম্মদ গিসুদরাজ (রহ.) হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর ব্যাপারে লিখেন, তিনি সারাক্ষণ চুপচাপ, চিন্তাযুক্ত থাকতেন। মওলার দরবারে কান্নাকাটিতে অধিক সময় কাটিয়ে দিতেন। দরজা বন্ধ করে একাকী ধ্যানে বসে থাকতেন। জনমানব থেকে সর্বদা বিচ্ছিন্ন থাকা পছন্দ করতেন।<sup>২</sup>

তাঁর সম্পর্কে হযরত শায়খ নূর বকস (রহ.) লিখেন, হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) আউলিয়াগণের সরদার ও আধ্যাত্মিক সাধকগণের পূজনীয় এবং মুজাহিদীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একাকী, নির্জনতা পছন্দ করতেন। কম খাওয়া, কম ঘুমানো, কম কথা বলায় অভ্যাসী ছিলেন। গোপনে যিকর করতেন। নিজ অবস্থানকে লুকিয়ে রাখতেন।

প্রথম দিকে তিনি একটু গভীর রাতে ঘুমানোর ঘরে যেতেন এবং একটুখানি ঘুমাতে মাত্র। শেষ বয়সে রাত্রিকালীন ঘুমানো এবং আরাম করাও ত্যাগ করলেন। সারা রাত জেগে কাটাতেন। কুরআন তিলওয়াত এবং যিকরে জলী এবং খফীর মাধ্যমে রাত পার করে দিতেন।<sup>৩</sup>

তিনি দরিদ্রতা এবং না খেয়ে থাকা নিয়ে গর্ববোধ করতেন। তাঁর জীবনটাই অত্যন্ত দরিদ্রতা ও কঠিন অভাব-অনটনে ভরপুর ছিল। তিনি এবং পরিবার-পরিজন অধিকাংশ সময় না খেয়ে কষ্ট সহ্য করতেন। পরিবারের

<sup>১</sup> সাইয়েদুল আকতার, পৃ. ১৪২

<sup>২</sup> মিরআতুল আসরার

<sup>৩</sup> আল-কিরমানী, সিয়াকুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ ওয়ুখিল চিশতিয়া

সবাই অভুক্ত থাকার কথাটি কাউকে প্রকাশ করতেন না। অভুক্ত থাকলেও সম্ভ্রষ্ট থেকে ধৈর্য ধারণ করতেন। প্রাথমিক জীবন তাঁর সংসারে দস্তুরখান, বড় বাটি ও পেয়ালাও ছিল না।<sup>১</sup>

তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। একবারের ঘটনা, সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিস (রহ.) একবার কিছু অর্থ ও স্বর্ণ মুদ্রা হাদিয়া হিসাবে তাঁর বরাবরে পাঠালেন। এগুলো গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেও তিনি তা গ্রহণ করতে রীতিমত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন।<sup>২</sup>

### সম্মানিত পীরানে পীরগণের সেবা

তিনি সম্মানিত পীরানে পীরগণের সেবা করাকে নিজের সৌভাগ্য ও নাজাতের উপলক্ষ মনে করতেন। এজন্য কঠোর পরিশ্রম করে যেতেন। একবারকার ঘটনা, সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিসের (রহ.) প্রধানমন্ত্রী তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন, ছয়টি গ্রামের ফরমান এবং এক নৌকাভর্তি অর্থ সম্পদ নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী হাজির হয়ে বললেন, সুলতান ইলতুতমিস মহোদয় বলেছেন, এগুলো আপনাকে গ্রহণ করার জন্য। এগুলো আপনার খাদেমগণ এবং ভক্তদের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ সময় হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)ও হাজির ছিলেন।<sup>৩</sup>

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) মুচকি হেসে বললেন, আমার পীরগণ এসব কখনো গ্রহণ করেননি। সেহেতু আমি এগুলো গ্রহণ করতে পারব না। হ্যাঁ, যদি আমি পীরগণের অনুসরণ না করে এগুলো গ্রহণ করি তাহলে, কালকে শেষ বিচার দিবসে তাঁদের সামনে কি করে মুখ দেখাব এবং তাঁদের দলে কি করে অন্তর্ভুক্ত হব, বলুন?

### মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া

তিনি দিবা-নিশি মহান প্রভুর ধ্যানে (মুরাকাবায়) নিমগ্ন থাকতেন। শুধু নামাযের সময় হলে দু'চোখ খুলতেন, গোসল সেরে তাজা অজু নিয়ে প্রতিবার নামায আদায় করতেন। তাঁর ধ্যানের এতই গভীরতা ছিল যে, কেউ দর্শনার্থে দরবারে এলে কিছুক্ষণ অবশ্যই অপেক্ষা করতে হত। সংবাদ পৌঁছানোর পরপরই তিনি চেতনা ফিরে পেতেন। তাঁর এতেকাফী সাধনা

<sup>১</sup> নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া, *রাহাতুল কুলুব*

<sup>২</sup> *তায়কিরাতুল আসফিয়া*

<sup>৩</sup> নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া, *রাহাতুল কুলুব*

এতই গভীর ছিল যে, তিনি একবার একাধারে সাতদিন পর্যন্ত ধ্যানমগ্ন হয়ে রাতদিন কাটিয়েছিলেন। শুধু নামাযের সময় হলেই আপনা আপনি হুঁশ ফিরে পেতেন।

### মহান আল্লাহর ওপর ভরসা

তিনি সর্বদা জনমানব থেকে দূরে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) বলেন, হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর আল্লাহতে ভরসা বাস্তবেই ভরসা বলা যায়। তিনি বিশ বছর যাবৎ আল্লাহতে ভরসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি অন্য কারো ওপর ভরসা করতেন না। রান্না বান্নার ব্যবস্থা এভাবে করে যেতেন যে, প্রয়োজনের সময় খাদেম যথারীতি উপস্থিত হয়ে যেতেন। তিনি কোন এক দিকে ইশারা করতেন, যা প্রয়োজন ওখান থেকে নিয়ে নিন। যখন সুফিগণের জন্য কিছু ঞ্জয় করার প্রয়োজন পড়ত শুধু জায়নামাযের নিচে হাত দিয়ে টাকা-কড়ি বের করে খাদেমকে দিতেন। সারাদিনের খরচপাতি এভাবেই চলত। তাঁর দরবার থেকে কোন সহায়প্রার্থী, মুসাফির কখনো রিক্ত হস্তে ফিরে যেতেন না।

### স্বীয় অবস্থাকে প্রকাশের বিপক্ষে ছিলেন

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) নিজ অবস্থাকে প্রকাশের পক্ষপাতি ছিলেন না। নিজ কঠিন আধ্যাত্মিক সাধনা, ত্যাগ-তিতীক্ষাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন যাতে প্রকাশ না ঘটে। নিজের শিষ্যদেরকেও এভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন। একবার খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) তাঁর সাথে চিল্লায় থাকার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করলেন না। অতঃপর বলে দিলেন, এরকম করার দরকার নেই। কারণ, তাতে প্রচার বেশি হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক পথের ফকীরদের জন্য বেশি কিছু প্রচার হয়ে যাওয়াও বড় আপদ। আমার পূর্ববর্তী পীর সাহেবান কেউই এরূপ করেননি।

### তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী

কুতবুল আকতাব হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) ছিলেন উঁচু মর্যাদার লেখক ও কবি। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো হচ্ছে:

১. দলীলুল আরিফীন: এ গ্রন্থে তিনি স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর বচনগুলো লিপিবদ্ধ করেন।
২. যুবদাতুল হাকায়িক: এ গ্রন্থটি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

৩. রিসালা: নির্ধারিত সময় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্ভার ।
৪. মসনবী: একটি ছন্দগাঁথা কবিতাগ্রন্থ ।
৫. দিওয়ান: ফারসি ভাষার কাব্যগ্রন্থ । এতে তাঁর ছদ্মনাম ব্যবহারে আধিক্য পরিলক্ষিত হয় । কোথাও কুতব উদ্দীন । আবার কোথাও কুতুবে দীন । তিনি তাঁর কাব্যে মহান প্রভুর পরিচিতি, হাকিকত ও মারিফাতের অনবদ্য প্রকাশ ঘটাতে যথাসাধ্য শ্রম দিয়েছেন । যেমন—

☆	وے در صفات وحدت تو عقل نارسا	☆	اے لال در ثنائے صفات زبان ما
☆	در کنه ذات تو زسد عقل انبیا	☆	بے چون و بے چگونه بے مثل آمدے
☆	فانی شوند جمله و باشد تراقبا	☆	موجود از وجود تو باشد هر آنچه هست
☆	هم خود دلایل باش که هستی تور ہنما	☆	سرگسنگاں بادیہ عشق خویش را
☆	تو بادشاہ حسنی داد بند	☆	از بحر خویش قطر ہر قطب دین فشاں
☆	کہ کردہ جائے اندر جانم امروز	☆	زو وصل یار خود شادانم امروز
☆	خلاص از آتش بھجرانم امروز	☆	بکام دل چشیدہ شربت وصل
☆	کہ کردہ یاد خود در مانم امروز	☆	نباشد احتیاجم باطیبع
☆	انیس خلوت جانانم امروز	☆	ز من داری مجو کنز دست رفتم
☆	کہ شادی خیمہ زد در جانم امروز	☆	بگیر اے غم ز قطب الدین کنارہ
☆	چیزے غیر تو نیست مارا حاصل	☆	آنی کہ ترا نیست مقام و منزل
☆	یارب تو چگونہ جائے کردی در دل	☆	در ہر دو جہان ذات تو کی می گنجہ
☆	وز جملہ کائنات آید تنگش	☆	عاشق باید کہ زرد باشد رنگش
☆	چوں شیشہ و گربار ز ندر سنگش	☆	روزے صد بار اگر کند توبہ ز عشق

হে প্রেমময়! তোমার বর্ণনাতীত গুণাগুণের কিসে করি বয়ান  
আমার সীমিত জ্ঞানের পরিধি সেথা হয়রান ।  
তুমি অদ্বিতীয় কোথাও তোমার কোন তুলনা পাইনি  
তোমার নিগূঢ় তত্ত্বে নিঃসন্দেহে নবীগণও পৌছেনি ।

তুমি আছো তাই, সৃজিলে অপার সৃষ্টি  
 সব সৃষ্টিই নশ্বর তবে, তুমিই শুধু অবিনশ্বর ।  
 যারা তোমার প্রেমের মরুদ্যানের ধুকে মরে ।  
 তাঁদের পথের দিশা দাও তুমি দয়া করে ।  
 তোমার করুণা নদের কিঞ্চিৎ বারি দাও কুতবকে  
 তুমি যে রাজাধিরাজ, এ ফকিরকে চিনবে কে?  
 প্রেমিকের সাক্ষাতে আজ পথ চেয়ে আছি  
 এরি মাঝে যেন আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি ।  
 সাক্ষাতের শরবতে আজি সিক্ত হল প্রাণ মোর  
 বিরহের লেলিহান শিখা, খালাস বেকসুর ।  
 নিজ বান্ধব যেথা আমার চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত  
 অপর হেকিমের দুয়ারে হব কেন দ্বারস্থ ।  
 দূরান্তরে ফেলে রেখোনা, নৈকট্য বঞ্চিত করে  
 আমি তো সংগোপনে নিবেদিত প্রেমময় দ্বারে ।  
 অসহনীয় প্রেম গঞ্জনা এবার যাও দূর হয়ে  
 মত্ততর অথৈ জোয়ারে আছি ভাসমান হয়ে ।  
 তুমি এক সুনির্দিষ্ট ঠিকানা বিহীন  
 তুমি হীনে মোরা অস্তিত্বহীন ।  
 তুমি দু'জাহানে সমান স্থিতিশীল  
 হে প্রভু! সর্বাস্তকরণে সমাগ্রীন তুমি বিচরণশীল ।  
 অন্তর তাঁদের সমুজ্জ্বল হবে আসক্ত যারা  
 নচেৎ তাঁদের তরে এ ভুবন হবে মরুসাহারা  
 প্রেম বিনে দৈনিক শতক তওবা করা  
 সে যেন, প্রস্তুত বারংবার শীসা ছুড়ে মারা ।

## তাঁর তালীম

তাঁর প্রদত্ত শিক্ষায় আধুনিক সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় ।  
 তাঁর বরকতময় বাণীসমূহ তাঁর প্রধান খলীফা, সাজ্জাদানশীন হযরত খাজা  
 ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) মজলিস অনুযায়ী সংকলন করেছেন ।  
 তাঁর বাণী সংবলিত সেই গ্রন্থের সুন্দর নাম দিয়েছিলেন ফওয়ায়িদুস  
 সালিকীন । সামনের বর্ণনাগুলোতে হযরত কুতুব সাহেব (রহ.)-এর  
 বাণীসমূহের গুরুত্ব ও উপকার বিষয়ে আলোকপাত করা হবে ।

## পীর-মুরশিদের করণীয়

হযরত কুতবুল আকতাব কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) মজলিসে উপস্থিত সকল মুরীদানদের উদ্দেশ্য করে বললেন, মুরশিদকে এরকম শক্তিশালী এবং বিজয়ী মনোভাবের অধিকারী হতে হবে যে, যখন ভক্তগণ তাঁদের খিদমতে বায়আত হওয়ার নিমিত্তে আগমন করবেন তখন মুরশিদের অবশ্যই করণীয় হবে, একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিদানের মাধ্যমে তাঁদের অন্তরের দুনিয়াপ্রীতিকে নির্মূল করে ছাড়বে। এমন পরিচ্ছন্ন করে নেবে যাতে দুনিয়া কেন্দ্রিক একটি বিন্দু-বিসর্গও অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর তাঁকে বায়আত করানোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে সোপর্দ সমাপ্ত করবে। যদি এভাবে পরিচর্যা করতে ব্যর্থকাম হয় তাহলে পীর-মুরীদ দু'জনই গোমরাহীর মরুদ্যানে ঘুরতে থাকবে।

## পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং দুনিয়াপ্রীতি

কুতবুল আকতাব হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) বলেন, সুফি সাধকগণ লিখেছেন, আধ্যাত্মিক গুরুদের মধ্যে চারটি জিনিস পূর্ণ যোগ্যতার সৃষ্টি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

১. কম ঘুমানো।
২. কম কথা বলা।
৩. স্বল্প খাওয়া।
৪. সাধারণ মানুষের সাথে কম সম্পর্ক রাখা।

এর পর তিনি খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে দরবেশ! যতক্ষণ তুমি খাওয়া দাওয়া কমিয়ে ফেলবেনা, নিদ্রা হ্রাস করবে না, কম কথা বলার অভ্যাস করবে না এবং সাধারণ্যে মেলামেশা কমিয়ে ফেলবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত দরবেশীর মত মহা মূল্যবান মনিমুক্তা লাভ করতে সক্ষম হবে না। দরবেশের দলভুক্ত তাঁরাই, যারা ঘুমকে হারাম করতে পেরেছে এবং সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ককে আন্তরিকভাবে পরিহার করতে পেরেছে।

অতঃপর খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) হযরত ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-কে লক্ষ করে বলেন, হে দরবেশ! পয়গাম্বর হযরত ঈসা (আ.) একাকীত্ব, নির্জনতা, নির্জন বাসকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন তাঁকে উর্ধ্বাকাশে তুলে নেওয়া হল তখন আওয়াজ এল, তাঁকে সকলের কাছ থেকে পৃথক করে রাখা হোক। কেননা তাঁর সঙ্গে পার্থিব আবর্জনা বিদ্যমান।

হযরত ঈসা (আ.) হতচকিত হয়ে পড়লেন। দুনিয়ার প্রতি কোন কিছু পরিধানের সাথে সত্যিই লেগে আছে কিনা ভাল করে দেখতে লাগলেন। দেখা গেল, তাঁর জুব্বার সাথে একটি সূঁচ এবং একটি ভিক্ষার থালা আটকে আছে। তিনি আরজ করলেন, হে প্রভু! এগুলো কি করতে পারি? মহান আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করলেন, এগুলো নিক্ষেপ করে দাও। তিনি এগুলো নিক্ষেপ করে দিলেন। তখনই আসমানের দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ফওয়ায়িদুস সালিকীনের ভাষ্য মতে, তিনি এর পরে বলতে শুরু করলেন, হে দরবেশ! দেখুন, এরকম অতি নগণ্য ক্রটির ব্যাপারেও যেখানে আল্লাহ পাকের সম্মানিত পায়গাম্বরের জীবনে এত ধর-পাকড় সেখানে ঐসব বুয়ুর্গদের ব্যাপারে অনুশোচনা হয় যারা দুনিয়ার প্রেম-প্রীতিতে ওতপ্রোতভাবে হরহামিশা জড়িয়ে আছেন।

### ধৈর্য-সন্তুষ্টি এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর একটি ঘটনা

কুতুবুল আকতাব হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.) বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর গলায় ছুরি বসিয়ে জবাই করা হচ্ছিল। ব্যথার চোটে তিনি ফরিয়াদ করবেন ইচ্ছা করতেই হযরত জিব্রাইল (আ.) তাঁর নিকট এসে সোজা জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ বলেছেন যে, আপনি এতে যদি একটুমাত্র উহ শব্দও উচ্চারণ করেন তাহলে, পয়গাম্বরীর দফতর থেকে এ মুহূর্তে আপনার নাম কেটে দেওয়া হবে। হযরত যাকারিয়া (আ.) একথা শুনা মাত্র উহ শব্দও আর করলেন না; ধৈর্য ধারণ করতে লাগলেন। জান কুরবান হয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) এবার হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বলতে শুরু করলেন, এভাবে যখন হযরত যাকারিয়ার (আ.) মাথার ওপর করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হচ্ছিল তিনিও অনেক কষ্টের মধ্যে আহ শব্দ উচ্চারণ করতে চাইলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর হুকুমে হযরত জিব্রাইল (আ.) তশরীফ এনে সেই একই সতর্কবাণী শুনিয়ে দিলেন। তিনিও আর উহ করলেন না। এমনকি তাঁর শরীর মুবারক দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

### তাপসী হযরত রাবেয়া বাসারী (রহ.)-এর নিয়ম

হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) বলেন, যখনই তাপসী হযরত রাবেয়া বসরীর (রাযি.) ওপর কোন বালা-মুসীবত এসে পড়ত তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হওয়ার স্থলে নেহায়ত সন্তুষ্টি প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন, আজকেই আমার প্রিয়জন আমাকে স্মরণ করেছেন। যেদিন কোন বিপদ-

আপদ আসত না, সেদিন বলতেন, কি হয়েছে; কেন আমাকে আজকে একটিবারও স্মরণ করা হল না?

## তকবীর বলা এবং আল্লাহর খাস বান্দাগণ

একদিন তকবীর বলা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যে, দরবেশ গলিতে গলিতে তকবীর কেন ধ্বনিত করে? হযরত কুতব সাহেব (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, এ ধরনের কোথাও লেখা হয় নি যে, প্রতি গলিতে তকবীর বলা আবশ্যিক। এটা কোন সওয়াবের বিষয়ও নয়। তবে, নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার উদ্দেশ্যে তাকবীর বলার ব্যাপারে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, তকবীর বলার উপকারিতা স্বরূপ নেয়ামত উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। অতঃপর সবার জ্ঞাতার্থে বুঝিয়ে বললেন, তকবীরের অর্থ হচ্ছে, ‘হামদ’। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে গেলে সেখানে হামদে বারী তায়ালা যুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যিক।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহর এমন বান্দাও রয়েছেন, যারা নিজের স্থানে অবস্থিত থাকেন আর আল্লাহ পাক পবিত্র কাবা শরীফকে নির্দেশ করেন, যাও, অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানেই আমার বান্দা যত ইচ্ছা তাওয়াফে কাবা করতে থাকুক। সুবহানাল্লাহ।

## হযরতের উত্তম বাণীসমূহ

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) কিছু বাণী পেশ করা হচ্ছে। বাণীসমূহ নিম্নরূপ:

**আরিফ:** আরিফ সেই ব্যক্তি যার মধ্যে প্রতিক্ষণে প্রতি স্পর্শে আশ্চর্য অনুভূতির প্রকাশ ঘটবে এবং তিনি সারাক্ষণ এমন একটা ঘোরের জগতে মত্ত থাকবেন যে, যদিও সে সময়ে তাঁর কলবে আসমান-জমিন অথবা তাঁর মধ্যখানে যা কিছু বিদ্যমান সবটাই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবুও তিনি অবিচল থাকবেন।

সেই ব্যক্তি আরিফ যার প্রতি পদক্ষেপে হাজারো রকমের গোপন রহস্য জগৎ উন্মোচিত হতে থাকবেন এবং তিনি ধ্যানমগ্নতায় এভাবে বিস্মৃত থাকবে যে, আঠারো হাজার মাখলুকাত যদিও তাঁর কলবে হাজির হয়ে উঁকি মারতে থাকে তবুও তাঁর গভীর ধ্যান ভগ্ন করতে সক্ষম হবে না।

**তরীকত:** তরীকতে দরবেশী হচ্ছে, দ্বিতীয় স্তরের একটি ভিন্ন পরিক্রমা। সপণ্ডয় পুঞ্জীভূত করা সেটা আর এক ব্যাপার। তরীকতের পথে আকাজক্ষা অত্যন্ত প্রশস্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যাতে রহস্যাদি সেখানে স্থান লাভ করতে পারে এবং



ফাঁস হওয়ার ভয় না থাকে । কেননা গোপনীয়তাই রহস্যের বন্ধু । সেই ব্যক্তিই হচ্ছে তরীকত রাজ্যের শাহীনশাহ যার মস্তক থেকে পা পর্যন্ত মওলার প্রেম সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে । এমন কোন একটি মুহূর্তও বাদ যেতে পারে না যতক্ষণে তাঁর মাথার ওপর ভালোবাসায় সিক্ত রহমতের বর্ষণ বর্ষিত হবেনা ।

**তরীকতের পথিক:** এদের জন্য দুনিয়া থেকে বড় কোন প্রতিবন্ধকতা আর থাকতে পারে না ।

**ভালোবাসা:** যে ব্যক্তি ভালোবাসার দাবিদার অথচ বিপদে পড়লে ফরিয়াদ করবে সে কখনো প্রকৃত প্রেমিক নয় বরং মিথ্যুক ।

**পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব:** যিনি মারিফাতের স্তরে পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবেন তিনি কখনো বন্ধুত্বের গোপন রহস্য ফাঁস করতে পারেন না । কামিল তো তাঁরাই হতে পেয়েছেন যারা কখনো, কোন অবস্থায় গোপনীয়তার দ্বার উন্মুক্ত করেন না । আর তাঁর অন্যান্য গোপন রহস্য সম্পর্কে ক্রমাগত সম্যক অর্জন করতে থেকেছেন ।

**দরবেশ:** দরবেশ তো সেসব পূণ্যাত্মা যারা তাঁদের দৃঢ় কঠিন প্রত্যয় নিয়ে হাজারো দেশ দেশান্তর পাড়ি জমাতে পারবেন এবং অগ্রবর্তী হয়ে থাকবেন । দরবেশগণের একটি বাক্যে দাউ দাউ অনল জ্বলে উঠবে এবং আর একটি মাত্র কথায় তা পানি হয়ে যাবে । দরবেশ যখন কামালিয়তের উঁচু শিখরে পৌঁছে যাবেন তখন যাই বলবেন তাই হয়ে যাবে । দরবেশ কখনো মহান আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছতে পারেন না, যতক্ষণ সকল আত্মীয় তাঁর কাছে অনাত্মীয় না হয় আর যতক্ষণ নির্জনবাস কবুল করে নেবেন না এবং দুনিয়ার সব রকমের মোহ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবেন না । যে ব্যক্তি দরবেশী প্রকাশ করার জন্য বস্ত্র পরিধান করবে সে বাস্তব ক্ষেত্রে দরবেশ নয় বরং ঐ ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের মাঝে একজন প্রকাশ্য ডাকাত ।

যে দরবেশ পেট ভরে আহার গ্রহণ করবে সে নফসের পূজারি; দরবেশ নয় । দরবেশের ক্ষুধার্ত থাকা স্বেচ্ছাভুক্ত । আল্লাহ পাক সমুদয় সৃষ্টিকে দরবেশগণের করতলগত করে দিয়েছেন । দরবেশকে নির্জনতার অনুগামী হতে হবে এবং প্রতি দিন এক একটি রাজ্যে বিচরণ করতে হবে এবং রুহানী উন্নতি সাধন করতে হবে । দরবেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যাপার নয় বরং দরবেশ হওয়া মানে সকল প্রকার দুনিয়াবী বালা-মুসিবতের বোঝা মাথায় নেয়া । দরবেশগণের সর্বাধিক কঠিন কাজ হচ্ছে, রাত্রিকালীন উপবাস থাকা । তাহলেই মেরাজে পৌঁছার সৌভাগ্য নসীব হবে । দরবেশী স্তরে পৌঁছার মত আর অন্য কোন নেয়ামত থাকতে পারে না ।

**মুরশিদ:** যারা বায়আত করাবেন তাঁদের মধ্যে এমন যোগ্যতা থাকা চাই যে, যাকে বায়আত করাবেন তাঁর অন্তরের সকল প্রকার কালিমা স্বীয় বাতেনী শক্তি বলে ধুয়ে মুছে সাফ করবেন এবং তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন ।

**মুরীদ:** যিনি পীরের হাতে বায়আত হবেন তাঁর জন্য পীরের সামনে থাকা এবং দূরে থাকা সমান সম্মানবোধ ও আনুগত্যশীল থাকতে হবে । পীর সাহেব কেবলা দুনিয়া থেকে পর্দা করলে তাঁকে আগের চাইতেও বেশি সম্মান দেখাতে হবে । তাঁর পরিবারের সবাইকে সম্মান ও ভালোবাসতে হবে ।

যদি কেউ পীরের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ না হয় এবং সঠিকভাবে তওবা করার সুযোগ না পায় তাহলে, তাঁর পীর সাহেবের পরিধেয় বস্ত্র সামনে রেখে তাঁর কাছ থেকে বায়আতের অধিকার চেয়ে নেবে ।

**পয়গাম্বর এবং আউলিয়াগণ** আল্লাহর নবীগণ (আ.)-এর কোনো গোনাহ নেই (মাসুম) এবং হযরত আউলিয়ায়ে কেরাম গোনাহ থেকে দূরে থাকেন (মাহফুয) । ধ্যানের জগতের উন্মত্ততায় গেলেও তাঁরা কখনো শরীয়তের বিধি নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে যান না ।

**সুন্দর আমলসমূহ:** যে ব্যক্তি হাকীকতের শীর্ষ সীমানায় পৌঁছতে চান একমাত্র সুন্দর আমল করার বদৌলতেই পৌঁছতে পারেন ।

**খোদাভীতি:** মহান প্রভুর ভয়-ভীতির চাবুক বান্দার সংশোধনের জন্যই যখন তা অন্তরে স্থান করে নেয় তখন অন্তরকে টুকরা টুকরা করে ফেলে ।

**আদাবে মজলিস:** যখন কোন মজলিসে আগমন করবে তখন যেখানেই স্থান খালি পড়ে রয়েছে সেখানেই বসে পড়বে ।

**কাশফ ও কারামত:** প্রকৃত খাঁটি বান্দা তাঁরাই যারা নিজ কাশফ ও কারামতকে কখনো প্রকাশ ঘটাবেন না । তাহলে আধ্যাত্মিকতার সকল স্তর পার হওয়া সহজ হবে । যদি কাশফ ও কারামতকে প্রকাশ করার মানসিকতা রহিত না হয় তবে অবশিষ্ট স্তরসমূহ পার হওয়া কল্পিনকালেও সম্ভব হবে না । যা জ্ঞানের পরিধিকে অতিক্রম করে এবং বুঝে আসে না, সেটাই হচ্ছে, কারামাত ।

**মহৌষধ:** নেক (বুয়ুর্গ) বান্দাগণের কথাবার্তার মধ্যে মহৌষধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে ।

**হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর দুআ এবং অযীফাসমূহ**

হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর ব্যক্ত করা কিছু দুআ এবং অযীফা

নিম্নে তুলে ধরা হল:

**কর্মসিদ্ধির জন্য:** হাজত পূর্ণ হওয়ার জন্য সূরায়ে বাকারা পাঠ করা অতি উত্তম। হযরত খাজা ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) বলেছেন, একবার হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর আল্লাহর দরবারে কিছু কামনা ছিল। তিনি সূরায়ে বাকারা পাঠ করা আরম্ভ করলেন। একদিন যায়নি এবং পুরোপুরি নামায আদায়ও শেষ হয়নি, তাঁর চাওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পূর্ণ করে দিলেন।<sup>১</sup>

**পবিত্র কুরআন হিফজ করার জন্য:** ফওয়ায়িদুস সালিকীনে এসেছে, এজন্য সূরা ইউসুফ পাঠ করা অতি কার্যকরী।

**হজ্জ করার সওয়াব লাভ:** রাহাতুল কুলুবে এসেছে, হজ্জের নিয়তে যে ব্যক্তি জিলহজ মাসের প্রথম দিনে দু'রাকআত নামায এভাবে পড়বে: প্রথম রাকআতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর সূরা আনআমের নিম্ন আয়াত শরীফ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۝ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۝ ۙ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ فَطٰى اَجَلًا ۝ ۙ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَنَا ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝ ۙ وَهُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ ۝ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَیَعْلَمُ مَا تُنَبِّیُوْنَ ۝

পাঠ করে এবং পরবর্তী রাকআতে সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে সূরা আল-কাফিরুন একবার পাঠ করবে, সেই ব্যক্তির আমলনামায় হজ্জ করার সাওয়াব আল্লাহ পাক প্রদান করবেন।

**বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার্থে:** হযরত কুতব সাহেব (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরছি পাঠ করে ঘর থেকে বের হবে তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) বলেন, মহান প্রভু তাঁর সে ঘরকে আমান-সালামতে রাখবেন।<sup>২</sup>

**রিয়ক বৃদ্ধির জন্য:** তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি সব সময় অভাব- অনটনে আটকে থাকে তাঁর উচিত বেশি করে নিচের দুআটি পাঠ করা।

یَا دَائِمَ الْعِزِّ وَالْمُلْكِ وَالْبَقَآءِ یَا ذُو الْجَلَالِ وَالْجُوْدِ وَالْفَضْلِ وَالْعِطَآءِ  
یَا وَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْحَمِیدِ یَا فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ.

<sup>১</sup> আসরাফুল আউলিয়া, পৃ. ৩৮

<sup>২</sup> নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া, রাহাতুল কুলুব, পৃ. ৮৩

‘হে স্থায়ী কর্তৃত্ব ও চির সম্মানের অধিকারী! হে অধিকতর মান-মর্যাদা ও দান-দক্ষিণার মালিক। হে প্রেমময় সুমহান আরশের অধিপতি এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অধিকারী প্রভু।’

## কাশফ ও কারামত

কুতবুল আকতাব হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মধ্যে অসংখ্য কারামত প্রকাশ ঘটেছিল। যার কিছু অংশ তুলে ধরা হল: তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক গয়লের (সেমা) অতি অনুরক্ত। যখন তিনি দিল্লি তশরীফ আনেন তখন তিনি এবং কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহ.) দু’জনেই সেমা শুনতেন। একথা একদিন সুলতান শিহাব উদ্দীন শুনে ফেললেন। এতে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ঘোষণা করলেন, যদি তাঁরা সেমার অনুষ্ঠান শুনে এ খবর পাই তাহলে দু’জনকেই শ্রীঘরে পাঠাব অথবা আইন অনুযায়ী সেই ঘর জ্বালিয়ে দেব।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) একথা শুনে বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। সে যদি শান্তিতে থাকতে পারে, আমাদের জ্বালিয়ে ভষ্ম করুক, মাটির সাথে মিশিয়ে দিক। এমাসে সুলতান শিহাব উদ্দীন খোঁরাসানের দিকে চলে গেলেন এবং কিছুদিনের তফাতে মৃত্যু বরণ করলেন।

হযরত কুতব সাহেব (রহ.) মূলতানে অবস্থান করছিলেন। জনাব নাছির উদ্দীন কুবাছা মূলতানের প্রশাসক ছিলেন। একদিন তিনি হুযুরের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, মোগল বংশীয় সৈন্যদল মূলতান দখল করার নিমিত্তে এসে গেছে। প্রতিরোধ প্রতিশোধ করার শক্তি আমার নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। হযরত কুতব সাহেব (রহ.) তাঁকে একটি তীর প্রদানপূর্বক উপদেশ দিলেন, মাগরিবের নামায শেষ করে দুর্গের দেওয়ালে উঠে কামানের সাহায্যে এ তীরকে শত্রু সৈন্যের দিকে নিক্ষেপ করবেন। তারপর মহান আল্লাহ পাকের কুদরতের তামাশা দেখবেন।

সুলতান নাসির উদ্দীন কুবাছা দরবেশ কুতব সাহেব যে পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছিলেন সেভাবেই করলেন। তীর নিদিষ্ট গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছার সাথে সাথেই শত্রু সৈন্য একে একে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে লাগলো।<sup>১</sup>

একদিন হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরীর (রহ.) সেখানে একটি সেমার মাহফিল হতে যাচ্ছিল। কাজী সাহেব (রহ.) খোদা প্রেমের নেশায় উন্মত্ত ছিলেন, সেই মাহফিলে। তৎকালীন সময়ে কাজী সাদেক সাহেব এবং

<sup>১</sup> সিররুল আরিফীন

কাজী ইমাদ সাহেব দু'জনেই নামজাদা আলেম ছিলেন। দু'জনেই গিয়ে সেই মজলিসে উপস্থিত হলেন। সে সময়ে কুতবুল আকতাব হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। দাড়ি মুবারকও তখন গজায়নি। সে দু'জন আলেম হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, সুফিদের অভিমত হচ্ছে, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সেমার মজলিসে না আসা। এটা শোনার পর হযরত কুতব সাহেব (রহ.) বিসমিলাহ শরীফ পাঠ করে দু'হাত নিজ চেহারায়ে বুলিয়ে নিলেন। হাত বুলানো শেষ হয়নি এতক্ষণে আল্লাহর হুকুমে দাড়ি মুবারক উঠে তাঁর মুখমণ্ডল ভর্তি হয়ে গেল। অতঃপর হযরত কুতব (রহ.) সে দু'জন আলেমকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, অপ্রাপ্ত নই, বরং প্রাপ্তবয়স্ক। অনন্য উপায়ে হয়ে এ কারামত লক্ষ্য করে দু'জনই আশ্চর্য হলেন এবং লজ্জা পেয়ে গেলেন।

একদিন হযরত সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিস (রহ.) স্বপ্নে আল্লাহর প্রিয় নবী (সা.)-কে দেখতে পেলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, দু'জাহানের সরদার নবীয়ে পাক (সা.) ঘোড়া সওয়ার হয়ে এক জায়গায় তশরীফ আনার পর বলতে লাগলেন, হে শামসুদ্দীন! এ জায়গার একটি জলাধার তৈরি করে দাও, যাতে আল্লাহর বান্দাগণ উপকৃত হতে পারেন। হযরত সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিস (রহ.) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এ খাবটুকু হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর কাছে পেশ করলেন। তখন কুতব সাহেব (রহ.) বললেন, স্বপ্নের রহস্য কি সেটা আমি ভালো করেই জানি। আমি সেই স্থানে পৌঁছে যাচ্ছি, যেখানে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) হাউজ নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি, অতি-সহসা সেই স্থানে চলে এস।

সুলতান সাহেব (রহ.) সেই জায়গায় পৌঁছে গেলেন। দেখলেন, হযরত কুতব সাহেব (রহ.) নামায আদায় করছেন। যখন কুতব সাহেব (রহ.) নামায শেষ করলেন, তখন সুলতান শামসুদ্দীন (রহ.) সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি যেখানে নূর নবী হযরত (সা.)-কে ঘোড়া সওয়ার অবস্থায় স্বপ্নে দেখে ছিলেন সেখানে হুবহু ঘোড়ার খুরের পায়ের আঁচড় সদ্য দেখতে পেলেন। দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে তরতাজা পানি বেরিয়ে আসছে। এ জায়গায় 'হাউজে শামসী' উদ্বোধন করা হল।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিসের একটি সুনাম ছিল, তিনি সব সময় দান-দক্ষিণায় ব্রতী থাকেন। প্রসিদ্ধ শায়ের 'নাজেরী' শাহী দরবার থেকে দিল্লি হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর আলীশান দরবারে হাজির হয়ে দু'আ চাইলেন। হুযুর অন্তর খুলে বললেন, যাও, অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে।

হযরত নাজেরী সাহেব ৫৬টি শের নিয়ে গ্রথিত একটি কসীদা

(কাব্যমালা) নিয়ে (যেখানে ছিল শুধু সুলতানের প্রশংসা) শাহী দরবারে পেশ করলেন। সুলতান সেদিকে ভ্রক্ষেপও করলেন না। নাজেরী খুবই চিন্তিত হলেন। তিনি মনে মনে হযরত কুতব সাহেব (রহ.) থেকে সাহায্য কামনা করলেন। সাহায্য চাইতে একটু বিলম্ব হলেও সুলতান তাঁর দিকে চাইতে আর দেৱী করলেন না। সুলতান বললেন, ঠিক আছে কসীদা (কবিতা) পড়ে শোনাও দেখি। তিনি কসীদা অর্থাৎ যে কবিতা কম পক্ষে ১৫ পঙক্তি বিশিষ্ট হতে হয় পাঠ করলেন।

সুলতান শামসুদ্দীন (রহ.) কবিতা শুনে বেশ খুশি হলেন। শায়ের (কবি)-কে পুরস্কার স্বরূপ ৫৬ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। টাকা নিয়ে শায়ের যথাসময়ে হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর দরবারে আনন্দ প্রকাশের জন্য উপস্থিত হয়ে গেলেন। সকল পুরস্কার হুযুর কুতব সাহেব (রহ.)-এর সামনে রেখে দিয়ে দেখলেন, তিনি একটি টাকাও নিজের জন্য গ্রহণ করলেন না। তিনি নিরুপায় হয়ে এগুলো নিয়ে নিজ বাড়িতেই চলে গেলেন।<sup>১</sup>

হযরত কুতবুল আকতাব কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেও অদ্যাবধি তাঁর রুহানী ফয়েজের দরজা বন্ধ হয়নি। সুলতানুল মাশায়িখ সর্বদা হুযুরের পৃণ্যভূমি মাযার শরীফে হাজিরা দিতেন।

একদিন সুলতান মাযার যাওয়ার পথে তিনি মনে মনে সংশয় পোষণ করলেন যে, আমি প্রায় সময় মাযারে যাই তবে, এগুলো হুযুর জানেন কিনা? তিনি যখন যথাসময়ে কুতব সাহেব (রহ.)-এর মাযারে পৌঁছে গেলেন তাৎক্ষণাৎ আওয়াজ শুনতে পেলেন,

سے مرزنده پندار چوں خوشبختین ☆ من آیم بجان گرتو آیی بہ تن

আমাকে জিন্দা জেন, যখনই কিছু চাইবে

আমি জিন্দা হয়ে আসি, যবে ঘর থেকে বের হবে।

এক বদকার নরাধম, অসৎ লোককে হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর পাশে দাফন করা হয়। এলাকার লোকজন তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন, সে লোকটি জন্মতে বিচরণ করছে। লোকটির কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি এমন কি নেক আমল করলে যাতে তুমি জান্নাতবাসী হওয়ার সৌভাগ্য পেয়ে গেলে? বদকার লোকটি উত্তর দিল: যখন আযাবের ফেরেস্তারা আমাকে আযাব দিতে আসত তখন হযরত কুতব সাহেব (রহ.)-এর রুহ মুবারক বেশ কষ্ট পেত। তাঁর কারণেই আমার কাছ থেকে আযাবের ফেরেশতাগুলোকে তুলে নেওয়া

<sup>১</sup> জওহরে ফরীদী, পৃ. ১৮১

হয়েছে। সাথে সাথে আমাকেও জান্নাতের অধিবাসী করে দেওয়া হয়েছে।<sup>১</sup> বোঝা গেল, এখনো কুতব সম্রাট হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর বাতেনী ফয়েজ প্রবহমান রয়ে গেছে। তাঁর বাতেনী দৃষ্টি নিয়ে এখনো আম উম্মতে মুহাম্মদী (সা.) সবিশেষ উপকৃত হচ্ছে।

মহান এ সাধক ৬৩৩ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনাদর্শ মোতাবেক জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

<sup>১</sup> আফযালুল ফওয়ায়িদ

॥২ ॥

## মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)

হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া হুছেন, মাহবুবে ইলাহী (রহ.)। তিনি হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেসকর (রহ.)-এর গদীনশীন। তিনি হুছেন, খাজাগণের মূর্তপ্রতীক, আল্লাহর পথে শৃঙ্খলা বিধানকারী, শরীয়তের মশাল এবং দীনে হকের কাণ্ডারী।

### বংশ-পরিচিতি

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বংশধরগণ বুখারার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দাদা হযরত সাইয়েদ আলী এবং নানাঝান হযরত সাইয়েদ আরব বুখারী পরিবার-পরিজন নিয়ে হিজরত করে সুদূর লাহোর নগরীতে আগমন করেন। লাহোরে কিছুদিন অবস্থান করে পুনরায় বদায়ুন চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

তৎকালীন সময়ে বদায়ুন সুফি সাধক এবং সম্মানিত আলেমগণের বিচরণস্থল হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত সাইয়েদ আলী এবং হযরত সাইয়েদ আরব অত্যন্ত দীনদার পরহেজগার ছিলেন। দীনের পক্ষ থেকে যেমন সম্মানিত ছিলেন তেমনি ইহলৌকিক ধন-সম্পদের দিক থেকেও অতীব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

### মাতৃ ও পিতৃ পরিচিতি

মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পিতার নাম ছিল হযরত খাজা সাইয়েদ আহমদ। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে অলী হয়েই দুনিয়ার কোলে এসেছিলেন। হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বায়আত ও



খিলাফত নিজ সম্মানিত পিতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। তিনি কিছুদিন কাজীর পদে দায়িত্ব পালন করলেও শেষ পর্যন্ত নির্জন আস্তানায় ধ্যান মগ্ন হয়ে পড়েন।

মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর সম্মানিত জননী ছিলেন হযরত খাজা সাইয়েদ আরবের কন্যা। তিনিও মহান আল্লাহর শুকর এবং সবর কবুল করার পথে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ত্যাগ, সাধনা ও জ্ঞান-গরীমার ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে সুখ্যাত ছিলেন। বিবি জুলাইখা তাঁর নাম ছিল।

### পিতৃ ও মাতৃবংশ পরিচিতি

মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পিতৃবংশীয় পরিচয় নিম্নরূপ: হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ আলী বুখারী ইবনে সাইয়েদ আবদুল্লাহ ইবনে সাইয়েদ হাসান ইবনে সাইয়েদ আলী ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ আলী আসগর ইবনে সাইয়েদ জাফর ইবনে ইমাম আলী হাদী নফী ইবনে ইমাম মুহাম্মদ তফী আল মুলকাব থেকে জওয়াদ ইবনে হযরত ইমাম আলী রজা ইবনে হযরত ইমাম মুসা কাজেম ইবনে হযরত ইমাম জাফর সাদেক ইবনে হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের ইবনে হযরত ইমাম আলী আল মুলকাব থেকে জয়নুল আবেদীন ইবনে হযরত সাইয়েদুনা ইমাম হুসাইন ইবনে হযরত ইমামুল আউলিয়া সাইয়েদুনা হযরত আলী (রাযি.)।

হযরের মাতৃ-নসবনামা নিম্নরূপ: হযরত বিবি জুলাইখা বিনতে খাজা সাইয়েদ আরব আল বুখারী, ইবনে সাইয়েদ আবুল মুফাখির ইবনে সাইয়েদ মুহাম্মদ আজহার, বিন সাইয়েদ হুসাইন ইবনে সাইয়েদ আলী ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ আবদুল্লাহ ইবনে সাইয়েদ আলী আসগর ইবনে সাইয়েদ জাফর ইবনে ইমাম আলী হাদী নফী ইবনে ইমাম মুহাম্মদ তফী আল মুলকাব থেকে জওয়াদ ইবনে হযরত ইমাম আলী রজা ইবনে হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের ইবনে হযরত ইমাম আলী আল মুলকাব থেকে জয়নুল আবেদীন ইবনে হযরত সাইয়েদ ইমাম হুসাইন ইবনে হযরত ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রাযি.)।

### তাঁর শুভজন্ম

তিনি হলেন, সরাসরি সাইয়েদ বংশীয় এতে কোন সন্দেহ নেই। মাতৃ-পিতৃ দু'দিক থেকেই তিনি সাইয়েদ ও হুসাইনী বংশীয়। তিনি ২৭ সফর

৬৩৬ হিজরীর শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এ জগতে আগমন করেন ।

## উপাধি ও আসল নাম

মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর প্রকৃত নাম হচ্ছে, মুহাম্মদ নিযাম উদ্দীন । তাঁর উপাধি হচ্ছে, যথাক্রমে সুলতানুল মাশায়িখ ও মাহবুবুবে ইলাহী ।

হযরত মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর অতিঅল্প বয়সে তাঁর পিতা হযরত খাজা সাইয়েদ আহমদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন । যখন তাঁর সম্মানিত পিতা দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এ সময় হযরত মাহবুবুবে ইলাহীর (রহ) বয়স হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর ।<sup>১</sup>

## তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর মা জননী তাঁকে মক্তবে পাঠালেন । সেখানে তিনি হযরত মাওলানা শাদী মাকরায়ী থেকে কুরআনের এক পারা পাঠ শেষ করেন এবং সেই এক পারার বরকতে তিনি একাই পূর্ণ কুরআন শেষ করেন ।<sup>২</sup>

এরপর তিনি কিতাব পাঠ শুরু করলেন । তিনি প্রসিদ্ধ কিতাব মুখতাসারুল কুদুরী হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন উসুলী (রহ.)-এর কাছ থেকে পড়া শেষ করেন । যখন সম্পূর্ণ কিতাব পাঠ শেষ হল তখন, হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন (রহ.) তরীকতের সকল আলেম, আউলিয়ার উপস্থিতিতে তাঁর হাতে রক্ষিত পাগড়ি হাতে নিয়ে বললেন, এস, আমার কাছে এস । এ দস্তারখানা আজ তোমার মাথায় বেঁধে ফেল । শিক্ষকের কথানুযায়ী তিনি দস্তার নিজ মাথায় বেঁধে নিলেন ।

হযরত সুলতানুল মাশায়িখ মাওলানা শামসুদ্দীন (রহ.) যিনি শামসুল মুলুক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে মকামাতে হারিরী অধ্যয়ন করলেন । হযরত মাওলানা শামসুল মুলুক আরবী সাহিত্য এবং অভিধানের ক্ষেত্রে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী । এজন্য শহরের অনেক বড় বড় আলেম ওনার হাতে শিক্ষা গ্রহণ করেন । তিনি সকল স্তরের জাহেরী ইলম যেমন- ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, কালাম, মাদানী, মানতিক, হিকমত, দর্শন, গণিত, প্রকৌশল, শব্দকোষ, আরবী সাহিত্য ও কিরআত পাঠেও বুৎপত্তি অর্জন

<sup>১</sup> সিররুল আরিফীন

<sup>২</sup> হাসান দেহলভী, ফওয়ায়িদুল ফওয়ায়িদ

করেন। সাত প্রকার কেরাতসহ তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করতে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তিনি দিল্লি পৌঁছে হযরত মাওলানা কামাল উদ্দীন মুহাদ্দেস সাহেব থেকে মশারিকুল আনওয়ার গ্রন্থের সনদ লাভ করেন।

তিনি স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর খিদমতে অযোধ্যায় হাজিরা দিয়ে ছয় পারা কুরআন শরীফ শিখেন এবং আরো তিনটি কিতাব পাঠ শেষ করেন।

বলা বাহুল্য তিনি জাহেরী ইলমে অত্যন্ত পাকাপোক্ত ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের স্বীকারোক্তি হিসাবে আলেমগণের মাঝে ‘নিয়াম উদ্দীন বাহাসে মাহফিল সেকন’ উপাধি নিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

## দিল্লি অবস্থান

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) জাহেরী ইলম শেষ করে ‘বদায়ুন’ থেকে হিজরত করে দিল্লিতে শুভাগমন করেন। যাওয়ার সময় তাঁর সম্মানিত মা-জননী এবং পরিবারের সকল সদস্য একসাথে সেখানে চলে যান। দিল্লিতে স্থায়ী নিবাস গড়ে তুললেন। দিল্লি পৌঁছেও হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কয়েক বছর পর্যন্ত বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন মুহাদ্দেস সাহেবের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইলমী ফয়েজ অর্জন করেন।

তিনি যখন দিল্লি অবস্থান করছিলেন তখন সেখানে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর ভাই এবং তদীয় খলীফা হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রহ.) যেখানে থাকেন তাঁর একদম কাছাকাছি একটি স্থানে ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থান নিলেন। দিল্লি আসার কিছুদিন পর এখানে তাঁর মা-জননী ইন্তেকাল করেন। এতে তিনি খুব বেশি শোকে ভেঙে পড়েন। তিনি সদা-সর্বদা হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রহ.)-এর সংস্পর্শে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতেন।

## ধ্যানমত্ত এক আত্মহারার সাক্ষাৎ লাভ

একদিন হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কুতবুল আকতাব হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মাযারে যিয়ারত করতে যান। সেখানে এক মজযুব তথা আত্মহারা ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পান। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) ওই ব্যক্তির কাছে দুআ চাইলেন, যাতে তিনি কাজীর পদ লাভ করতে পারেন। তখন ওই মজযুব ব্যক্তি বললেন, হে নিয়াম উদ্দীন! তুমি কি

কাজী হতে ইচ্ছা কর? আমি তোমাকে দেখছি, তুমি ধর্ম বিশারদ এক বাদশাহ। তুমি এমন স্তরে পৌঁছে যাবে, যেখান থেকে সকল বিশ্ববাসী তোমার কাছ থেকে ফয়েজ লাভ করে ধন্য হবে।

একদিন তিনি হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রহ.) থেকেও দুআপ্রার্থী হলেন, যাতে তিনি কাজীর পদ পেয়ে যান। হযরত মুতাওয়াক্কিল (রহ.) মাহবুবে ইলাহীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কখনো কাজী হতে পারবে না বরং একটা জিনিস আমি দেখছি তোমার মধ্যে, যা আমি ছাড়া আর কেউ জনে না।

**হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ**

**গঞ্জেশকর (রহ.) কর্তৃক অদৃশ্য বায়আত লাভ**

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর বয়স যখন সবেমাত্র বার, তখন তিনি বদায়ুনে অবস্থান করছিলেন এবং শব্দকোষ আয়ত্ত্বকরণে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। তথাকার একদিনের ঘটনা। হুযুরের সম্মানিত ওস্তাদ হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন উসূলীর কাছে মুলতান থেকে একজন ভদ্রলোক এলেন। ওই ব্যক্তির নাম ছিল আবু বকর খররাতা। তাঁকে অনেকে আবু বকর কাওয়ালও বলে থাকেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর শিক্ষক মহোদয় সেই আবু বকর কাওয়াল থেকে সেখানকার পীর মাশায়খ এবং আউলিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। ওই ব্যক্তি হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর বেশ সুনাম করলেন। তিনি বললেন, আমি ওনাকে আমার কাওয়ালীও শুনায়েছি। তাঁর ত্যাগ-তিতীক্ষা ধ্যান সাধনা বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর ক্রীতদাসগণের পর্যন্ত এমন অবস্থা যে, তাঁরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুধু যিকরে ইলাহীতে নিমজ্জিত থাকেন।

এসব কথা হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) শুনছিলেন। অতঃপর আবু বকর কাওয়াল অযোধ্যার বিখ্যাত সুফি সাধক হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর কথা শুরু করলেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, আমি ওনার পাক দরবারে হাজির হয়ে পূর্ণ একটি মাস কাটিয়েছি। তিনি রুহানী ফয়েযের মাধ্যমে আমার অন্ধকার অন্তরকে আলো বলমল করে দিয়েছেন। তিনি সকল মানুষের অন্তর জগৎকে আকর্ষণ করে রেখেছেন। তাঁর অনেক অনেক শিষ্য রয়েছেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর এ প্রশংসা শুনে তাঁর হাতে বায়আত

গ্রহণের জোর আকাক্ষা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং হযরত বাবা সাহেব (রহ.)-এর কদমবুচি করার প্রবলতর ইচ্ছার উদ্রেকে উদ্বিগ্ন সময় অতিবাহিত করছিলেন।

সেই অকৃত্রিম ভালোবাসা, বায়আতের উৎসাহ উদ্দীপনা, বিশ্বাসের স্রোতে দিন দিন কুলভাঙ্গা জোয়ারের মাঝে আন্দোলিত হচ্ছিল। তিনি আরাধ্য প্রেমিকের নাগাল না পেলেও শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ প্রতি নামায শেষে দশবার ‘শায়খ ফরীদ’ এবং দশবার ‘মাওলানা ফরীদ’ নামের স্মরণ আরম্ভ করে দিলেন। এ অদৃশ্য বাতেনী ভালোবাসাকে কারো রুখবার শক্তি নেই। ক্রমান্বয়ে এ ভালোবাসার কথা হৃয়ুরের বন্ধু মহলেও লুকানো রইলনা। তিনি হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর প্রেমে এমন পাগলপারা হয়ে গেলেন যে, পারস্পরিক কোন প্রতিজ্ঞার ব্যাপারেও হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর নামে কসম করা শুরু করলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যখন বদায়ুন থেকে দিল্লি অবস্থান করার জন্য রওয়ানা হচ্ছিলেন, তখন আয়ুজ নামক এক ব্যক্তিকে সাথী করে নিলেন। চলার পথে যখন কোথাও বিপদের আশংকা বা ভীত হতেন তখন ওই ব্যক্তি বেমালুম বলে ফেলতেন, ‘হে পীর সাহেব! আপনি হাজির থাকুন। আমি তো আপনার আশ্রয়ে চলেছি।’

হযরত মাহবুবে ইলাহী তাঁর একথা যখন শুনলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পীর সাহেবের নাম কি? কোথায় থাকেন ওনি? যার মাধ্যমে পানাহ চাচ্ছে? ওই ব্যক্তি উত্তর দিলেন, আমার পীর সাহেব তিনি, যিনি আপনার অন্তরকে আকৃষ্ট করে নিয়েছেন আর আপনাকে তাঁর পবিত্র প্রেমের পাগল বানিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন, খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)।

একথা শোনার পর হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর সততা এবং বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি হয়ে গেল। তিনি এমনিতেই দিল্লিতে হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রহ.)-এর দরবারে খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর গুনগান, সাবলীল চরিত্রের কথা শ্রবণান্তে তাঁর ভালোবাসা এবং কদমবুচির আগ্রহ দিন দিন আরো বর্ধিত হয়েছে। দিন-মাস অতিবাহিত হচ্ছিল, এভাবে তিনটি বছর কেটে গেল।

## জীবনে আশু পরিবর্তন

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) জামে মসজিদেই রজনী কাটিয়ে দিতেন। একদিন সকাল বেলা মুয়াজ্জিন মিনারে উঠে এ আযাতটুকু উচ্চস্বরে পাঠ করলেন,

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ ۝

‘কেন, মুমিনদের জন্য কি সে সময়টা আসেনি, তাঁদের অন্তরসমূহ মহান আল্লাহর যিকরে অবনত হয়ে যাবে?’<sup>১</sup>

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যখন এ আয়াত শুনতে পেলেন, তখন তাঁর মাঝে একটা প্রচণ্ড রকমের জোয়ার এসে গেল। তাঁর অবস্থা তড়িঘড়ি অন্য রকম রূপ নিল। দুনিয়ার সকল মায়া-মগ্নতা মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। যেন তাঁর অন্তরে দুনিয়ামূখী ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়া রইল না। দুনিয়ার সকল মায়াজাল ছিন্ন করে একাত্মচিন্তে নির্জনবাস যেন তাঁর জীবনের শান্তি-সুখের ঠিকানায় পরিণত হয়ে গেল।

### অযোধ্যার পথে যাত্রা

তিনি বায়আত গ্রহণের সদিচ্ছায় উৎফুল্ল ছিলেন সেজন্য কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই অযোধ্যার পথে রওয়ানা হলেন। হাঁসি স্থানে পৌঁছার পর হুয়ুরকে পরের কাফেলা চলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। কাফেলা একটু পরে চলে আসলে পুনঃযাত্রা আরম্ভ করলেন। কাফেলার যিনি সর্দার ছিলেন, তিনি যদি কোন ভীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হতেন, তখন যাত্রা স্থির করে বড় আওয়াজ করে বলতেন, হে হযরত পীর! আমাকে সাহায্য করতে এস। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কাফেলা সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পীর সাহেব কে, তুমি এমন করে ডাকছ সাহায্য করার জন্য? সেই লোকটি জবাব দিল, আমি যাকে ডাকছি, তিনিই আমার মুনীব খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)।

লোকটির এ কথা শুনে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) অন্তরের আস্থা আরো একধাপ বর্ধিত হল। অযোধ্যা যেতে পথে পড়ে রাস্তার তেমাথা। সেখান থেকে বেরিয়েছে দুটি রাস্তা। এক রাস্তা মুলতানের দিকে গেছে এবং অন্যটি অযোধ্যার দিকে। সেই তেমাথা রাস্তায় পৌঁছে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তিনদিন অবস্থান করেন। কখনো মুলতানের দিকে মন ছুটে যায় আবার কখনো অযোধ্যার দিকে। সৌভাগ্যবশত তৃতীয় রজনীতে হযরত মাহবুবে ইলাহী স্বপ্নযোগে সরকারে দু’আলম (সা.)-কে দেখতে পান। আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) বলছেন, হে নিয়াম উদ্দীন! তুমি অযোধ্যার পথে চল। সাথে সাথেই হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কোন পথসঙ্গী ব্যতীত ফরীদ-ফরীদ যিকর করতে করতে অযোধ্যার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:১৬

## খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর দরবারে

তিনি অনেক পথ-প্রান্তর পেরিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন গন্তব্যে ।  
রোজ বুধবার ১১ই রজব ৬৬৫ হিজরী সনে তিনি অযোধ্যা পৌঁছে যান । যোহর  
নামায শেষ করে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর  
দরবারে প্রবেশ করলেন । তিনি সেখানে পৌঁছার পর কদমবুচি সেরে নিলে  
হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর এ কবিতাটি পাঠ করলেন,

سے آتش فراغت دلہا کباب کردہ ☆ سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ

তোমার বিরহের অনলে হৃদয় খানা কাবাব বানিয়েছ

তোমার প্রেমের উর্মীমালায় মম-প্রাণটা বিকল করেছে ।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর মধ্যে এমন ভয়ের আধিক্য ছিল  
যে, পূর্ণভাবে কথাগুলো বলে শেষ না করতেই হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)  
এক হাত ডিঙিয়ে অন্তরের কথাটি এভাবে খুলে বললেন যে, আপনার কদমবুচি  
করার জন্য আমি অনেক আগে থেকেই পাগল হয়ে গেছি । হযরত খাজা ফরীদ  
উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) এ অবস্থা লক্ষ্য করে মুবারক জবানে বলে  
ফেললেন,

لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَةٌ

ফওয়ায়িদুল ফওয়ায়িদ এবং তারিখে ফেরেস্তায় হযরত মাহবুবে  
ইলাহী (রহ.)-এর নিজ বাণী এভাবেই ছবছ (ফারসি ভাষায়) তুলে ধরা হয়েছে  
যে, আমি যখন জনাব শায়খুল মশায়িখ, শায়খুল আলমের দরবারে উপস্থিত  
হই এবং হুযুর কেবলা (রহ.) আমার অন্তরে গোপন অভিযান পরিচালনা  
করছিলেন তখন হুযুর কেবলা স্বপ্রণোদিত হয়ে বলে উঠলেন, ‘শাবাস, খোশ  
আমদেদ । ইনশালাহ দীন-দুনিয়ার নেয়ামত লাভে সুশোভিত হবে ।’

## মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর বায়আত ও খিলাফত লাভ

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর ওই দিনই  
হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে সেই টুপিটা পরিয়ে দিলেন যা তিনি নিজেই  
বানিয়েছিলেন । টুপি ছাড়া অন্যান্য তাবারক্কাসমূহ যেমন- জুব্বা, জুতা,  
তাসবীহ, জায়নামায, লাঠি ইত্যাকার সব নিয়ম মারফিক হযরত মাহবুবে ইলাহী  
(রহ.)-কে সোপর্দ করলেন । অতঃপর হযরত বাবা সাহেব (রহ.) মাহবুবে  
ইলাহী (রহ.)-কে উদ্দেশ্যে করে বললেন, হে নিয়াম উদ্দীন! আমি ইচ্ছা  
করেছিলাম ভারতবর্ষে অন্য কাউকে ‘বেলায়তী’ পাওয়ার উৎসর্গ করবো ।

অথচ তুমি যে পথিমধ্যে আসার পথেই ছিলে, সেটা আমি আলৌকিক শক্তি বলে জেনেছি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আরও একটু অপেক্ষা কর, নিয়াম উদ্দীন বদায়ূনী ওই আসছে। তিনিই বেলায়তের মতো মর্যাদাবান পদের হকদার তাই তাঁকেই তা অর্পণ করতে হবে।

সে সময় হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র বিশ বছর। নিজ পীর-মুরশিদের নির্দেশ পেয়ে তিনি আযোধ্যায় থাকতে শুরু করলেন। তিনি একদিন নিজ পীর-মুরশিদের কাছে আরজ করলেন, আমাকে কি হুকুম করবেন? আপনি আমাকে নিজে জ্ঞান অর্জন করা এবং অন্যকে তা পড়ানোর নির্দেশ দেবেন? না-কি শুধু নফল নামায আদায় করার পথে ছেড়ে দেবেন? হযরত খাজা সাহেব (রহ.) বললেন, আমি কাউকে জ্ঞান অর্জন এবং অন্যকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পথকে নিষেধ করতে পারিনা বরং এটাও করবে, সেটাও চালু রাখবে। দরবেশগণের জন্য প্রয়োজনীয় ইলম থাকাই বাঞ্ছনীয়।

## বায়আতের শাজরা

মাহবুবে ইলাহীর বায়আতী শাজরা নিম্নরূপ: নিয়াম উদ্দীন তিনি হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ থেকে, তিনি হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী থেকে, তিনি হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী সনজরী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা ওসমান হারওয়ানী চিশতী (রহ.) থেকে তিনি হযরত হাজী শরীফ জিন্দানী চিশতী (রহ.) থেকে তিনি হযরত খাজা নাসির উদ্দীন আবু ইউসুফ মুহাম্মদ চিশতী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী চিশতী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা মমশাদ আলা দি-নুরী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত শায়খ আমিন উদ্দীন বহসীরাতুল বসরী (রহ.) থেকে তিনি হযরত শায়খ সদীউদ্দীন হুজাইফাতুল উমর আশী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা আবু ফজল ইবনে আয়াজ (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যাইদ (রহ.) থেকে তিনি হযরত হাসান বসরী (রহ.) থেকে, তিনি ইমামুল আউলিয়া সাইয়েদুনা হযরত আলী মুরতাদা (রাযি.) থেকে।

## পীর-মুরশিদের খিদমতে

তিনি নিজ পীর-মুরশিদের খিদমতে সাত মাস কয়েকদিন থাকার পর বাতেনী ফয়েজ এবং রুহানী জগতে উন্নতি সাধন করেন। তিনি দিল্লি চলে যাওয়ার পূর্বে হযরত খাজা সাহেব (রহ.) খাস জুব্বা যা তিনি হযরত খাজায়ে খাজেগানে চিশতী (রহ.) থেকে পেয়েছিলেন, সেটা পরিধান করিয়ে দিলেন।



একই দিন রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় তারিখ ৬৫৬ হিজরী সালে তাঁকে খিলাফতনামা প্রদান করলেন। খিলাফতী সনদ প্রদান শেষে হযরত পীর সাহেব (রহ.) এভাবে দু'আ করলেন,

أَسْعَدَكَ اللَّهُ فِي الدَّارَيْنِ وَرَزَقَكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا.

‘দু’জাহানে আল্লাহ পাক তোমাকে পূণ্যবান করুক। তোমাকে মানুষের উপকারে আসে এমন ইলম এবং আল্লাহর দরবারে কবুল হয় এমন আমল করার তাওফীক দিন।’

এ দু'আ করা শেষ হলে আরো বললেন, সাধনার পথে অনেক শ্রম প্রদান করবে। অতঃপর তিনি দিল্লি চলে যাওয়ার প্রাক্কালে পীর সাহেব বলে দিলেন, মাওলানা নিয়াম উদ্দীনকে আমি মহান আল্লাহর নির্দেশে ভারতবর্ষের ‘বেলায়ত’ দান করলাম। সেই রাজ্যকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিলাম এবং আজ আমি আমার নিজ সাজ্জাদানশীন বানিয়ে দিলাম।

খিলাফতী সনদ প্রদানের সময় হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (রহ.) বাৎলিয়ে দিলেন, এ খিলাফতী সনদখানা হাঁনছির হযরত মাওলানা জামাল উদ্দীন (রহ.) এবং দিল্লিতে কাজী মুস্তাখাব (রহ.)-কে অবশ্যই দেখাবে।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজ পীর-মুরশিদ থেকে বিদায় নেওয়ার পর হাঁনছি নগরীতে হযরত মাওলানা জামাল উদ্দীন (রহ.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর খিলাফতনামা দেখালেন। হযরত মাওলানা অনেক সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং সেই খিলাফতনামার উপরে নিজ হাতে নিচের কবিতাটি লিখে দিলেন:

☆ کہ گوہر سپردند گوہر شناس ہزاراں درود و ہزاراں سپاس

হাজার দরুদ আর শুরুর কুরবান

রতন যে করিবে যতন, তাঁকে সঁপেছে অমূল্য ধন।

## দিল্লি প্রত্যাবর্তন এবং সাধনায় আত্মনিয়োগ

অযোধ্যা থেকে দিল্লি প্রত্যাবর্তন শেষে সাজ্জাদানশীন ও গদীনশীন হিসাবে চিশতিয়া তরীকার মসনদে সমাসীন হলেন এবং আম জনতাকে তাবলীগে তরীকতের পথে হেদায়ত করতে লেগে গেলেন। তিনি ২৩ বছর ব্যাপী স্বীয় পীর সাহেব (রহ.) জীবিত থাকাকালীন সময়ে অযোধ্যায় হাজিরা দিয়েছেন। তাঁর পীর-মুরশিদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেও হযরত মাহবুবে

ইলাহী (রহ.) প্রায় সাত বার হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জশকর (রহ.)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সেখানে যান।

দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি নিজ পীর-মুরশিদের নির্দেশ মাফিক রিয়াজত মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি দুনিয়ার সকল চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মহান আল্লাহ জল্লা শানহুর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। জীবনের প্রতি দিনই তিনি রোজাব্রত পালন করতেন বলে জানা যায়।

### মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর অবস্থান পরিবর্তন

তিনি সবসময় মানুষ সমাজে বসবাস করাকে ইবাদত বন্দেগীর প্রকৃত অন্তরায় মনে করতেন। তিনি সর্বদা নির্জন-নিরিবিলি স্থানের সন্ধানে থাকতেন স্থিরচিন্তে মহান প্রভুর বন্দেগী করার জন্য। একদিন তিনি একটি বাগানে গিয়ে নির্জনে আশ্রয় নিলেন এবং দুআ করতে লাগলেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার পছন্দ হয় এমন স্থান ব্যতীত কোথাও থাকতে চাই না। যেখানে অবস্থান করা আমার জন্য মঙ্গলময়, সেটাই আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও।

তিনি দুআ শেষ করে এখনো আসন ত্যাগ করেননি, এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এসে গেল, তোমার জন্য অনুপম স্থান হচ্ছে, গিয়াসপুর। তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে গিয়াসপুর থাকতে লাগলেন। গিয়াসপুর একটি ছোট গ্রাম হলেও সেখানে কিছুদিনের মধ্যে আমির-ওমরা ও শহরের নেতৃস্থানীয়দের আনাগোনা এত বেড়ে গেল যে, তিনি গিয়াসপুরকে বাদ দিয়ে শহরে থাকার ইচ্ছা করলেন। কেননা সেখানে এত মানুষ জনের আনাগোনা না থাকতে পারে।

হঠাৎ তাঁর সাথে এক সুন্দর যুবকের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। যুবকটি ছয়ুরের কাছে গিয়ে নিচের কবিতাটি পাঠ করতে আরম্ভ করল।

سے آں روز کہ مہ شدی نمی دانستی ☆ کہ انگشت نمائی عالمی خواہی شدی

سے امروز کہ زلفت دل غلطے بر بود ☆ در گوشہ نشنت نمی دارد سود

কবে যে, চন্দের রূপান্তর হলো নিজেই অবগত নয়

একটু খানি অঙ্গুলী সংকেতে ধরাবাসী উপকৃত হয়।

আজকে তুমি মানুষের অন্তর করে নিলে জয়

তাঁদের ত্যাগে নির্জনা বাস, সে কি করে হয়।

সারকথা হল, (যুবকটি বলেছে) এটা কেমন শক্তি এবং সাহসিকতা, মানুষকে পরিত্যাগ করে কোণ থেকে কোণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? একথা শুনে

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজ মতামতকে পাল্টিয়ে ফেললেন এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি গিয়াসপুরে যথারীতি অবস্থান করবেন। তিনি বাকী বয়সটুকু এখানেই অতিবাহিত করেছিলেন। সুলতান জিয়াউদ্দীন উকিল ইমাদুল মূলক নিজে সেখানে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন।<sup>১</sup>

## জীবনের শেষান্ত এবং তাবাররুক বিতরণ

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) জীবনের শেষ দিকে এসে খানা-পিনা একদম ছেড়ে দিয়েছিলেন বললেই চলে। এমনকি এ ধরাধম থেকে শেষ বিদায়ের চল্লিশ দিন আগে থেকে দুনিয়ার কোন খাওয়া-দাওয়াই গ্রহণ করেননি। একদিন না চাইলেও কিছু বোল হুযুরের সামনে পেশ করা হলেও তা তিনি মুখে নেবেন না বলে জানিয়ে দেন এবং বলেন, যার সাথে সাইয়িদুল কওনাইন (সা.)-এর সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক, তার আবার দুনিয়ার খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ কেন?

তিনি একই নামায বার বার আদায় করতেন, আর জিজ্ঞাসা করতেন আমি কি নামায পড়েছি অথবা পড়িনি? তিনি সারাক্ষণ সেজদায় গিয়ে কাঁদতে থাকতেন এবং এ চরণটা বারংবার পড়তেন, আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি। তিনি ঘরে সম্মল বলতে কিছুই রেখে যাননি। পরিবারের সবাইকে নির্দেশ দিলেন, ঘরে কিছুই রেখ না, যা আছে সবটাই ফকিরদেরকে দিয়ে দাও।<sup>২</sup>

দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণের সময় যখন প্রায় নিকটবর্তী, তখন তিনি একটি খাস জায়নামায, আমামা (পাগড়ি) এবং জুব্বা হযরত মাওলানা বুরহান উদ্দীন গরীব (রহ.)-কে দিয়ে দিলেন। বললেন, দক্ষিণ দিকে চলে যাও। অপর এক পাগড়ি ও জুব্বা, পেশ মুসল্লা হযরত শায়খ ইয়াকুব (রহ.)-কে প্রদান পূর্বক বললেন গুজরাটের দিকে চলে যাও। অপর পাগড়ি, জুব্বা এবং জায়নামায হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহয়া সাহেব (রহ.)-কে শেষ বারের মত দান করে দিলেন।

হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) ওই দিবসে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও তাঁকে হুযুর (রহ.) কিছুই দিলেন না। এতে সবাই আশ্চর্যবোধ করলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বুধবার যুহর নামায শেষান্তে হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.)-কে ডেকে পাঠালেন।

<sup>১</sup> (ক) আল-কিরমানী, *সিয়ারুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ শুয়ুখিল চিশতিয়া*; (খ) *রওয়াতুল আকতাব*

<sup>২</sup> ফেরেস্তা, *তারীখে ফেরেস্তা*

তাকে লাঠি, পেশ মুসল্লা, তসবীহ, জুতা ও জুব্বা মুবারক দিয়ে দিলেন। হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.) প্রদত্ত যে তাবরুকগুলো অবশিষ্ট ছিল সবই সর্বান্তকরণে সোপর্দ করে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে দিল্লিতে অবস্থান করে সকল লোকজনের বাল্য-মুসিবত সহ্য করতে হবে।

### মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর ওফাত

তিনি চার মাস অল্প কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ১৮ রবিউস সানী ৭২৫ হিজরী বুধবার সূর্যোদয়ের পর মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে সকল ভক্তকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন শায়খুল ইসলাম হযরত রুকনুদ্দীন মুলতানী (রহ.)। যখন তাঁর জানাযা মুবারক নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন প্রসিদ্ধ কাওয়াল শেখ সাদী (রহ.)-এর গয়ল গাওয়া আরম্ভ করেছিলেন। যার প্রথম পঙক্তি নিম্নরূপ:

سرو سيارا بصحراى روى ☆ ليک بد عهدى که بے مای روى

سے اے تماشہ گاہ عالم روئے تو ☆ تو کجا بہر تماشہ می روى

উন্মত্ত ভবঘুরেদের নিয়ে যাচ্ছে মরুদ্যান

আমাদের ত্যাজি ঘর বুনবে স্বীয় ভুবনে?

কাওয়াল যখন নিচের পঙক্তিতেও পৌছেন:

তুমি তো মর্ত্যে এক তামাশা ভুবন

অপর তামাশা তোমার কিবা প্রয়োজন?

হযরত মাহবুবে ইলাহীর শবদেহে রীতিমত প্রাণ এসে গেল এবং স্বয়ং জানাযা মুবারকেও উন্মত্ততার লক্ষণ অবস্থা সরাসরি প্রকাশিত হয়েছিল, যা দেখে হযরত মাওলানা রুকনুদ্দীন মুলতানী (রহ.) সেই সেমা পাঠকারীর সেমাকে বন্ধ করে দিলেন। সুবহানল্লাহ!

এটাও প্রকাশ আছে যে, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) শায়িত খাট থেকে স্বয়ং হস্ত মুবারক প্রসারিত করে বলতে লাগলেন, আমি তো যাচ্ছি না। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর প্রধান খলীফা এবং গদীনশীন হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) তখন আরজ করলেন,

شیخا شینا باش دست درکش قدم سید در میان است۔

একথা শুনে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজ প্রসারিত হস্ত মুবারক যথাস্থানে ফিরিয়ে নিলেন।

তাঁর মাযার গিয়াসপুর (দিল্লির নিকটে যার নাম বর্তমানে নিয়াম উদ্দীন হিসেবে প্রসিদ্ধ) শোভা বর্ধন করছে। তাঁর বার্ষিক ইসাল মুবারক সেখানে ফি-বছর অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উদযাপিত হয়।

### মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর খলীফাগণ

হযরত শায়খ নাসির উদ্দীন মাহবুবে চেরাগে দেহলভী (রহ.) তাঁর প্রধান খলীফা এবং গদীনশীন। হযুরের নির্বাচিত খলীফাগণ হচ্ছেন: হযরত আমীর খসরু (রহ.), হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া (রহ.), হযরত শায়খ কুতব উদ্দীন মুনাওয়ার (রহ.), হযরত মাওলানা হেসাম উদ্দীন মুলতানী (রহ.), হযরত খাজা আবু বকর মন্দাহ (রহ.), হযরত মাওলানা শিহাব উদ্দীন ইমাম (রহ.), হযরত মীর হাসান ইবনে আলা এ সনজরী (রহ.), হযরত মাওলানা বুরহান উদ্দীন গরীব (রহ.), হযরত মাওলানা ওয়াজীহ উদ্দীন খুলাকড়ি উরফে সন্দেরী (রহ.), হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন নেইলী (রহ.), হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন মরুজী (রহ.), হযরত মাওলানা ফসীহ উদ্দীন (রহ.), হযরত খাজা মুয়াইয়েদ উদ্দীন (রহ.), হযরত মাওলানা করীম উদ্দীন সমরকন্দী (রহ.), মাওলানা জিয়াউদ্দীন বরনী (রহ.), হযরত মাওলানা কাজী মহীউদ্দীন কা'শানী (রহ.) প্রমুখ।

### চরিত্র ও পীর-মুরশিদের ভালোবাসা

তিনি জীবনে কোন বিয়ে করেননি। পুরো জীবনটাই মহান আল্লাহ পাকের ধ্যান ও সাধনায় অতিবাহিত করেছেন। স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর সাথে তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। তাঁর সততা-নিষ্ঠা, আনুগত্য, নিষ্কলুষ ভক্তির জন্য তিনিই একমাত্র উদাহরণ এবং একারণেই তিনি স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (রহ.) থেকে অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অন্তরে নিজ পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে ইখলাস এবং অকৃত্রিম বিশ্বাস দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। এজন্য তাঁর পীর-মুরশিদ সব সময় বলতেন,... কিন্তু মাওলানা নিয়াম উদ্দীন যেদিন থেকে আমার দরবারে এসে বায়আত গ্রহণ করেছে আমি কখনো তাঁর মধ্যে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠায় মধ্যে কমতি দেখিনি।

একবার তাঁর পীর-মুরশিদ লোকদেরকে বলছেন, মুরীদ এবং সন্তানদের এমন অকৃত্রিম সততার অধিকারী হওয়া দরকার যেমন নিয়াম উদ্দীন। একদিন হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁর পীর-মুরশিদকে পত্র যোগে চারটি স্তবক কবিতা লিখে পাঠান। এটা পাঠ করেই হযরত পীর সাহেব

(রহ.)-এর প্রতি তাঁর নিষ্কলুষ ভালোবাসা এবং আস্থার পরিধি অনুধাবণ করা যায় ।

কিছুদিন পর তিনি হযরত পীর-মুরশিদের দরবারে উপস্থিত হলে, ওই চার পঙক্তি পুনঃপাঠ করার নির্দেশ করলেন । হযরত মাহবুব ইলাহী (রহ.) ওই চার পঙক্তি পীর সাহেবের সামনে পাঠ করলে, হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদের (রহ.) মাঝে এমন প্রেমের জোয়ার বয়ে গেল যে, তিনি প্রেমের আলিঙ্গনে এমন আন্দোলিত হয়ে গেলেন । সেই চার পঙক্তি ছিল নিম্নরূপ:

زَانِ رَوْنِیْ كِه بِنْدَه تُو دَانَنْدَمِرَا ☆ بَر مَرْدَمِکِ دِیدَه نَشَانْدَمِرَا  
لُطْفِ وَ كَرَمَتِ زَغَايَةِ فَرْمُودَه اسْت ☆ وَ رَنْدِ مَنْ كِیْمِ وَ خَلْقِ چِه دَانَنْدَمِرَا

তুমি যেভাবেই মোরে গ্রহণ কর হে মাবুদ  
তাতেই তোমার বীরত্বমণ্ডিত দয়াদ্রতা আছে ।  
তোমার অপার কৃপা দান করেছ মোরে  
এ অধমকে আমজনতা শক্তিমান স্মরে ।

### শানে মাহবুবী (রহ.)

অলীয়ে কামেলগণ যখন কুতবীয়ত এবং নিঃসঙ্গতার স্তর পার হয়ে প্রেমিকের দরজায় পৌছাতে পারে তখন তাঁর মাঝে মহান আল্লাহর লুকায়িত রহস্যাবলি প্রকাশ পেতে থাকে । তখন তাঁর ইচ্ছাই মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হয়ে যায় ।<sup>১</sup>

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) সেই পরম আরাধ্য গাওসিয়ত এবং নির্জনতার স্তরকে ডিঙ্গিয়ে সুদূর একনিষ্ঠ মাহবুবের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন ।<sup>২</sup>

### হাদিয়া প্রাপ্তি

এক দিনের ঘটনা । হুযুরের ঘরে আটা রান্না হচ্ছিল এমন সময় বহু তালিযুক্ত একটা ফকীর এসে বললেন, যা কিছু রান্না করা আছে, সামনে আনুন । মাহবুবে ইলাহী (রহ.) হাড়িতে যে গরম যব রান্না হচ্ছিল তা পাতিল সহ তাঁকে এনে দিলেন । ফকীরটি কারো জন্য অপেক্ষা না করে একাই খেতে লাগলেন । খাওয়া শেষ হলে পাতিলটি মাটিতে সজোরে, ছুড়ে মারলেন । অতঃপর হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মাওলানা নিয়াম উদ্দীন!

<sup>১</sup> আল-কিরমানী, *সিয়ারুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ শুযুখিল চিশতিয়া*

<sup>২</sup> বাহরুল মায়ানী

তোমাকে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) সমুদয় বাতেনী জ্ঞান দিয়ে ধন্য করেছেন। আমি তোমার দরিদ্রতার চিহ্ন পাতিলটি ভেঙে দিয়ে যাচ্ছি। সে দিন থেকে চতুর্দিক থেকে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর আস্তানায় এমনভাবে হাদিয়া আসতে শুরু করল যা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই ফকীর এসে যেন দরিদ্রতাকে ঝেটিয়ে তাড়িয়ে দিলেন এবং হাদিয়া-তোহফার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়ে গেলেন।

### লঙ্গরখানার যাত্রা ও দুনিয়ার প্রতিহিংসা

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পীর-মুরশিদ খাজা গঞ্জেশকর (রহ.) তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন, আল্লাহ চাহেন তো, প্রতিদিন সত্তর মন লবণ শুধু তোমার রান্না-বান্নায় খরচ হোক।<sup>১</sup>

পরবর্তীতে তাঁর পীর-মুরশিদের সেই দুআ আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন। সত্যি, তাঁর বাবুর্চিখানার জন্য ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিন সত্তর মন লবণ ব্যয় হত এবং সত্তর উট পিয়াজ, রসুনের চামড়া মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর রান্নাঘর থেকে বের করত এমন দিনও যেত। তিনি দুনিয়া প্রীতি এবং দুনিয়া খোরদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতেন। অথচ তৎকালীন বাদশাহ পর্যন্ত তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

### তাঁর উদার হস্তে দান-খয়রাত

তিনি এমনভাবে দান করতেন, যা কিছু চতুর্দিক থেকে আসতো সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বেই সব দান-খয়রাত করে ফেলতেন।

একবার গিয়াসপুরের পল্লীতে আগুন লেগে বহু ঘর-বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। তিনি এতে অন্তরে খুব কষ্ট অনুভব করছিলেন। অবশেষে খাজা ইকবালকে নির্দেশ দিলেন, যাদের ঘর বাড়ি জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য দু'ডেক্সি রান্না করা খাবার, পানি ভর্তি দুটি কলসি এবং দুটি করে টাকা পাঠিয়ে দাও। খাজা ইকবাল নির্দেশ পালন করলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে অনেক মানুষ প্রতিপালিত হত। অনেক ছাত্র ও কুরআনে হাফিজগণকে ভাতা প্রদান করা হত। হযুরের এ দান-দক্ষিণা লক্ষ্য করে খোদ রাজা-বাদশাহগণ আশ্চর্য বোধ করতেন।

---

<sup>১</sup> তায়কিরাতুল আতকিয়া

## তাঁর সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্ব ও বুয়ুর্গি

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে একবার আল্লাহর প্রিয় হাবীব সরওয়ারে কায়েনাতে (সা.) স্বপ্ন যোগে বলছেন, তুমি বিশ্ব সেরা ফকীর ও মিসকীনদের মধ্যে হবে।

একবার হযরত মাওলানা ওয়াজীহ উদ্দীন পায়েলীর (রহ.) কিছু সমস্যা হযরত খিযির (আ.) কর্তৃক সমাধানে পৌঁছেছিল। পরে তিনি হযরত খিযির (আ.) থেকে জানতে চাইলেন, আমি যদি আগামীতে এরকম কোন সমস্যায় অবতীর্ণ হই তবে, আপনাকে কোথায় গেলে সাক্ষাৎ পাব? হযরত খিযির (আ.) জানালেন, হযরত মাহবুবে ইলাহী খাজা নিয়াম উদ্দীন (রহ.)-এর পাশ্চালায় আমার দেখা পাবে।

একবার খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী সনজরীর (রহ.) সাথে এক গায়বী দরবেশের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। সেখান থেকে একজন হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর কাছে আরজ করলেন, হে খাজা! তুমি তো দুনিয়ার জমিনে এক হুন্সুল লাগিয়ে দিলে। খাজা গরীবের নওয়ায (রহ.) একথা শুনে অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, কি ‘আমি’? সেই আবদালটি বললেন, না।

আবার প্রশ্ন করা হল, তবে কি ‘কুতব উদ্দীন’? আবদাল আবরো জানালেন, না।

হযরত খাজা গরীবের নওয়ায আবারও প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি, ‘ফরীদ উদ্দীন মাসউদ’? আবদাল সাফ জানিয়ে দিলেন, না।

হযরত খাজা সাহেব (রহ.) পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কি, ‘নিয়াম উদ্দীনের কথাই বলছেন? আবদাল হুঁচু চিত্তে জবাব দিলেন, জী-হ্যাঁ, তিনিই।

তখন হযরত খাজা সাহেব (রহ.) বললেন, তিনি তো আমার কাছে চতুর্থ ক্রমিকে স্থান পেয়েছেন।

আবদাল শেষ পর্যন্ত খুলে বললেন, আপনার বংশধরগণের মধ্যেও যদি কারো উল্লেখ আসে তাহলে সবই তো আপনার সূত্র ধরে অগ্রসর হবে।

## তাঁর ইবাদত-বন্দেগী

তিনি রাতে নিজ হুজরায় একাই অবস্থান করতেন। হুজরায় প্রবেশ করার কারো অনুমতি নিষিদ্ধ ছিল। হুজরার দরজায় কপাট আটকানো থাকত। সকালে তিনি যখন হুজরা ত্যাগ করতেন চেহারায় অর্পূব নূরানী ঝলক দেখা



যেত । সারা রাত্রি বিনিদ কাটানোর কারণে দু'নয়ন টুকটুকে লাল হয়ে যেত ।  
হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর কবিতায় তাঁর প্রমাণ মিলে:

توشبانه می نمائی بیرے کہ بودی ایشب ☆ کہ ہنوز چشم مست اثر خمار دارد

তুমি তো নবীণ, বয়োবদ্ধ হলে কি এ নিশীতে  
আজো দৃশ্যমান নেশার মত্ততা তোমা ধমনীতে ।

### তাঁর শিক্ষানুরাগিতা

তিনি স্বীয় পীর-মুরশিদের মজলিসের শানদার অবস্থানগুলো সযত্নে  
লিপিবদ্ধ করতেন । যার সমষ্টি তিনি রাহাতুল কুলুব নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ  
করেন । এতে তিনি নিজ পীর সাহেব (রহ.)-এর যাবতীয় কথাসমূহ  
বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছেন । সে গ্রন্থখানায় কিছু সংখ্যক  
কবিতা ছিল নিম্নরূপ:

صبا بسوئے مدینہ روکن ازین دعا سلام بر خوان

بگردشاه مدینہ گردو صد تضرع پیام بر خوان

باب رحمت گہے گزار کن بہ باب جبریل گہے حسین سا

سلام ربی علی نبی گہے بہ باب سلام بر خوان

بشوز من صورت مثالی نماز بگذار اندر آن جا

بہ لحن خوش صورتہ محمد تمام اندر قیام بر خوان

بند بچندیں ادرب طرازی سر ارادت بخاک آن کو

صلوہ وافر بہ روح پاک جناب خیر الانام بر خوان

صلوہ وافر بہ روح پاک جناب خیر الانام بر خوان

بہ لحن داود ہم نوا شوبہ نالہ دُرد آشنا شو

بہ بزم پیغمبر ایں غزل راز عبدعاجز نظام بر خوان

প্রত্যুষে মুক্ত হাওয়া! মদীনা নিয়ে যাও মম সালামখানা  
গর্বিত মদীনার গলিতে পৌছে দাও মোর পয়গামখানা ।

যাও ‘বাবে রহমতে’ কভু যেও ‘বাবে জিবরাইল’  
 নবীর সালামখানা দিয়ে এসো ‘সালাম’ মনজিলে ।  
 এ পূত ভূমে স্থির চিত্তে সালাত আদায় করো  
 মধুর সুরে সূরায়ে মুহাম্মদ সমেত কিরআত পড়ো ।  
 পৃণ্য ভূমিতে শায়ীত সত্ত্বাকে শশ্রদ্ধ সম্মান জানাও  
 সুমহান আত্মার প্রতি যথাসাধ্য দরুদ পাঠাও ।  
 দাউদের মতো সুললিত কণ্ঠে, অসহায়ের কাকুতি বিজড়িতে  
 এ অধমের নিবেদিত গয়লটুকু পৌছে দিও, নবী জলসাতে ।

## তাঁর শিক্ষা

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে, মহান প্রভুর গোপন ইশারার ওপর ভিত্তি করে । এটা এমন অদৃশ্য মনিকাঞ্চন যা অমূল্য । নিম্নে তাঁর কিছু সংখ্যক মজলিসের অবস্থা তুলে ধরা হল:

**দুনিয়া বিমুখতা:** ফওয়ায়িদুল ফওয়ায়িদ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা অত্যন্ত জরুরি এবং দুনিয়ার লোভ-লালসামুখী না হওয়া চাই, অতি লোভ ও যৌবন তাড়িত হওয়া পরিহার করতে হবে ।

অন্য একটি মজলিসে তিনি আরো বলেছেন, কেউ যদি দিবসে রোজাব্রত পালন করে, সারা রাত জাগ্রত থাকে এবং হজ্জও করে তবুও তাঁর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তাঁর অন্তরে দুনিয়ার মোহ থাকতে পারবে না ।

**পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত:** হযরত মাহবুবে ইলাহী খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.) বলেন, যে আয়াতে করীমা পাঠ করলে পাঠকের বেশি আনন্দ লাগে সেই আয়াতটুকু বার বার পাঠ করবে । তিলাওয়াত এবং শ্রবণ করার মধ্যে যে উপকারিতা অর্জন করা যায় তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । প্রফুল্লতার উপস্থিতি এবং গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া । সেটা ত্রিভুবন অর্থাৎ তিন জগৎ । ফেরেস্তুকুল থেকে এবং মহান আল্লাহর দুর্জয় শক্তি মালাক, মালাকুত ও জাবরুত থেকে । সেটা আবার তিন স্তর থেকে । একটি হচ্ছে, সকল রুহ থেকে, সকল কলব থেকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেই নির্গত হয় । ফেরেস্তুগণের নূর থেকে সকল রুহের ওপর । খোদায়ী শক্তি থেকে কলবগুলোতে এবং সৃষ্টির সকল রহস্য থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর ।

**দান-খয়রাত:** সদকা সম্পর্কে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেছেন, সদকায় যদি পাঁচটি শর্ত উপস্থিত থাকে তাহলে, তা দ্বারা নিশ্চিত উপকারের

আশা করা যায়। দুটি হচ্ছে, দান করার পূর্বে, দুটি দান করার সময় এবং শেষটি দান করার পর। সদকা করার পূর্বের দুটি শর্ত হচ্ছে, যা কিছু অন্যকে দেবে তা হালাল উপার্জন হতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, যাকে প্রদান করা হবে সে যেন একজন মুমিন নেককার বান্দা হয়। সেই সদকা সে হালাল পথে নিশ্চয় ব্যয় করবে। সদকা দেওয়ার প্রাক্কালে দুটি শর্ত হচ্ছে, যা দেবে তা হাসি-খুসি মন খুলে দিয়ে দেবে এবং প্রকাশ্যে এসব কাউকে না দিয়ে গোপনে বিলি করবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, যাকে দিয়ে দেবে কখনো তাঁর নামও কারো কাছে উচ্চারণ করতে পারবে না বরঞ্চ কাকে দেয়া হল তা একদম ভুলে যাবে।

**ধৈর্য ও সন্তুষ্টি:** ধৈর্য এবং সন্তুষ্টি সম্পর্কে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, ধৈর্য তাকেই বলা হয়, যখন কথা শুনতে মন চায়না এমন কথা শুনে ফেললেও আপত্তি না করা। সন্তুষ্টি বলা হয়, কোন মুসিবত আসলেও অসন্তুষ্টি হবেনা। মনে করতে হবে কই আমার ওপর কোন মুসিবতই অর্পিত হয়নি।

**মহান আল্লাহতে ভরসা করা:** মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করার ব্যাপারে তিনি বলেন, তাওয়াঙ্কুলের তিনটি পর্যায় থাকতে পারে। প্রথমত কোন ব্যক্তি কারো কাছে কিছু পাবে এজন্য সে একজন উকিল সাক্ষী রাখবে। সেই উকিল দ্বিতীয় ব্যক্তির বন্ধু হতে হবে এবং জ্ঞানী হতে হবে, নির্দোষ হতে হবে। এমন উকিল হওয়া চাই, যেন দাবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হবে, আমার আস্থাভাজন হতে হবে। এদিকে সে ভরসাকারীও হবেন আবার প্রশ্নকারীও হবেন। এটা হচ্ছে, ভরসাকারীর ব্যাপারে প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় তাওয়াঙ্কুল হতে হবে, একটি দুধপান করছে মায়ের কোল থেকে এমন ছোট বাচ্চা হতে হবে। তার ওপর ভরসা করা যাবে। তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা কোন রকমের। বাচ্চা এমন কখনো দাবি রাখবেনা যে, আমাকে অমুক অমুক সময়ে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। সে শুধু কান্নাই করবে। কিন্তু সে জানেনা প্রতিবাদ করতে এবং সে মুখ খুলে এটাও বলতে পারছেনা যে, আমাকে দুধ পান করাও। তা একমাত্র সম্বল হচ্ছে, মায়ের ওপরই পূর্ণ তাওয়াঙ্কুল নিয়ে বেঁচে থাকা।

তওয়াঙ্কুলের তৃতীয় স্তর হচ্ছে, যেমন মূর্দাকে গোসল দানকারীর হাত। মূর্দা সে-তো কোন প্রকার নড়াচড়াও করছে না কিংবা কোন প্রকার প্রশ্নই করছে না। গোসল দানকারী যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই নড়াচড়া করছে এবং ধোয়ে যাচ্ছে। এটাই ধৈর্য এবং ভরসার একমাত্র চরিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## ইবাদতের প্রকারভেদ

তিনি বলেন, ইবাদত যা অবশ্যই পালনীয় এবং অপরের ওপর ক্রিয়াশীল। অবশ্যই পালনীয় ইবাদত হচ্ছে, যার উপকারিতা শুধু পালনকারীই ভোগ করবে। যেমন, নামায, রোজা, হজ্জ, দরুদ পাঠ, তসবীহ পাঠ ইত্যাদি।

অপরের ওপর ক্রিয়াশীল ইবাদত যার দ্বারা অন্যরাও উপকৃত হতে পারে। যেমন— একাত্বতা, ভালোবাসা, অন্যকে দয়া করা ইত্যাদি। এটাকে ‘মুতাআদী’ এজন্যই বলা হয়, তার পূণ্যের কোন সীমা থাকেনা। অবশ্যই কর্তব্য কেন্দ্রিক ইবাদতে খালেস নিয়ত শর্তযুক্ত। না হলে কবুল হওয়ার আশা নেই। ‘মুতাআদী’ বা দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত যে কোন অবস্থায় করা হোক না কেন, সাওয়াব থেকে বিফল যায়না।

## দুআর পদ্ধতি

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, দুআ করার প্রাক্কালে কৃত গোনাহের স্মরণ অন্তরে হাজির থাকতে হবে। কোন পাপ না করে থাকলে ইবাদতের উদ্দেশ্যকে সামনে আনা দরকার। তবুও যদি দুআ কবুল না হয় তবে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দুআ করার সময় যদি কৃত গোনাহের কথা স্মরণ করা হয় তাহলে গোনাহের মাত্রা কমে আসতে থাকবে। দুআ করার সময় মহান জালা-জালালুল্লহর দয়ার ওপর প্রগাঢ় আস্থাশীল হতে হবে। এটা দৃঢ় আশাবাদী হতে হবে যে, আমার দুআ আজকে অবশ্যই কবুল হবে ইনশাআহ।

তিনি এটাও বলেছেন যে, দুআ করার সময় দু’হাত খুলে প্রসারিত করে রাখা চাই এবং বুক বরাবর আসা দরকার। এভাবে আরো বলেছেন তিনি, দু’হাতের মাঝখানে ফাঁক থাকতে পারবেনা এবং খুব বেশি উপরেও উঠানো যাবেনা। এভাবে ভাব ধারণ করতে হবে যে, এখনই তুমি কিছু পেয়ে যাবে এ মুহূর্তে।

## আল্লাহর ধ্যানে থাকা এবং রিয়কের প্রকারভেদ

মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকার ব্যাপারে তিনি বলেন, সর্বদা মহান স্রষ্টার ধ্যানে নিমজ্জিত থাকাই হচ্ছে, কাজের কাজ। এছাড়া অপরাপর যা কিছু বিদ্যমান সবটাই মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের ধ্যানে রত থাকার পথে পর্বত সমান অন্তরায়। তিনি বলেন, হযরত মাশায়িখের অভিমত হচ্ছে, রিয়ক চার প্রকার: (১) বিষয়ভিত্তিক রিয়ক, (২) বণ্টনকৃত রিয়ক, (৩) কবজাকৃত রিয়ক ও (৪) প্রতিশ্রুত রিয়ক।

বিষয়ভিত্তিক রিয়ক হলো যা মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক খাওয়া-পানাহার ইত্যাদির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলতে গেলে সেসব রিয়কের জামিনদার হচ্ছেন, স্বয়ং ওয়াহদাহ্ লা-শরীকা লাহ্।

বণ্টনকৃত রিয়ক হচ্ছে, যা অদৃষ্টে পূর্ব থেকেই লিখিত হয়ে গেছে এবং লওহে মাহফুজে চিরদিনের জন্য লিখিত হয়ে গেছে।

কবজাকৃত রিয়ক বলা হয়, যা তিলে তিলে জমা করা হয়েছে। যেমন, টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

প্রতিশ্রুত রিয়ক বলা হয়, যে রিয়কের ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন নেককার বান্দাগণের সাথে করেছেন।

### পারস্পরিক আচরণ

পারস্পরিক আচরণের ব্যাপারে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, লোকজন পরস্পরের মধ্যে তিন ধরনের আচরণ করে।

**প্রথমত:** সেই ব্যক্তি যে কারো উপকারও করেনা, ক্ষতিও করেনা। সে যেন প্রাণহীন জড়বস্তুর ন্যায়।

**দ্বিতীয়ত:** সসব লোক যারা মানুষের উপকারে আসে এবং অপকার করে না।

**তৃতীয়ত:** যারা এদের থেকেও উত্তম। অর্থাৎ যারা মানুষের উপকারে এগিয়ে আসে। যদি নাও আসে তবুও অন্যের ক্ষতির কারণে তার প্রতিশোধ নেয় না, সহ্য করে জীবন কাটায়। এটাই হচ্ছে, আল্লাহর বন্ধুগণের কাজ।

### সেমা সম্পর্কে তাঁর অভিমত

যখন কয়েকটা উপাদান পাওয়া যাবে তখনই সেমা শুনা যাবে। সেগুলি হচ্ছে, শ্রবণকারীকে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং পুরুষ হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং মহিলাদের তা শুনতে নিষেধ আছে। যেসব সেমা-গযল গাইবে ঐগুলো ফাহেশা বিবর্জিত এবং অনর্থক হতে পারবেনা। যে সেমা শুনবে তাঁকে মহান আল্লাহর প্রেমিক হতে হবে এবং সে পরিবেশে অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্য থাকতে পারবে না।

সেমার মধ্যে শুধু ব্যবহৃত হতে পারবে, সেমার অনুসঙ্গ: সেতার। জাতীয় বাদ্য, বেহালা ইত্যাদি। তিনি এটাও বলেছেন যে, ‘সেমা’ হচ্ছে একটি সুরের মিশ্রণ। এটা হারাম হতে পারেনা। এর দ্বারা অন্তরে অনুভূতি-নড়াচড়া আরম্ভ হয়। সেটা যদি খোদা প্রেমের অনুভূতি হয় তাহলে ‘সেমা’ মুস্তাহাব।

যদি খোদা প্রেম ছাড়া সেমা থেকে অন্য কোন উপকারের আশা করা যায় তাহলে ‘সেমা’ বিলকুল হারাম ।

## তাঁর স্মরণীয় কিছু বাণী

হযরত মাহবুবের ইলাহী (রহ.)-এর স্মরণীয় বাণীসমূহ নিম্নরূপ:

- সর্বোত্তম জ্ঞান হচ্ছে, দুনিয়াকে দূরে ছুড়ে মারা ।
- দরবেশগণের উচিৎ হল, তাঁরা আনন্দে পড়ে উৎফুল্ল হবেনা এবং দুঃখ-কষ্টে পড়ে মর্মান্বিত হবে না ।
- যখন একবার পেট পুরে খেতে পারবে তখন আর কোন খাদ্য এর মধ্যে খাবে না । কিন্তু দু’জন ব্যক্তি তবুও খেতে পারবে যে কোথাও মেহমান হিসাবে কোথাও যাবে এবং দাওয়াত কারীর সম্ভষ্টির জন্য সামান্য কিছু খাবার গ্রহণ করতে দোষণীয় কিছুই নেই । অপর ব্যক্তি হচ্ছে, যে সর্বদা রোজা রাখে । সেহরী খাওয়ার সময় হয়তো কোন কারণে বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে । তখন দ্বিতীয় খানা খেয়ে একসাথে সেহরীর নিয়তে ঘুমানো যাবে ।

মানুষ যখন বিদ্যার্জন করে তখন তাঁর মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয় । যখন সেই লোক ইবাদত-বন্দেগি করে তখন তা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে । এরকম শিষ্য পাওয়া গেলে হযরত পীর সাহেবগণের উচিৎ হবে, এক সাথে ইলম ও আমল দুটিই স্ব-উদ্যোগে আদায় করার সুযোগ করে দেবে । সেখানে নিজের একচোখা নিয়ম-নীতিকে কখনো প্রাধান্য দেবে না ।

তিনটি বিশেষ সময়ে মহান খোদা তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে:

**প্রথমত:** সেমার পূর্ণ হর্ষতার মুহূর্তে ।

**দ্বিতীয়ত:** যে সব খানা শুধু স্বয়ং আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের নিয়তে গ্রহণ করা হয় ।

**তৃতীয়ত:** সম্মানিত দরবেশগণের পরিপার্শ্বিক অনুকরণীয় চরিত্রাবলি মজলিসে আলোচনা করার সময় । সাধারণ কোন বান্দা যদি কোন পীর-মশাইখের কাছে বায়আত গ্রহণ করার মহৎ উদ্দেশ্যে আগমন করে, তখন তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ব্যপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিৎ নয় ।

কারো সাথে কোন কথা-বার্তা, লেন-দেন করার সময় এমন ধৈর্য ধারণ করবে যাতে ক্রোধের চিহ্ন হিসাবে গর্দানের রগগুলো স্ফিত হয়ে না

উঠে। অর্থাৎ সেই মুহূর্তে তুমি যে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছ তা যেন তোমার আচরণে বহিঃপ্রকাশ না ঘটে এ ব্যাপারে সজাগ থাকবে।

কেউ যদি তোমার ওপর অত্যাচার করে তৎক্ষণাৎ তার বদলা নিও না। এমন কি বদলা নেওয়ার ইচ্ছাও মনের ধারে-কাছে এনো না।

যার মধ্যে ইলম, ধীশক্তি এবং প্রেমিকের লক্ষণ উপলব্ধি করতে পারবে তাঁকেই বায়আত করানো পীর-মাশায়িখের চিন্তা-ভাবনা থাকা আবশ্যিক।

হযরত আউলিয়ায়ে কেমামগণের খোদা প্রেম তাঁদের জ্ঞানের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে। যার চরিত্র অত্যন্ত কোমল হয় সে অতি অল্প সময়ে বিশৃঙ্খলায় নিপাতিত হয়।

### মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দুআ ও অযীফাসমূহ

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, বালা-মুছিবত এসে পড়ার আগে দুআ করা উচিত। সেহেরীর সময়েই দুআ সবচেয়ে বেশি কবুল হয়ে থাকে। দুআ প্রার্থনার জন্য এটা মোক্ষম সময়।

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) তাঁকে বলেছেন, বিনম্র হয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় দুআ কবুল হওয়ার আশা করা যায়। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, যে কোন তাবীজ বাহুতে বাঁধাই সবচে উত্তম। গলায় তাবিজ টাঙ্গিয়ে ব্যবহার উচিত নয়। আল্লাহর প্রিয় হাবীব সরকারে দু'আলম (সা.) এ ব্যাপারে নিষেধ করে গেছেন। তাঁর বিভিন্ন দুআসমূহ নিম্নরূপ:

সকল সমস্যা সমাধানের জন্য: যদি কোন সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় তবে সেই মাসের পনের তারিখ রজনীতে অজুসমেত কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং উনিশ হাজার বার পড়বে: **وَاللّٰهُمَّ اَسْتَغْنِ** প্রতি একহাজার পাঠ শেষে সেজদায় গিয়ে তিনবার **آمِنْ** শব্দটি পাঠ করতে হবে।

ইসমে আ'যম: হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, আরবী ভাষায় ইসমে আ'যম হচ্ছে, **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ**।

সম্বলহীন হয়েও সুখী জীবন লাভের জন্য: প্রতিদিন ৩ বার এ দুআটুকু পাঠ করতে হবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَائِرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য: হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য নিচের দুআটি পড়া আবশ্যিক:

يَا جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اجْمَعْ عَلَى ضَالَّتِي.

দীন-দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য: প্রতি নামাযের শেষে সেজদায় গিয়ে নিচের দুআটি কয়েকবার পাঠ করতে হবে:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ بِأَمْرِ نَبِيِّ ابْنِ دَاوُدَ يَا مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

দুশমনের ওপর জয়ী হওয়ার জন্য: দুশমনের সামনাসামনি হয়ে এ দুআটি পাঠ করা আবশ্যিক।

يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ يَا غَفُورُ يَا وَدُودُ.

অসুস্থতা রোগের ক্ষেত্রে এ দুআ লিখে বাহুতে বাঁধা আবশ্যিক:

اللَّهُ الشَّافِي اللَّهُ الْكَافِي اللَّهُ النَّافِي.

যে কোন আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য:

يَا حَيُّ يَا حَلِيمُ يَا عَزِيزُ يَا كَرِيمُ بَكْرًا صَبْرًا سَلِيمًا بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

রিযক প্রশস্ত হওয়ার জন্য: হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, রিযক ফরাগতীর উদ্দেশ্যে প্রতিরাতে সূরায় জুম্মা পাঠ করা আবশ্যিক। وَاللَّهُ خَبِيرٌ

৩ বার, ১২ বার বা ২১ বার পড়তে হবে। যদি জুমার রাতে সূরায় জুম্মা পাঠ করা ধারাবাহিক হয়ে থাকে তাহলে জুমার রাতেই পড়া উত্তম।

তিনি আরও বলেন, রিযক প্রশস্ত হওয়ার জন্য প্রতিদিন সকাল বেলা কলিমায়ে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ১০০ বার পড়া আবশ্যিক।



দুআয়ে মা'সূরা: হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, যখন বলা-মুসিবত চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে তখন জুমার দিন আসর নামাযের সময় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিচের তিনটি বাক্য পাঠ করতে থাকবে بِاَللّٰهِ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ ।

## তাঁর কাশফ ও কারামত

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কাশফ ও কারামত সমৃদ্ধ আলীশান বুয়ুর্গ ছিলেন কিন্তু এসব তিনি খেয়ালই করতেন না। তিনি বলতেন, কারামত ও কাশফ এগুলো অগ্রসর হওয়ার পথে সত্যিই প্রতিবন্ধক। ভালোবাসার প্রতি অবিচল থাকলে যে কোন সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে। সর্বদা বিনম্রতার অধিকারী হয়ে চললে সব মকসুদই পূর্ণতা লাভ করে থাকে। কারামত প্রকাশ ঘটানো বুয়ুর্গীর দলীল হতে পারে না। গোপন রহস্যকে সর্বদা অবদমিত রাখা চাই কিন্তু এজন্য বড়ই সংযমের প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, সাধারণ ব্যক্তিগণের জন্য একশত দরজা খোলা রয়েছে এবং কাশফ ও কারামতের জন্য মাত্র সত্তরটি দরজা রয়েছে। যেই সাধারণ ব্যক্তি সেই একশত দরজা নিয়ে তুষ্ট হয়ে বসে থাকবে তাঁর কোন উন্নতি হবে না।

প্রকৃত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটনা অর্থাৎ আলৌকিকতার চারটি প্রকারভেদ রয়েছে:

১. মুজিয়া: যা শুধু পয়গাম্বরগণ থেকেই পাওয়া যায়।
২. কারামত: কারামত আউলিয়ায়ে কেরামের কাছেই প্রকাশ পায়।
৩. মওনত: যখন কোন কথা স্বাভাবিকতার বিপরীতে কোন অজ্ঞানী এবং আমলহীন মজযুব, পাগলদের নিকট থেকে প্রকাশ হয়ে যায়।
৪. ইসতিদরাজ: কোন অমুসলিম হতে আলৌকিক কিছু সংঘটিত হওয়া, অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ইমান আনেনি এমন ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, কারামতের ভেতরে তিনটি বিষয় হাসিল হয়:

প্রথমত: শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত স্বশিক্ষিত। অর্থাৎ শ্রেণীভিত্তিক অধ্যয়ন ছাড়া আলেম হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত: আউলিয়ায়ে কেরাম খোলা চোখে সেসব বস্তু দেখতে পাওয়া যা সাধারণ মানুষেরা স্বপ্নে দেখে থাকে।

তৃতীয়তঃ সাধারণ লোকজনের নিজেদের ধারণা নিজেদের যেরূপ প্রতিক্রিয়া হয় আউলিয়ায়ে কেরামগণের ধারণা অন্যের ওপর সেরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কিছু কারামতের নমুনা নিচে অবগতির জন্য পেশ করা হলো, একবার কাজী মহিউদ্দীন কাশানীর বেশ অসুখ হয়েছিল । প্রকাশ্যে ছেলে-সন্তানদেরকেও সনাক্ত করতে পারেননি । ইত্যোবসরে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁকে দেখতে যান । হযরত কাজী সাহেব (রহ.)-এর প্রাণ পাখিটা এই যায় যায় অবস্থা । হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পবিত্র পদধুলীর বদৌলতে তিনি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলেন । তিনি সোজা খাড়া হয়ে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে যথাযথ সম্মান জানালেন ।

একদিন তিনি সেমার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন । তিনি খাজা ইকবাল থেকে দুআত কাগজ কলম আনালেন, (তিনি) কাগজে কিছু লিখলেন অতঃপর সেই কাগজখানা গামলার পানিতে ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেন । যখনই কাগজ খানা গামলায় ফেলা হলো, সাথে সাথে গামলার পানি মিষ্ট হয়ে গেল ।<sup>১</sup>

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর মুরীদ হযরত মাওলানা বদরুদ্দীন এক সময় স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর আঙ্গিনায় একটি উট দাঁড়িয়ে আছে । তিনি সেই উটের ওপর সওয়ার হওয়া মাত্রই তৎক্ষণিক হাওয়া হয়ে গেলেন । এরপর রাত দেখলেন, সেই উট পুনরায় একই জায়গায় এসে হাজির । দেখলেন সেই উট থেকে হযরত মাহবুবে ইলাহী খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.) স্বয়ং নেমে এলেন এবং খানকা শরীফে প্রবেশ করলেন ।

তাঁর অপর এক মুরীদ মনে মনে ইচ্ছা করলেন, হুযুর মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যদি তাঁর খেয়ে বেচে যাওয়া কিছু পানি এ অধমকে দান করেন, তাহলে সেটাকে ওনার কারামত মনে করব । মুরীদ ইচ্ছা করার সাথে সাথে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তা অবগত হয়ে গেলেন । সাথে সাথে তাঁকে ওনার অর্ধেক পানকৃত পানি দান করে দিলেন ।

দিল্লির এক বাদশাহের একটি আশ্চর্য ঘটনা । সুলতান গিয়াসুদ্দীন নামক বাদশাহটি হুযুর প্রদত্ত কোন তাবারুক না খেলেও মনে মনে গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন । একবার তিনি বাংলা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন । যাওয়ার সময় সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন যে, বাদশাহ না আসা পর্যন্ত যেন হুযুর

<sup>১</sup> জওয়ামিউল কলম

দিল্লি আগমন না করেন এবং যেখানে হুযুর স্থায়ীভাবে থাকতেন, সেখান থেকেও যেন অন্যত্র চলে যান। হুযুর বাদশাহের কটু সংবাদ পেয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং জানিয়ে দিলেন, এখন দিল্লি অনেক দূরে (তাই সেখানে যাব না)।

শেষ পর্যন্ত তাই হল, অর্থাৎ তিনি দিল্লি তশরীফ নিলেন না। তুগলক আবাদের হুকুম গিয়াসুদ্দীনের ওপর বর্তে গেল। তিনি মারা গেলেন। তাঁর পক্ষে দিল্লি পৌঁছা আর সম্ভব হল না। এখনো পর্যন্ত আম জনতা প্রবাদ হিসাবে ব্যবহার করেন, *دلیٰ ہنوز دور است* (দিল্লি সে তো অনেক দূর)।<sup>১</sup>

---

<sup>১</sup> ফেরেস্টা, তারীখে ফেরেস্টা, পৃ. ৩৯৮

## হযরত খাজা নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.)

হযরত খাজা নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.) চিশতিয়া খান্দানের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহী নিয়াম উদ্দীন আউলিয়ার সাজ্জাদানশীন হন। তিনি দীনের সিপাহসালার এবং আশিকগণের ভরসাস্থল।

### বংশ-পরিচয়

তঁার দাদা হযরত শায়খ আবদুল লতীফ নাইরুবী খোরাসান শহরের বাসিন্দা ছিলেন। সেখান থেকে হিজরত করে সুদূর লাহোরে পৌঁছে যান। তঁার সুযোগ্য সন্তান হযরত শায়খ ইয়াহয়া সেখান থেকে হিজরত করে উদে স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেন।

### মাতা-পিতা

তঁার পিতা হযরত শায়খ ইয়াহয়া এবং সম্মানিত মাতা উদে থাকতেন। তঁার পিতা সুফি মনোভাবের ছিলেন। তঁার মাতা অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা ছিলেন। তিনি ও বেশি সময় ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। তাঁকে সেই যুগের ‘রাবেয়া বসরী’ বলা হত। তঁার পিতা অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন। তিনি পশমী কাপড় বিক্রেতা ছিলেন। তঁার অনেক গোলাম ছিল বলে জানা যায়।<sup>১</sup>

তঁার পিতৃবংশীয় নসবনামাহ নিম্নরূপ: হযরত শায়খ নাসির উদ্দীন মাহমুদ ইবনে শায়খ ইয়াহয়া ইবনে আবদুল লতীফ ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুর রশীদ ইবনে সুলায়মান ইবনে শায়খ আহমদ ইবনে শায়খ ইউসুফ

<sup>১</sup> আল-কিরমানী, *সিয়ারুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ শুয়ুখিল চিশতিয়া*

ইবনে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ শিহাব উদ্দীন ইবনে শায়খ সুলতান ইবনে শায়খ ইসহাক ইবনে শায়খ মাসউদ ইবনে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে হযরত ওয়ায়েজ আজগর ইবনে ওয়ায়েজ আকবর ইবনে ইসহাক ইবনে সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী ইবনে শায়খ সোলায়মান ইবনে শায়খ নাসির ইবনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) ।

**জন্ম, নাম, খেতাব**

তিনি উদ নগরটিতে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর নাম নাসির উদ্দীন । তাঁর খেতাব (উপনাম) মাহমুদ ।

**লকব বা উপাধি**

তাঁর লকব হচ্ছে ‘চেরাগে দেহলভী’ । তাঁকে চেরাগে দেহলভী বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে । হযরত মাখদুম জাহানীয়াঁ গশত যখন মক্কায়ে মুয়াজ্জমা পৌঁছেন এবং সেখানে হযরত ইমাম ইয়াফেয়ীর (রহ.) সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন, কথায় কথায় দিল্লির বুয়ুর্গ ব্যক্তিত্বগণের আলোচনা এসে যায় । হযরত ইমাম ইয়াফেয়ী (রহ.) বলেন, দিল্লিতে আগে অনেক বুয়ুর্গ ছিলেন । তাঁরা অনেক এখন ইন্তেকাল ফরমান । তাঁর পর হযরত ইয়াফেয়ী (রহ.) বলেন, বর্তমানে শায়খ নাসির উদ্দীন হচ্ছেন একমাত্র দিল্লির চেরাগ । তিনি এখনো জীবিত আছেন ।

হযরত মাখদুম জাহানীয়াঁ জাঁহা গশত সাইয়েদ জালাল (রহ.) কিছুদিন পর মক্কায়ে মুয়াজ্জমা অবস্থান করে পুনরায় দিল্লি চলে আসেন । তিনি হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভীর কাছে বায়আত কবুল করেন । অল্পদিনের ব্যবধানে খিলাফত লাভ করতে সক্ষম হন ।

হযরত শায়খ নাসির উদ্দীন (রহ.)-কে ‘চেরাগে দেহলভী’ বলার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, একবার কিছুসংখ্যক দরবেশ একত্রে দিল্লি আগমন করেন এবং হযরত নিয়াম উদ্দীন আউলিয়ার সাথে মিলিত হন । ওই দরবেশগণ হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে বসা ছিলেন । এদিকে হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.)ও সেই বৈঠকে হাজির হয়ে গেলেন । হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর তাঁকে বসার অনুমতি দিলেন । তিনি জানতে চাইলেন, আমি কি এদেরকে পেছন দিয়ে বসব? তখন হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বললেন, চেরাগের আবার সামনে-পিছনে হওয়ার

তফাৎ কিসের? নিজ পীরের হুকুম লাভ করে তিনি দরবেশগণের আসরে বসে পড়লেন। তাঁর সামনে-পিছনে একই আলো ছড়াচ্ছিল। যেমন, তিনি আগে শুধু সামনে যা আছে সেগুলোই দেখতেন। আর বর্তমানে পিছনে কি বা কে পড়ে আছে তাঁর দেখতে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। ওই দিন থেকেই তিনি ‘চেরাগে দেহলভী’ উপাধিতে ভূষিত হন।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে, একবার যেই বাদশাহ হযরত মাহবুব ইলাহী (রহ.)-এর সাথে দুশমনি করতেন এবং যিনি হুযুরের সুনাম সহ্য করতে পারছিলেন না, ঈসালে সাওয়াব মাহফিলের জন্য প্রয়োজনীয় তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিতেন। একথা হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) হযরত মাহবুব ইলাহী (রহ.)-এর কানে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দেখত খুদাই করা ভাওল থেকে পানি পড়ছে কিনা? হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ বেরুচ্ছে। হযরত মাহবুব ইলাহী (রহ.) বললেন, এটাকে চেরাগের মধ্যে ভরে চেরাগ জ্বালাও। হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগ হুযুর যা বললেন সেভাবেই জ্বালালেন। দেখা গেল চেরাগটি তেল ছাড়াই পানি দিয়ে জ্বলতে আরম্ভ করল। তখন থেকেই হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ ‘চেরাগে দেহলভী’ নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করলেন।

## শিক্ষা ও দীক্ষা

তাঁর বয়স যখন নবম বছরে পদার্পণ করলেন তখন পিতৃছায়া তাঁর মাথার ওপর থেকে চিরতরে বিদায় নিল।

পিতার মৃত্যুর পর হুযুরের লেখা-পড়া, দেখা-শুনার ভার গিয়ে পড়ল আপন মায়ের ওপর। মা জননী ছেলের লেখা-পড়ার গুরত্ব অনুধাবন করে অনেক কষ্ট করেছেন ছেলেকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করার জন্য।

তাকে হযরত মাওলানা আবদুল করিম শেরওয়ানীর কাছে সোপর্দ করলেন। উস্তাদের মৃত্যুর পর তিনি হযরত মাওলানা ইফতিখার উদ্দীন গিলানী (রহ.)-এর কাছে দীনী ইলম শিক্ষা করেন। তিনি অতিস্বল্প সময়ে জাহেরী ইলম অর্জনের দারপ্রাপ্তে পৌঁছে গেলেন। বিশ বছরে পদার্পণ করার সাথে সাথে সর্বান্তকরণে সকল বিষয়বস্তু পাঠ শেষ করেন।

## দরবেশগণের সাহচর্য লাভ

তিনি এমনিতেই প্রথম দিক থেকে তরীকত সাধনায় সচেষ্ট ছিলেন। এক দরবেশের সংশ্রবে থাকা শুরু করে দিলেন। দরবেশটি শহরে না থেকে

গভীর জঙ্গলেই থাকতেন। দুনিয়ার কোন জিনিস তাঁর প্রয়োজন অনুভব হত না। তিনি ঘাস, লতাপাতা খেয়ে জীবন কাটিয়ে দিতেন।

## দিল্লি আগমন

তিনি ৪৩ বছর বয়সে দিল্লিতে শোভা বর্ধন করলেন। অনেকে আবার বলতে চান, হুযুরের বয়স সে সময়ে কম পক্ষে চল্লিশ হয়েছিল। দিল্লি পৌঁছে তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহী নিয়াম উদ্দীন আউলিয়ার দরবারে হাজির হন। তিনি কিছু দিন সেখানে হুযুরের সংশ্রবে থেকে গেলেন।

## বায়আত ও খিলাফত লাভ

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁকে বায়আত ও খিলাফত প্রদান করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে খিলাফতী জুব্বাও দান করে দিলেন। তিনি ছিলেন, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর একান্ত নেক নজর ও দয়ার ফসল। তিনি তাঁকে খাস গদীনশীন এবং সাজ্জাদানশীনের মত সম্মানের আসনে বসালেন।

তিনি যে সকল তাবাররুক হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেসকর (রহ.) থেকে লাভ করেছিলেন তাঁর সবটাই ওনাকে দান করে দিলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) সতর্ক করে দিলেন, দেখ! এসব নেয়ামত খুব যত্ন-সহকারে সামলিয়ে রাখবে। যেভাবে তরীকায়ে খাজেগানে চিশতিয়ার মাশায়খ তাবাররুক সসম্মানে হিফাজত করেন তুমিও সেভাবে হিফাজত করবে। তাঁর বায়আতী সাজরা মুবারক ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী মুরতাদা (রাযি.) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

## একটি ঘটনা

হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার (রহ.) মুরীদ খাজা মুহাম্মদ গাজরুনী (রহ.) একবার হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কাছে এলেন। তিনি সে রাতে খানকায় থেকে যান। তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য অজু করার উদ্দেশ্যে তিনি লেপ-কাঁথা একদিকে রেখে অজু করার উদ্দেশ্য চলে গেলেন। অজু সেরে এসে দেখেন যেখানে লেপ রাখা হয়েছিল সেখানে আর নেই। তিনি খানকার খাদেম খাজা মুহাম্মদকে উত্তম-মধ্যম বলা শুরু করে দিলেন।

হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী তখন ইবাদতে মশগুল ছিলেন। তিনি তাঁদের এসব কথা শুনে উঠে এসে নিজ লেপখানা খাজা মুহাম্মদ গাজরুনীকে দিয়ে কিসসা শেষ করলেন। কেউ যেন এ সংবাদ হযরত

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে অবহিত করালেন। তিনি তাঁকে উপরের আসনে ডাকলেন এবং নিজ লেপখানা সপে দিলেন। তাঁর জন্য দুআ করলেন এবং তাঁকে দীন-দুনিয়ার সকল নেয়ামত দান করে সৌভাগ্যবান বানিয়ে দিলেন।

### পীর-মুরশিদের দরবারে অভিযোগে

সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এবং অনেকটা হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর সাথে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার কারণে যখনই ইচ্ছা হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে হাজির হয়ে যেতেন। ছ্যুর নিজে না বলে এজন্য হযরত আমীর খসরুর (রহ.) মাধ্যমে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে বললেন, শহরে অবস্থানের কারণে ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতার ব্যঘাত ঘটে থাকে এবং লোকজন প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করতে থাকে। যদি ছ্যুর মহোদয় সদয় অনুমতি প্রদান করেন তাহলে কোথাও গভীর জঙ্গলে, নির্জনবাস অবলম্বন করব এবং সেখানেই কায়মনো বাক্যে নিজেকে ইবাদত বন্দেগীতে সমর্পণ করব। যখন মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কাছে এ নিবেদনটুকু হযরত আমীর খসরু (রহ.)-কে পেশ করলেন তখন হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) জানিয়ে দিলেন, তুমি গিয়ে তাঁকে বলে দাও, তাঁকে শহরেই থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের সব বামেলা সহ্য করতে হবে। তার বিনিময়ে আমি তাঁকে খাস পুরস্কার, পরোপকারের গুণাবলি প্রদান করতে চাই।

### সাধনা

হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.) অনেক কঠিন সাধনা ব্রত পালন করতেন। একবার তাঁর দুষ্ট মন তাঁকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। তিনি নফসকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে এমনভাবে তিক্ত ফল ভক্ষণ করেছিলেন যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

একবার তিনি দশদিন পর্যন্ত কোন খাদ্য-দ্রব্য মুখে দেননি। কেউ হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন। তিনি হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ (রহ.)-কে তাঁর সামনে ডাকলেন। যখন তিনি ছ্যুরের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন হযরত খাজা ইকবাল (রহ.)-কে হুকুম দিলেন, কিছু রুটি নিয়ে এস। হযরত খাজা ইকবাল রুটির সাথে বেশি করে হালুয়াও নিয়ে এলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বললেন, সবগুলো খেয়ে নাও। তিনি চিন্তিত যে, এগুলো এক বৈঠকে কিভাবে খাওয়া যাবে কিন্তু পীর



সাহেবের হুকুম অবমাননা করার সাহস কোথায়? অবশেষে হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী সব খাদ্যই ক্রমে খেয়ে নিলেন।

## অসীয়তনামা

তিনি হযরত শায়খ জয়েন উদ্দীন (রহ.) এবং হযরত শায়খ কামাল উদ্দীন (রহ.)-কে অসীয়ত করলেন এ বলে যে, তাঁর মৃত্যুর পর হযরত পীর সাহেব প্রদত্ত জুব্বা যেন তাঁর কবরে দিয়ে দেয়া হয় সীনার ওপর, মুসল্লা যেন বালিশ বানিয়ে দেওয়া হয়। তসবীহ যেন আঙ্গুলে পেঁচিয়ে দেওয়া হয় এবং লাঠি, জুতা যা যা আছে সব কিছুই যেন কবরে সাথে দেয়া হয়।

## ওফাত

স্বীয় পীর-মুরশিদ বিদায় নেয়ার বত্রিশ বছর পর তিনি ১৮ রামাযান ৭৫৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। যে হজরায় তিনি থাকতেন সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বছর সেখানে তাঁর ঈসালে সাওয়াব মাহফিল মুবারক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

## তাঁর সম্মানিত খলীফাগণ

তাঁর খলীফাগণের সংখ্যা অনেক। কিছু প্রসিদ্ধ খলীফার তালিকা দেওয়া হলো: হযরত খাজা বান্দা নওয়ায সাইয়েদ মুহাম্মদ গেসু দরাজ (রহ.), হযরত শায়খ কামাল উদ্দীন (যিনি হুযুরের ভাগিনা হন), হযরত মাখদুম জাহানিয়াঁ জাঁহা গশত (রহ.), হযরত শায়খ সদরুদ্দীন তবীব দুলহা (রহ.), হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ জাফর আল মক্কী আল হুসাইনী (রহ.), হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন সন্দিলভী (রহ.), হযরত মাওলানা খওয়াজগী (রহ.), হযরত মাওলানা আহমদ থানসিড়ি (রহ.), হযরত শায়খ মুঈন উদ্দীন খুরদ (রহ.), হযরত কাজী আবদুল মুকতাদির ইবনে কাজী রুকনুদ্দীন (রহ.), হযরত কাজী মুহাম্মদ শাদী মখদুম (রহ.), শায়খ সুলায়মান রদূলভী (রহ.), হযরত শায়খ মুহাম্মদ মুতাওয়াক্কিল (রহ.), হযরত শায়খ দানিয়াল উরফে মাওলানা আউদ (রহ.), হযরত মখদুম শায়খ কওয়ামুদ্দীন দেহলভী (রহ.), হযরত খাজা বান্দা নওয়ায সাইয়েদ মুহাম্মদ গেসুদরাজ (রহ.) যিনি দিল্লির দক্ষিণে তশরীফ নিয়ে যান এবং হযরত শায়খ কামাল উদ্দীন (রহ.) যিনি দিল্লিতেই থেকে যান।

## বিশেষ গুণাবলি

তিনি পরিমার্জিত এবং পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি জ্ঞান গরিমা ও ইশকে মাওলার জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সহনশীলতা, দয়া ও পরোপকারের ক্ষেত্রে একক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্যের জন্য হিমালয় ছিলেন। কেউ ক্ষতি করলে তাঁকে উপকার করে দিতেন। তিনি শায়খগণের মাঝে ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি পীরগণের মাঝে এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন।

যৌবনকালে যেখানে মানুষের কর্ম জীবন শুরু তিনি সেখানে মিথ্যা দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। তিনি রাজা-বাদশাহদের থেকে অনেক দূরে থাকতেন। উজিরগণের দরবারে কিছুই কামনা করতেন না। তিনি সব সময় পীরের দরবারে সেবাকর্মে নিজেকে উৎসর্গ করে রাখতেন। তিনি খুব বেশি সেমার ভক্ত ছিলেন।

## তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল-সহানুভূতিপ্রবণ

এক দিনের ঘটনা। একজন কলন্দর তাঁর খানকায় পৌঁছলেন। সে সময় হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) আপন হুজরায় অবস্থান করছিলেন। সেই কলন্দর হুজরা শরীফে ঢুকে পড়লেন, যদিও খানকায় কারো প্রবেশের অনুমতি ছিলনা। কলন্দর হুযুরের সেই মস্তকে আঠারটি আঘাত করলেন। তিনি সে সময়ে এমন মুরাকাবায় ছিলেন যে, তিনি এসব কিছুই জানতে পারলেন না।

হুজরা থেকে যখন রক্ত রেখা বেরিয়ে আসছিল তখন সেদিকে সকলের দৃষ্টি গেল। সকলে খানকায়ে প্রবেশ করে কলন্দরকে পাকড়াও করলেন। তিনি নিষেধ করলেন, ওই কলন্দরকে তোমরা কোন শাস্তি দিও না। হুযুর নিজ হাতে ওই কলন্দরকে একটি তেজী-ঘোড়া এবং পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিদায় করলেন। কলন্দরকে বাৎলিয়ে দিলেন, ঘোড়া নিয়ে যদি তাড়াতাড়ি শহরের বাইরে চলে যাও, তাহলে তোমাকে অন্য লোকজন কষ্ট পৌঁছাতে সুযোগ পাবে না। হুযুরের পরামর্শ মতে কলন্দর সেটাই করলেন।<sup>১</sup>

## গয়ল আসক্তি

নিচে হুযুরের গাওয়া একটি গয়ল তুলে ধরা হল:

---

<sup>১</sup> ফেরেস্তা, তারীখে ফেরেস্তা

☆ گویانم و خاموشم چوں خط بکتاب اندر	بے کارم و باکارم چوں مد بحساب اندر
☆ اودر من و من دروئے بوبہ گلاب اندر	☆ اے زاہد ظاہر بین از قرب چہ می پرسی
☆ ایں طرفہ عجائب بین تشنه است بآب اندر	☆ دریا است پر از چشم لب تر نہ شود ہر گز
☆ می گویم دی و خندم چون طفل بخواب اندر	☆ گہہ شادم و گہہ غمگین از حال خودم غافل
☆ این طرفہ عجائب بین دریا بحساب اندر	☆ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد

আমি লিপ্ত কিংবা নির্লিপ্ত অথৈ জোয়ারে বৃদবৃদ যেন  
 নীরব কি সরব থাকি, লিখা থাকে গ্রন্থে যেন ।  
 সুরতের অর্চনাকারী হে সাধক! কিবা প্রশ্ন ইতর  
 সে আমাতে আমি তাতে লীন, খুশবু যেমন পুষ্প ভেতর ।  
 অশ্রুতে মোর সাগর ভরে, তথাপি মুখ সিক্ত হয়না  
 আলবৎ অবাক লাগে, জলমগ্ন থাকি তবু তৃষ্ণা বারণ হয় না ।  
 হর্ষে-বিষাদে আড়া আড়ি, নিজেকে নিয়ে কিষ্কিণ্ত ভাবি না  
 কভু কান্দি, কভু হাসি, শিশুর ঘুমে যেন স্বপ্নিল আলপনা ।  
 প্রেম বিহনে ঠাঁই মিলেনা নাসিরুদ্দীনের অন্তরে  
 আজব কারিশমা, সাগর কি করে হজম হয় বৃদবৃদ ভেতরে ।

## তাঁর শিক্ষাসমূহ

পীরের গুণাবলি: তিনি বলেন, হে দরবেশ! তরীকতের পথে দরবেশ তাঁদেরকে বলা যায়, যাঁর মধ্যে মুরীদের অভ্যন্তরীণ হাল-হাকীকত আয়নার মত ভাসতে থাকে এবং প্রতিক্ষণে মুরীদের জাহেরী-বাতেনী ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো অবগত হয়ে শুধরাতে সক্ষম হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তাঁর অন্তরের আয়নাকে পরিষ্কার করার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে থাকতে হবে।

মুরীদের জন্য যা অবশ্যই পালনীয়: তিনি বলেছেন, প্রকৃত মুরীদ তাঁরাই যারা পীরের প্রতিটি নির্দেশই পালন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পীর ইচ্ছা করে যেটুকু দেখাবে সেটুকু দেখবে এবং প্রতি মুহূর্তে মনে করতে হবে পীর আমার সবকিছুই প্রত্যক্ষ করছেন। অন্তরে কোন ভাল-মন্দ এসে থাকলে অবশ্যই পীরকে খোলা মনে বলে দিতে হবে। মুরীদগণের অন্তরে জরুরা পরিমাণও পীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রশ্ন যদি থাকে তাকে কখনো খাঁটি মুরীদ বলে গণ্য করা যাবে না।

**ফকীরীর উদ্দেশ্য:** হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) বলেন, ফকীরীর মূল কর্মকাণ্ড হচ্ছে, গভীর সাধনা। তাও খাঁটি অন্তর নিয়ে হতে হবে নতুবা মানুষজন যাতে বলে বেড়ায় উনি বড় ইবাদতকারী, কঠোর সাধনাকারী। অথচ সেই গভীর সাধনার মূল উদ্দেশ্যে থাকতে হবে মহান স্রষ্টাকে পাওয়া। যখন সেই কঠিন সাধনা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে যাবে তখনই প্রকৃত পুরস্কার পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ জল্লা জলালুহু তাঁকে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দেবেন।

**সর্বোৎকৃষ্ট কাজ:** সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে, নফসকে বন্দী করা। মুরাকাবা করার সময় সুফিগণকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে নফস অবদমিত থাকে। তাঁকে দমন, শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারলেই বাতেনকে জয় করা যাবে। যখন তাঁকে নিশ্বাস নিতে দেবে তাঁর পক্ষ থেকে খারাপটাই পাওয়া যাবে শুধু।

### নির্বাচিত বাণীসমূহ

- সকল কর্মে খালেস নিয়ত থাকা অবশ্যক। ব্যবসার হালাল উপার্জন করা খাদ্যই সর্বোত্তম। আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের যতই মহান আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক গভীর হতে থাকবে সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর মেলামিলা সেভাবে কমে যাবে।
- দরবেশগণের উচিৎ হবে না, যদিও তাঁরা উপবাসে দিন-রজনী কাটান তবুও তা কারো কাছে ব্যক্ত করা।
- দুনিয়ার উপার্জনকালে যদি ভালো নিয়ত থাকে তবে তা আখেরাতের উপার্জন বলে গণ্য হবে।
- ভারাক্রান্ত মনের জন্য সেমা ওষুধ বিশেষ। যেভাবে দৈহিক অসুস্থতার চিকিৎসা হয় তেমনি অসুস্থ অন্তরের জন্য সেমা ছাড়া কোন চিকিৎসা নেই।

### তাঁর অযীফাসমূহ

**আল্লাহর ভালোবাসা লাভের জন্য:** আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা অর্জনের জন্য আসর নামাযের পর পাঁচ বার সূরা ‘নাবা’ পড়লে উপকার পাওয়া যাবে।

**চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য:** চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এশার নামাযের পর দুই রাকাত নামায আদায় করবে যার প্রতি রাকাতে সূরায় ফাতিহার সাথে ৩ বার সূরায় কাউসার পড়বে এবং এরপর সেজদায় গিয়ে পাঠ করবে:

## কতিপয় কারামত

একদিন তাঁর সামনে হযরত আজিজ উদ্দীন (রহ.) উপস্থিত ছিলেন। হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) একটা কাগজে কিছু লিখে তা হযরত আজিজ উদ্দীন (রহ.)-কে দিয়ে বললেন, যেন তা হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর রওজা শরীফে পেশ করা হয়। হযরত আজিজ উদ্দীন (রহ.) তা পড়ার ইচ্ছা হলেও পড়া থেকে বিরত থাকলেন। তিনি ভাবলেন, প্রথমে হুকুম মত কাগজটি রওজা শরীফে পেশ করে পরে পড়তে পারবেন। রওজা শরীফে কাগজটি অর্পণ করার পর যখন তাতে দৃষ্টি দিলেন তখন দেখলেন, কাগজে কোন লিখা নেই বরং কাগজ সাদা।<sup>১</sup>

সুলতান মুহাম্মদ ইবনে তুগলক এক স্থানে সফরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। সাথে বুজর্গানে দীন ও মাশায়েখগণকে নিয়ে চললেন। যাওয়ার সময় শায়খ নাসির উদ্দীন চেরাগ (রহ.)-কে নিতে চাইলেন। তিনি বললেন, এ মুহূর্তে সুলতানের উচিত হবে না আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। কারণ তিনি সেখান থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবেন না। ছুর যা বলেছেন, অবশেষে সেটাই হয়েছে। তিনি যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানেই মারা যান। শেষে হযরত শায়খ নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.)-এর দু'আর বদৌলতে মুহাম্মদ ফিরোজ শাহ বাদশাহ নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তাঁর শেষ বয়সে হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.)-এর দেহ মুবারক থেকে এমন খুশবু বেরুত যেভাবে হযরত মাহবুবে ইলাহী নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর শরীর মুবারক থেকে বেরুত।

<sup>১</sup> আল-কিরমানী, সিয়াকুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ শুয়ুখিল চিশতিয়া

## হযরত খাজা আমীর খসরু (রহ.)

হযরত খাজা আমীর খসরু (রহ.) রাজকীয় স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর মুরীদ ও খলীফা হন।

### বংশ-পরিচিতি

তিনি বলখের হাজারা নামক স্থানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেন। জ্ঞানে, অর্থ-সম্পদে সেই বংশ রাজ্যের শীর্ষে ছিল।

### পিতৃপরিচয়

তঁার পিতার নাম আমীর সাইফ উদ্দীন মাহমুদ। তিনি আমীর পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি চেন্দীস খানের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং রাজকীয় দরবারের কোন এক সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

হযুরের দু'জন ভাই ছিলেন। এক ভাইয়ের নাম ছিল হযরত এজাজ উদ্দীন আলী শাহ এবং অপর ভাইয়ের নাম হুসাম উদ্দীন।

### জন্মগ্রহণ ও উপাধি

তিনি মুমিনবাদ যা বর্তমানে পটিয়ালী হিসেবে পরিচিত, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। তঁার প্রকৃত নাম হচ্ছে আবুল হাসান, তঁার উপাধি হচ্ছে ইয়ামীন উদ্দীন। জন্মতারিখ অজানা।

## তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা

তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। তিনি যখন নবম বছরে পদার্পণ করেন তখন তাঁর সম্মানিত পিতা ইহুদ্যাম ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমালেন।

পিতার বিদায়ের পর তাঁর মাতৃ সম্পর্কীয় এক দূরাত্মীয় তাঁর লেখা-পড়া, দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ‘ইমাদুল মুলুক’ যিনি এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং যার বয়স একশত তেইশ বছর পড়েছিল তিনি আবার সম্পর্কের দিক থেকে নানা ছিলেন, তিনিই ছ্যুরকে দিল্লীতে যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্ত করে দেন।

## বায়আত ও খিলাফত লাভ

যখন তাঁর বয়স আট বছর হয়েছিল তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁকে নিয়ে হযরত মাহবুবে ইলাহী নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর দরবারে হাজির হন। তিনি ইচ্ছা করলেন, নিজের পীর নিজেই নির্বাচন করবেন। এটা বুঝতে পেরে হযরত আমীর খসরুর পিতা ছ্যুর মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে ঢুকে পড়লেন কিন্তু হযরত আমীর খসরু (রহ.) দরবারের বাইরে বসে একটি কবিতা লিখছিলেন। যা হুবহু এ রকমই লিখা হয়েছিল,

☆ کبوتر گرنشیند باز گردد      تو آن شاهی که بر ایوان قسرت

☆ بیاید اندرون یاباز گردد      غریبه مستمندے بردار آمد

অমন শাহী প্রাসাদ তোমার, কবুতর বসলে যেথা বাজপাখি হয়  
সম্বলহীন তোমার দরবারে গেলে নিমিষে ধনাঢ্য হয়।

তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) প্রকৃতই যদি কামিল পীর হয়ে থাকেন তাহলে আমার কবিতার নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন এবং আমাকে ডেকে নিবেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁর এক খাদেমকে বললেন, বাইরে যে ছেলেটি বসে আছে তাঁর কাছে গিয়ে আমার কবিতাটি পাঠ করে শুনায়ে দাও। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ:

☆ که بامایک نفس ہمزاز گردد      بیاید اندرون مرد حقیقت

☆ ازان را ہے کہ آمد باز گردد      اگر ابلہ بود آن مرد نادان

আসবে যে কেউ সহসা অভ্যন্তরে  
নিরেট সোনার মানুষ হয়ে যাবে সে ফিরে  
সে যদিও হয় অজ্ঞ-অধম অবুজ  
এ পথে এলে পরে হবে চির সবুজ ।

তিনি যখন এ কবিতাটি শুনে, তখন আর দেৱী না করে হযরত  
মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন এবং বায়আত গ্রহণ করে  
নিজেকে ধন্য মনে করলেন ।

এখানে একাগ্রতা, আন্তরিক বিশ্বাস এবং নির্ভেজাল ভালোবাসাই  
তাকে মনজিলে পৌছতে সাহায্য করেছেন । দেখা গেল, অল্প দিন অতিবাহিত  
না হতেই তিনি নিজ পীর-মুরশিদের সৌহার্দ ও প্রেম-ভালোবাসার এমন  
সোপানে পৌছতে সক্ষম হলেন যা ভাষায় প্রকাশ করার অবকাশ রাখেনা ।  
হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) শেষ পর্যন্ত তাঁকে খিলাফতী জুব্বা পরিধান  
করায়ে অতি সৌভাগ্যবান বানালেন ।

### খাজা হাসান (রহ.)-এর সাথে ভালোবাসা

অলিকুল শীরমনি খাজা আমীর খসরু (রহ.)-এর সাথে খাজা  
হাসানের জান কুরবান সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । আশেক-মাশুকের এ সম্ভাব  
প্রত্যক্ষ করে শাহজাদা সুলতান খাঁ খাজা হাসানকে একবার বেত্রাঘাত করেন ।  
এজন্য শাহজাদা সুলতান খাঁ তাঁকে ডাকিয়ে তাঁদের পারস্পরিক ভালোবাসার  
ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন । তিনি জবাব দিলেন, আত্মসম্মতবোধ আমাদের  
থেকে উঠে গেছে । সুলতান বললেন, তাঁর প্রমাণ কি? তিনি নিজ জামার  
আস্তিন উঠিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই দেখে নাও । যেখানে খাজা হাছানকে  
বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, সেখানে এখনো তাঁর হাতসহ বেত্রাঘাতের চিহ্ন রয়ে  
গেছে হুবহু ।<sup>১</sup>

### বাদশাহগণের সাথে সুসম্পর্ক

তিনি এবং হযরত খাজা হাসান (রহ.) সুলতান উভয়ে গিয়াসুদ্দীন  
বলবনের ছেলে শাহজাদা মুহাম্মদ সুলতান খাঁর অনুচর ছিলেন । শাহজাদা  
সুলতান থাকতেন মুলতানে । তিনি কয়েকবার চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে  
চাইলেন কিন্তু শাহজাদা সুলতান তাঁকে ছাড়তে রাজি হলেন না । যখন  
শাহজাদা সুলতান মুলতানে শহীদ হলেন, তখন তিনি দিল্লী এসে জনাব

---

<sup>১</sup> তারীখে আউলিয়া



আমীর আলীর সঙ্গ নিলেন। সুলতান জালাল উদ্দীন খলজী তখতে আরোহণ করলে তিনি তাঁরও আস্ত্রভাজন হয়ে পড়েন। অর্থাৎ সুলতান মুবারক শাহ পর্যন্ত যত বাদশাহ রাজত্ব করে গেছেন সকলেই তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। শাহী দরবারে হুযুরের অশেষ সম্মান বিরাজমান ছিল।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলক যার নামে হুযুর নিজ হাতে তুগলকনামা লিখেছিলেন, সকল বাদশাহর চাইতে তিনি সবচেয়ে বেশি হুযুরকে ইজ্জত সম্মান করতেন।

## হযরত আবু আলী কলন্দর সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ

একবার সুলতান আলাউদ্দীন খলজী কিছু হাদিয়াসহ হযরত আমীর খসরুকে (রহ.) শায়খ আবু আলী কলন্দর পানিপথ (রহ.)-এর কাছে প্রেরণ করলেন। হযরত কলন্দর ছাহেব (রহ.) তাঁর কথা শুনে বেশ মুগ্ধ হলেন এবং স্বয়ং কিছু কথাবার্তা হযরত আমীর খসরু (রহ.)-কে শোনালেন। হযরত আমীর খসরু (রহ.) কলন্দরের কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। হযরত কলন্দর ছাহেব হযরত আমীর খসরুর (রহ.) কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হে খসরু! কিছু কি বুঝতে পেরেছ, না এমনিতেই শ্রেফ কান্নাকাটি করছ? হযরত আমীর খসরু (রহ.) বললেন এজন্য কাঁদছি যে, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। হযরত কলন্দর সাহেব (রহ.) এ জওয়াব শুনে বেশ উৎফুল্ল হলেন। অতঃপর সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর পাঠানো হাদিয়া গ্রহণে সম্মত হলেন।

## তাঁর ভাবী উপাধি অর্জন

তিনি একদিন মনে মনে ভাবলেন, আমার ব্যক্তিত্ব মনে হয় স্বাভাবিক বান্দাগণের মতোই। কতইনা ভাল হত যদি খাস ফকীরগণের দলভুক্ত হয়ে যেতে পারতাম। তিনি মনের কথাটুকু নিজ পীর সাহেব (রহ.)-এর বরাবরে না জানিয়ে পারলেন না। তখন হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর কথা শুনে, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলে ফেললেন, তোমাকে কিয়ামতের দিন ‘মুহাম্মদ কা ছেলীন’ বলে ডাকা হবে।<sup>১</sup>

## তাঁর অসীমত

হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.)-এর পীর সাহেব হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁকে পবিত্র জবানে যে সব মুহাব্বতের বাক্য যোগে সম্বোধন

---

<sup>১</sup> শরফুল মুনাকিব

করতেন সেসব শব্দ একটি কাগজে লিখে তাবিজের মত গলায় ধারণ করতেন। তিনি অসীয়াত করে যান, যেন এই লেখা তাবিজটি স্বয়ত্তে তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে কবরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়।

## ওফাত

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যখন দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিচ্ছিলেন হযরত আমীর খসরু (রহ.) তখন দিল্লী উপস্থিত ছিলেন না। সে সময় তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুগলকের সাথে লখনৌতে ছিলেন। পরে নিজ পীর-মুরশিদের ওফাতের সংবাদ অবগত হয়ে দিল্লী আসেন এবং নিজ পীরের মাজারে হাজিরা দিলেন। পরে সেই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে যা কিছু সম্বল ছিল সবটুকুই ফকীরদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিলেন। শোক পালনস্বরূপ কালো কাপড় গায়ে জড়ালেন এবং মাজার শরীফে থাকা আরম্ভ করে দিলেন।

একাধারে ৬ মাস অত্যন্ত শোকে অতিবাহিত করার পর শেষ পর্যন্ত ১৮ শওয়াল ৭২৫ হিজরী সনে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করলেন। তাঁর মাজার হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পবিত্র মাযারের অনতিদূরে ‘চবুতরানে ইয়ারা’ নাম নিয়ে এখনো কালের সাক্ষী হয়ে আছে। প্রতি বছর সেখানেই আমীর খসরু মাহমুদের বার্ষিক ঈসাল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

## চারিত্রিক গুণাবলি

তিনি শুধু এক সুললিত কণ্ঠের গজল গায়ক ছিলেন না বরং একজন উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন আলেমে দীন, অবিসংবাদিত লেখক, কৌতুককারী ব্যক্তিত্ব এবং আধ্যাত্মিক সুলতান ছিলেন। তিনি একজন অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন খিলাফতপ্রাপ্ত সূফীয়ায়ে কেরামগণের দলভুক্ত সার্থক দরবেশ ছিলেন। তিনি শেষ রাত্রি জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ নামাজে একাধারে ‘সাত পারা’ কুরআন পাঠ করে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। অত্যন্ত বিনম্রতা অবলম্বন করে অঝোরে কাঁদতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি চাকুরী করেও একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গোটা বছর রোজা রেখেছিলেন। তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রহ.) সাথী হয়ে পায়ে হেটে হজ্জব্রত পালন করেছিলেন।<sup>১</sup>

<sup>১</sup> দারানশিকোহ, সফীনাভুল আউলিয়া

## পীর-মুরশিদের ভালোবাসা

তিনি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে পীর-মুরশিদের সীমাহীন ভক্ত ছিলেন। তিনি ফানা ফিশ শায়খের দরজায় পৌঁছেছিলেন। যতদিন তিনি দিল্লীতে ছিলেন সব সময়টুকু নিজ পীর সাহেবের দরবারেই কাটিয়ে দিতেন।

একদিন এক ব্যক্তি হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে হাজির হলেন, সাথে এক মেয়েও ছিল। লোকটি মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কাছে কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ভাগ্যক্রমে সেদিন দরবারে এক জোড়া জুতা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিরুপায় হয়ে সেই জুতাটুকু আগত লোকটিকে দিয়ে দিলেন। লোকটি এসেছিল নগদ কিছু অর্থ-কড়ি পাওয়ার জন্য তাই জুতা পেয়ে সে খুশি হতে পারেনি।

সেই লোকটি দিল্লী থেকে যাত্রা করে পশ্চিমধ্যে একটি লঙ্গর খানায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। এদিকে হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.)ও অনেক টাকা-কড়ি সাথে নিয়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তবে, একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে দু'জনের পথে দেখা হয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে হযরত আমীর খসরু (রহ.) স্বীয় পীরের খুশবু পেয়ে গেলেন। তিনি তালাশ করতে লাগলেন, কোন লোকটি এখন দিল্লী থেকে আসছিল। ইত্যোবসরে সেই লোকটির সাথে পরিচয় হয়ে গেলে হযরত আমীর খসরু (রহ.) জুতা জোড়ার ব্যপারে জানতে চাইলেন তিনি জুতা জোড়া সেই লোকটির কাছ থেকে নিয়ে নিলেন বিনিময়ে সাথে যা সম্পদ ছিল সবটাই লোকটিকে দিয়ে সম্ভুষ্ট করলেন। সেই জুতা দুটি তিনি পাগড়ির সাথে বেঁধে মাথায় নিয়ে নিলেন এবং এভাবেই হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রহ.) দরবারে সোজা উপস্থিতি হলেন।

## পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে ভালোবাসা

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজে হযরত আমীর খসরু মাহমুদকে (রহ.) অত্যন্ত ভালবাসতেন।<sup>১</sup> একবার হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বললেন, বললেন, হে খসরু! আমি অন্য সবার ব্যাপারে সংবরিত হলেও তোমার ব্যাপারে নই। এমনকি, আমি আমার জন্য হলেও তোমার ব্যাপারে নই।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁকে ﷻ উপাধি দিয়েছিলেন। একবার তিনি হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর ব্যাপারে বলেন, আমি কখনো

<sup>১</sup> লতায়িফে আশরফী ফী বয়ানে কওয়াইফে সুফী

তাকে ছাড়া বেহেস্তে পা রাখব না এবং দুজন যদি একই কবরে দাফন করা শরীয়তে নিষেধ না থাকত তাহলে আমি অসীয়াত করতাম দুজনকে যেন একই কবরে দাফন করা হয় ।

অন্য এক সময় হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, রোজ কিয়ামতে প্রত্যেক বান্দা থেকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি জিনিসটা এনেছ? আমার কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি ترك الله-এর প্রেমের আগুন এনেছি, এটাই জবাব দেব ।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) আরও বলতেন, হে প্রভু! আমাকে ترك الله-এর ভালোবাসার আগুনে জ্বলার শক্তি দাও ।

একবার হযরত আমীর খসরু (রহ.) পূর্ববর্তীগণের বক্তব্যের খণ্ডন করেন এবং غمناک-এর জবাব লিখার সময় এ কবিতাটি পাঠ করেছিলেন,

و ديد خسر و يم چون شد بلند ☆ زلزله در گور نظامی گند

খসরুর জালালী স্বভাব যখন জাগ্রত হয়

নিজামীর সমাধিতে তখন কম্পন শুরু হয় ।

এ সময়ে এক খোলা তলোয়ার হযুরের মাথার উপর এসে যায় । তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) এবং খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) উপস্থিতি কামনা করলেন । হঠাৎ একটি হাত দেখা গেল, যার আঙ্গিন গুটানো । মুহূর্তে তলোয়ার অদৃশ্য হয়ে গেল । হযরত খাজা আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.) নির্ঘাত বেঁচে গেলেন ।

তিনি এরপর হযরত মাহবুবে ইলাহী নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর দরবারে হাজির হলেন । তিনি ইচ্ছা করছেন, সকল ব্যাপারটুকু খুলে বলবেন, কিন্তু দেখা গেল, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজেই সেই গুটানো আঙ্গিনা হাত মুবারক দেখালেন । হযরত আমীর খসরু (রহ.) তৎক্ষণাৎ সম্মানান্তে জমিনে সিজদাবনত হয়ে পড়লেন ।<sup>১</sup>

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) স্বয়ং হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.)-এর প্রশংসায় নিচের কবিতাটি কলমবদ্ধ করেছিলেন ।

خسرو که به نظم و نثر مثلش که خاست ☆ ملکیت ملک سخن از خسرو ماست

این خسرو ماست ناصر خسرو نیست ☆ زیرا که خدا ناصر این خسرو ماست

<sup>১</sup> তুহফাতুল আনস

খসরুর উপমা গদ্যে-পদ্যে সত্যিই অনুপস্থিত  
বাকশক্তিটুকুও কোথা পাবো খসরু ব্যতীত ।  
এতো স্বয়ং খসরু কেউ সাহায্যকারী নয়  
খসরুর ত্রাণকর্তা শুধু মওলাই হয় ।

## কাব্য ও কবিতা

তুহফাতুল ইনস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.) পাঁচ লাখের কম এবং চার লাখের অধিক ফারসি ভাষায় বিভিন্ন কবিতা পাঠ করেছেন । নয় বছর বয়সকালে তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ছাহেবের মৃত্যু হলে এক শোকগাঁথামূলক কবিতা লিখেন । যার একটি চরণ তুলে ধরা হল:

سیف از سرم گذشت و دل دو نیم ماند ☆ دریائے ماروان شد و در میم ماند

শমশির মস্তক ছুয়ে গেল, রয়ে গেল প্রাণ  
মম শ্রোতস্বীণী প্রবাহমান, চির অটুট অঙ্গান ।

তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে অনেক কবিতাই লিখে গেছেন । নিজ পীর সাহেব (রহ.)-এর শানে লিখা কবিতার দু'টি চরণ নিম্নরূপ:

جدا از خانقاه او بتقدیم ☆ حطیم کعبه را مانند به تعظیم

সে মল্ক কর্দে নফশ আশিয়ান ☆ چو اندر سقفا کعبش خانه

খানকা বিচ্যুত হলেও হাতীমে কাবার রবে সম্মান  
শাহ গড়েছে যেথা আস্তানা চড়ইয়ের যেন বালাখানা ।

জাওয়াহিরুল আনওয়ার নামক গ্রন্থে দেখা যায় হযরত খাজা আমীর মাহমুদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য একবার হযরত শায়খ সা'দী সিরাজী (রহ.) সুদূর ভারত এসেছিলেন ।

একবার হযরত খাজা আমীর খসরু (রহ.)-এর সাথে হযরত খিযির (আ.)-এর সাক্ষাৎ ঘটে যায় । তিনি হযরত খিযির (আ.)-এর কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন, হযরতের মুখ নিসৃত একটুখানি লাল। যেন তাঁকে খাওয়ায়ে দেন । হযরত খিযির (আ.) বলে দিলেন, সেই সৌভাগ্য হযরত শায়খ সা'দী সিরাজী (রহ.) নিয়ে ফেলেছেন । তিনি সোজা মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন । হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজ মুখের কিছু লাল। হযরত খাজা আমীর খসরু (রহ.)-কে খাওয়ায়ে দিলেন । সেই লালার বরকতে

হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর মুখের এমন বরকত লাভ হয়েছিল যে, তাঁর মুখের কোন দুআই আর বিফলে যেত না। সেই সৌভাগ্য কোন শিষ্যই লাভ করতে পারেনি।

### তাঁর লিখিত বিশেষ গ্রন্থাবলি

তাঁর লিখিত বর্তমানে বায়ান্নটি গ্রন্থ রয়েছে। বিশেষ গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা পেশ করা হল: রাহতুল মুহিব্বীন; এ গ্রন্থে তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রহ.) বিভিন্ন বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন, তুহফাতুস সগীর, ওয়াসাতুল হায়াত, ইজ্জতুল কামাল, বকিয়াহ নকীয়া, নিহায়তুল কামাল, কুরআনুস সা'দীন, মতলাউল আনওয়ার, ব-জওয়াবে মখযানিল আসরারে নিযামী, শীরীন-খসরু, লাইলী মজনু, আয়েনায়ে সিকান্দারী, হাশত বেহেষ্ট, তাজুল ফতুহ, ন-ফের ইজাজে খসরুবা, তুগলকনামা, খাযায়িনুল ফতুহ ও মনাকিবে হিন্দ ইত্যাদি।